চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 88 Tuesday, 27 February, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ৮৮ সংখ্যা ✱ ১৪ ফাল্গুন, ১৪৩০, মঙ্গলবার, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

দীর্ঘ প্রায় ২ বছর ধরে ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা না পাওয়ায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষ অসহায় হয়ে পড়েছিল ১০০ দিনের কাজের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকরা। ...বিস্তারিত পাতা ৩

এক গৃহবধূকে হাঁসুয়া দিয়ে কুপিয়ে খুন করার চেষ্টার অভিযোগে দুই সিভিক পুলিশ ও থানার ড্রাইভার জড়িত থাকার অভিযোগে চাঞ্চল্য মোথাবাড়ি এলাকায়। ...বিস্তারিত পাতা ৫

অভিনেত্রী উর্বশী রাওতেলার জন্মদিনে ২৪ ক্যারট গোল্ডে অর্থাৎ সোনার কেক উপহার দিলেন গায়ক হানি সিং। যার দাম শোনা যাচ্ছে ৩ কোটি টাকা। ...বিস্তারিত পাতা ৬

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের তালিকায় আরও ভাল জায়গায় গেল ভারত। ইংল্যান্ডকে রাঁচিতে হারানোর ফলে পয়েন্ট বেড়েছে রোহিত শর্মাদের। ...বিস্তারিত পাতা ৮

নির্বাচন কমিশনে ইডির বিরুদ্ধেও নালিশ তৃণমূলের

ডেপুটেশনে আধারের সঙ্গে চোপড়া প্রসঙ্গও

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ সন্দেশখালিকাণ্ড নিয়ে রাজ্যের শাসক দলের চাপ বাড়াচ্ছে বিরোধী দলগুলি। কিন্তু এর মাঝেই আধার নিষ্ক্রিয়ের ঘটনা নিয়ে পাল্টা সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। সেই ইস্যুতে সোমবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিল বাংলার শাসক শিবির। ৫ জনের প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন জমা দিয়েছে। তবে শুধু আধার নিয়ে অভিযোগ করেনি তৃণমূল। বিগত কয়েক দিন ধরে রাজ্যের নানা প্রান্তে বেশ কিছু মানুষের আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে, এমন অভিযোগ উঠে এসেছে। এই সংক্রান্ত মেসেজ, নোটিস ঘিরে আমজনতার মধ্যে আতঙ্ক-বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। সেই বিষয় নিয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছে তৃণমূল। তাঁদের বক্তব্য, আধার ডিঅ্যাক্টিভেশনের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমাধান সূত্র খোঁজার চেষ্টা করেছেন। এই নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠিও দিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, 'ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (ইউআইডিএআই)-কেও অবগত করা হয়েছে। কিন্তু আখেরে কোনও লাভ হয়নি। সেই কারণেই

তাঁরা চাইছেন নির্বাচন কমিশন বিষয়টি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করুক। চোপড়ার শিশু মৃত্যুর ঘটনা প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছে, বিএসএফ-এর গাফিলতি সেখানে ৪ জনে শিশুর মৃত্যু হয়েছে। অবৈধভাবে ড্রেন খোঁড়ার কাজ করার সময়ই দুর্ঘটনা হয় এবং মাটি চাপা পড়ে ৪ জনের মৃত্যু হয়। তৃণমূলের অভিযোগ, ২০২১ সালে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্য আসার পর বহু জায়গায় সাধারণ মানুষের সমস্যা হয়েছে। জওয়ানরা অনেক জায়গায় স্থানীয়দের হুমকি দিয়েছে, ভয় দেখিয়েছে। সংবাদমাধ্যমেও এই নিয়ে খবর হয়েছে। আগামী দিনে নির্বাচনের সময়ে যাতে এমন সমস্যা না হয়, তা খতিয়ে দেখার আর্জি জানান হয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে। কেন্দ্রীয় এজেন্সি যে বাংলায় বেশি বেশি তপর তা অনেক আগে থেকেই দাবি করে আসছে তৃণমূল। এই বিষয় নিয়েও নির্বাচন কমিশনের নজর টানল তৃণমূল। ডেপুটেশনে বলা হয়েছে, নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে রাজ্যে প্রথমবার তৈরি হয়েছে 'ডিস্ট্রিক্ট ইন্টালিজেন্স কমিটি।' অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এলাকার নজরদারিতে তৈরি হওয়া এই কমিটিতে রাজ্য এবং কেন্দ্রের সদস্যরা আছেন। কিন্তু তৃণমূলের দাবি, আর্থিক দুর্নীতি মামলায় ইডি নির্বাচনের আগে বেছে বেছে শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীদের নিশানা করেছে। তাঁদেরই সম্পত্তির ব্যাপারে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে, তল্লাশি চালানো হচ্ছে। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়, প্রতিমা মণ্ডল, দোলা সেন, সাজদা আহমেদ এবং সাকেত গোখলে।

সন্দেশখালিতে যাদের জমি জোর করে নিয়েছে শাহজাহানরা, ফেরত দিতে শুরু করল সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ সন্দেশখালিতে যাদের জমি গায়ের জোরে দখল করেছিল শেখ শাহজাহান বাহিনী তাদের মালিকানা ফেরত দিতে শুরু করল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার। ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতর সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত ৬৫ জনের বেশি গ্রামবাসীর জমি ফেরত দিয়েছে সরকার। উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে যে স্থানীয় মানুষের যে আন্দোলন দলা পাকিয়ে উঠেছে তার নেপথ্যে অন্যতম কারণ হল, জোর করে জমি দখল। এই জমি সরকার নেয়নি। এ ব্যাপারে মূল অভিযোগ রয়েছে স্থানীয় তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান ও তার ভাই সিরাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে। তা ছাড়া তৃণমূলের আর এক নেতা অজিত

মাইতির বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন এলাকার মানুষ। মূল অভিযোগ হল, তাদের জমি জোর করে দখল করে সেখানে মাছের ভেরি বানানো হয়েছে। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে সন্দেশখালির বিভিন্ন অঞ্চলে 'দুয়ারে সরকার' শিবির চালু করে অভিযোগ নিতে শুরু করে। তার পর সেই ক্যাম্পে যে সব জমি দখলের অভিযোগ জমা পড়ে তা খতিয়ে দেখতে শুরু করে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতর। যুদ্ধকালীন তপরতায় ল্যান্ড রেকর্ড চেক করে মালিকানা ফেরত দেওয়ার কাজ শুরু করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতর সূত্রে বলা হচ্ছে, দারিরজঙ্গল মৌজায় ২৮ জনের জমির মালিকানা ২২ ফেব্রুয়ারি ফেরত দেওয়া হয়েছে। যাঁদের জমির মালিকানা ফেরত দেওয়া হয়েছে তাঁরা হলেন অনীতা দাস, উর্মিলা দাস, মিন্টু নায়েক, পুলিন দাস, সত্যচরণ নায়েক, সন্তোষ কান্দার প্রমুখ। পর দিন ২৩ ফেব্রুয়ারি আরও ১৩ জনকে জমির মালিকানা ফেরত দেওয়া হয়েছে। শনিবার ২৪ ফেব্রুয়ারি মালিকানা ফেরত দেওয়া হয়েছে ২৪ জনের।

'খলিস্তানি' বিতর্কে রাজ্যের শিখেরা মুখ্যসচিবের দ্বারস্থ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ 'খালিস্তানি' মন্তব্যে বিতর্কের জেরে শিখ সম্প্রদায়ভুক্তরা রাজ্য সরকারের কাছে দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে। শিখ সম্প্রদায়ের এক প্রতিনিধি দল আজ নবান্নে মুখ্যসচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকার সঙ্গে দেখা করে তার হাতে একটি স্মারকলিপি তুলে দেন বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য সন্দেশখালি যাওয়ার পথে পুলিশ তাদের আটকে দিলে গত ২০ ফেব্রুয়ারি বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল দায়িত্বপ্রাপ্ত এক পুলিশ আধিকারিককে খালিস্তানি বললে রাজ্যজুড়ে বিতর্ক তৈরি হয়। এরপরে শিখ গুরুদ্বার কমিটির এক প্রতিনিধি দল গত বৃহস্পতিবার রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে দেখা করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, গত ২০ ফেব্রুয়ারি সকালে সন্দেশখালি অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাস-সহ দলের কয়েক জন নেতা। ধামাখালিতে তাঁদের আটকে দিয়েছিল পুলিশ। কেন তাঁদের আটকানো হচ্ছে, তা নিয়ে পুলিশের আধিকারিকদের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন বিজেপি বিধায়করা। পুলিশ আধিকারিকদের মধ্যে ছিলেন আইপিএস অফিসার যশপ্রীত সিংহ। যাঁকে দেখে 'খলিস্তানি' বলে মন্তব্য করা হয় বলে অভিযোগ। এই মন্তব্য-বিতর্কের জেরে এর আগে রাজ্য বিজেপির সদর দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন শিখ জনগোষ্ঠীর মানুষেরা। দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করার আর্জি নিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গেও দেখা করেছেন শিখ গুরুদ্বার কমিটির প্রতিনিধিরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে শিখ সম্প্রদায়ের সাত সদস্যের প্রতিনিধিদল রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি তুলে দেয়। পরে রাজভবনের বাইরে বেরিয়ে স্মারকলিপিটি পড়ে শোনান প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য গুরমিত সিংহ। তাঁর দাবি, আইপিএস আধিকারিককে 'খলিস্তানি' বলে অপমান করে শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপির প্রতিনিধিদল শিখ ধর্মাবলম্বীদের পাগড়ি অর্থাৎ 'পবিত্রতা' এবং 'আত্মসম্মান'কে অপমান করেছেন। দোষীদের বিরুদ্ধে রাজ্যপালকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছে প্রতিনিধিদলটি।

৭ দিনের মধ্যে শাহজাহান গ্রেফতার হবে, এক্স হ্যান্ডেলে লিখলেন কুণাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ সাতদিনের মধ্যে গ্রেফতার হবে শেখ শাহজাহান, সোমবার এক্স হ্যান্ডেলে এমনই পোস্ট কুণাল ঘোষের। কুণাল লেখেন, 'শেখ শাহজাহানের গ্রেফতার নিয়ে অভিষেক সঠিক বলেছিলেন। আদালতের আইনি জটেই বিষয়টা আটকে ছিল। তার সুযোগে রাজনীতি করছিল বিরোধীরা। আজ হাইকোর্ট সেই জট খুলে পুলিশকে পদক্ষেপের অনুমোদন দেওয়ায় ধন্যবাদ। সাত দিনের মধ্যে শাহজাহান গ্রেফতার হবে।' তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের এক্স-মেসেজ ঘিরে এই মুহূর্তে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। আদালত এদিনই জানিয়ে দিয়েছে, রাজ্য পুলিশ শাহজাহানকে গ্রেফতার করতেই পারে। রাজ্য পুলিশের তদন্তে কোনও 'স্টে' আদালতের তরফে নেই। ফলে শাহজাহানকে পুলিশি গ্রেফতারিতে আইনগত কোনও বাধাই রইল না। রবিবারই মহেশতলায় এক কর্মসূচিতে গিয়ে তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ''তৃণমূল শেখ শাহজাহানকে গার্ড করছে, এমন ভুল ধারণা যেন কেউ মনে রাখবেন না। যদি কেউ গার্ড করে সেটা জুডিশিয়ারি গার্ড করছে। জুডিশিয়ারি স্টে তুলে দিক তারপর যদি না করতে পারে একই প্রশ্ন এখানে এসে করবেন।'' ইতিমধ্যেই আদালত জানিয়ে দিয়েছে, সন্দেশখালি মামলায় স্থগিতাদেশ নেই। বরং এই মামলায় শাহজাহানকে যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে কোর্ট। এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার বলেন, ''তার মানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা যে সম্পূর্ণ ভুল তা প্রমাণিত হল।'' অন্যদিকে সিপিএমের বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বক্তব্য, ''কোনও আইনগত বাধা নেই। আসলে ওরা শাহজাহানকে নিজেদের আশ্রয়ে পুলিশ নিরাপত্তায় রেখেছে। এখন মানুষের বিক্ষোভের ফলে এসব কথা বলছে।''

সন্দেশখালি-কাণ্ডের প্রতিবাদে কলকাতায় বিজেপির ধরনায় 'না' পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ সন্দেশখালির উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকার পক্ষকে নাগাড়ে বিঁধে চলেছে বিজেপি। এবার সন্দেশখালির ঘটনার প্রতিবাদের সুর কলকাতার বুকে আরও জোরদার করতে চাইছে গেরুয়া শিবির। সেই কারণে ময়দানে মহাত্মা গান্ধির মূর্তির পাদদেশে দু'দিনের ধরনা কর্মসূচি করতে চান বঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। আজ অর্থাৎ, সোমবার থেকে দু'দিনের ধরনায় বসতে চেয়ে আবদেন জানিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পুলিশ তাতে রাজি হয়নি। পুলিশের তরফ থেকে কোনও অনুমতি দেওয়া হয়নি। পুলিশ ধরনায় আপত্তি জানানোয়, এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। জানা যাচ্ছে, সুকান্তদের অভিযোগ রাজ্যে বর্তমানে পরীক্ষা চলছে, এই যুক্তিতে পুলিশ ধরনায় অনুমতি দেয়নি। এমন অবস্থায় তাঁরা এবার আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিজেপির বক্তব্য, ওই একই জায়গায় সম্প্রতি যখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধরনায় বসেছিলেন, তখন তাতে আপত্তি ছিল না পুলিশের। আজ সুকান্তদের আবেদনের প্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্টের তরফে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নোটিস দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামিকাল (মঙ্গলবার) এই মামলার শুনানি রয়েছে হাইকোর্টে। এখন দেখার আগামী দিনে এই মামলার শুনানি কোন দিকে মোড় নেয়। উল্লেখ্য, বিগত দিনগুলিতে সন্দেশখালির ইস্যুতে বার বার সরব হয়েছে বিজেপি। সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষ, বঙ্গ বিজেপির তাবড় রথী-মহারথীরা সরব হয়েছেন।

ওয়ানাড থেকে এবার 'অনিশ্চিত' রাহুল গান্ধি!

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে আমেথি থেকে হেরে গিয়েছিলেন রাহুল গান্ধি। কিন্তু কেরলের ওয়ানাড তাঁর মুখ রক্ষা করে। সূত্রের খবর এবার তিনি ওয়ানাড থেকে নাও দাঁড়াতে পারেন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে রাহুল গান্ধি আগেরবারে মতোই দুটি নির্বাচনী এলাকা বেছে নিতে পারেন। সূত্রের খবর, রাহুল গান্ধি ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে কর্নাটক কিংবা তেলেঙ্গানার একটি

সিপিআই-এর অ্যানি রাজা লোকসভা নির্বাচনে ওয়ানাড থেকে প্রার্থী হবেন

আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। অপর আসন তিনি বেছে নিতে পারেন উত্তর প্রদেশ থেকে। এদিকে এদিন ওয়ানাড থেকে দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে সিপিআই। দলের সাধারণ সম্পাদক ডি রাডা জানিয়েছেন, অ্যানি রাজা লোকসভা নির্বাচনে ওয়ানাড থেকে প্রার্থী হবেন। প্রসঙ্গত বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইন্ডিয়া ব্লক তৈরি হলেও, যেসব রাজ্যে শরিক দল একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করবে তার মধ্যে কেরলও রয়েছে। ২০১৯-এর

লোকসভা নির্বাচনে রাহুল গান্ধি ওয়ানাড আসনে সিপিআই প্রার্থী পিপি সুনিরকে চার লক্ষের বেশি ভোটে পরাজিত করেন। এখনও ঘোষণা না হলেও, রাহুল গান্ধি ওয়ানাড থেকে না লড়াই করার সম্ভাব্য কারণগুলির মধ্যে রয়েছে ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগের চাপ। তারা কংগ্রেসের কাছে দাবি করেছে এবার কেরলে দুটির পরিবর্তে তিনটি আসন দিতে হবে। তার মধ্যে একটি রয়েছে ওয়ানাড। কেননা ওয়ানাডে মুসলিম ভোটের বেশি। বিজেপির সঙ্গে হাত মেলালো টিএমসি, নেতৃত্ব থাকবেন মোদির জনসভায় বিজেপির সঙ্গে হাত মেলালো টিএমসি, নেতৃত্ব থাকবেন মোদির জনসভায় এক সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, সিপিআই সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা এমাসের শুরুতে বলেছিলেন, দলের জাতীয় কার্যনির্বাহী সভায় কংগ্রেসকে ওয়ানাড ছেড়ে যেতে বলার বিষয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। তিনি আরও বলেছিলেন, এলডিএফের আসন ভাগাভাগির চুক্তি হিসেবে সিপিআই-এর ভাগে ওয়ানাড-সহ চারটি আসন পড়েছে।

শাহজাহানকে গ্রেফতার করতে কোনও বাধা নেই

সন্দেশখালি মামলায় বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ সন্দেশখালির শেখ শাহজাহানকে গ্রেফতার করতে কোনও বাধা নেই। সোমবার বড় কথা জানিয়ে দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। শেখ শাহজাহানকে সন্দেশখালি মামলায় যুক্ত করার নির্দেশ দিলেন প্রধান বিচারপতি। পাবলিক নোটিশ দিয়ে জানাতে হবে এই মামলায় যুক্ত করা হয়েছে। সন্দেশখালি মামলাতেও আপাতত কোনও স্থগিতাদেশ নেই বলে জানিয়ে দেন তিনি। তাই তাঁকে গ্রেফতার করতেও কোনও বাধা নেই। প্রসঙ্গত, তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''এই নিয়ে কেউ দ্বিমত, সংশয় রাখবেন না, শেখ শাহজাহানকে তৃণমূল কংগ্রেস গার্ড করছে। শেখ শাহজাহানকে যদি কেউ গার্ড করে, তাহলে সেটা জুডিশিয়ারি বিভাগ। চাইলে আমার এই কথা রেকর্ডও রাখতে পারেন। যাতে রোজ সন্দেশখালি খবরের শিরোনামে থাকে, যাতে রোজ সন্দেশখালিতে আগুন জ্বলে, জুডিশিয়ারি স্টেট তুলে দিক, তাহলে যদি কেউ গ্রেফতার করতে না পারে, তাহলে সে এসে আমাকে বলুক। হাত পা বেঁধে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।'' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এহেন মন্তব্যের পরই রাজনৈতিক শোরগোল তৈরি হয়। আর ঠিক তার পরই কলকাতা হাইকোর্ট অবস্থান স্পষ্ট করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এবার গোটা বিষয়টা রাজ্য প্রশাসনের কোর্টে চলে এসেছে। এর আগে রাজ্যের ডিজি রাজীব কুমারও জানিয়েছিলেন, তাঁরা গ্রেফতার করতে পারছেন না। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট করে দিল, শেখ শাহজাহানকে গ্রেফতার করতে কোনও বাধা নেই। পাবলিক নোটিস ইস্যু করে শেখ শাহজাহানকে এই মামলায় যুক্ত করতে হবে। যদিও, গত শনিবার যখন সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক সন্দেশখালি যান, তখন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ''আমাদের কাছে স্পেসিফিক কোনও অভিযোগ আসলে, দল ব্যবস্থা নেবে। নির্দিষ্ট অভিযোগ আসতে হবে তো। যদি কেউ জমি দখল করে, তাহলে জমি ফেরত হবেই।'' প্রসঙ্গত, সোমবারের শুনানিতে আদালত বান্ধব প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান, ''একজন সাংসদ বলছেন, বলা হচ্ছে আদালতের জন্যই শেখ শাহজাহানকে গ্রেফতার করা হয়নি। এটা স্পষ্ট করা দরকার কোথাও স্টে নেই।'' তখন প্রধান বিচারপতি এজিকে প্রশ্ন করেন, ''কোথায় স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে?'' এজি কিশোর দত্ত তখন বলেন, ''ইডি নিগৃহীত হওয়ার জন্য যে মামলা হয়, সেখানে সিট হয়। সেই সিটে স্থগিতাদেশ রয়েছে।'' প্রধান বিচারপতি তখন বলেন, ''আমরা স্পষ্ট করছি, রাজ্য পুলিশকে এই ধরনের কোন স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়নি। পুলিশকে ওই জেলা পরিষদের ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে বাধা দেয়নি।'' তিনি আরও জানিয়ে দেন, ''রাজ্য হোম সেক্রেটারি, ডিজি, ওসি প্রধানকে যেহেতু খুঁজে পাওয়া যায়নি, তাই সংবাদপত্র একটি নোটিস জারি করতে হবে।''

মন্ত্রীদের রেয়াত করা হয়নি, শাহজাহানকে নিয়ে বার্তা দিল তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ শেখ শাহজাহানের মাথার উপর থেকে কী তাহলে দল হাত সরিয়ে নিচ্ছে? সেই প্রশ্ন আরও জোরদার হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ সাংবাদিক বৈঠক করেন। সেখানে আরও বেশি এই বিষয়ে সবুজ সংকেত পাওয়া যাচ্ছে। মন্ত্রীকেও রেয়াত করা হয়নি। শেখ শাহজাহান প্রসঙ্গে বক্তব্য তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের। শেখ শাহজাহান মন্ত্রী নয়। সম্মেলনে বুঝিয়ে দেওয়া হল। আর তাই নিয়েই শুরু হয়ে গেল জোর গুঞ্জন। তাহলে কবে গ্রেফতার হতে পারে শাহজাহান? মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, ''আমরা যেখানে মন্ত্রীদের রেয়াত করিনি, সেখানে একজন যিনি মন্ত্রী নন তার পাশে দল দাঁড়াচ্ছে! এটা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল। এটা নিয়ে আমরা আদালতের উপর এবার আস্থা রেখে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'' মন্ত্রী আরও বলেন, ''ইতিমধ্যে ওখানে আগেই অনেকে গ্রেফতার হয়েছে। পুলিশ যদি আবার মনে করে কাউকে আরও গ্রেফতার করার দরকার। শাহজাহানের মতো তাহলে করতে পারে।'' তাহলে কি শাহজাহানকে গ্রেফতারের ছাড়পত্র দেওয়া হল? দলের পক্ষ থেকে আরও বার্তা দেওয়া হয়েছে। দলের তরফ

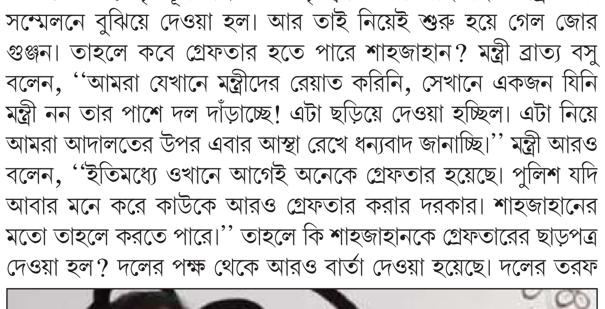

থেকে দুর্বৃত্তের পাশে দাঁড়ানো হবে না। এই বার্তা দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রীর কথায়, ''আমাদের দলই অন্যায়কারী কাউকে ধরার চেষ্টা করেছে। ধরা যাচ্ছিল না বলে অভিষেক ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন। তার জেরেই রায় সামনে এসেছে। দলগতভাবে প্রশাসনগতভাবে কোনও দুর্বৃত্তের পাশে আমরা দাঁড়াইনি, দাঁড়াবও না।'' শাহজাহান শেখের বিরুদ্ধে নতুন এফআইআর তৃণমূল মুখমাত্র কুণাল ঘোষ দাবি করেন, ''এলাকাটিকে ডিস্টার্ব করার জন্য আজ একজন নেতা যাচ্ছে, পর দিন আরেকজন। এরা কি একদিন যেতে পারে না? না কি গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জন্য যেতে পারছেন না? না কি প্রধানমন্ত্রী আসা পর্যন্ত সন্দেশখালি ইস্যুকে জিইয়ে রাখতে এভাবে বারবার যাচ্ছেন। কাল্পনিক কিছু অভিযোগ সামনে রেখে এলাকা অশান্ত করা হচ্ছে। জমি, টাকা না পাওয়া নিয়ে অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কিন্তু রাতের পর রাত ধর্ষণ এসব অভিযোগ সামনে রেখে বাড়ি ভাঙচুর চলবে না।'' মন্তব্য কুণালের। ''এই শেখ শাহজাহানের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হননি। ১৩ সালে এরা তৃণমূলে এসেছে। তার আগে এরা কোথায় ছিল? নিরাপদ সর্দার শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে ছিল। এরা সিপিএমের প্রোডাক্ট। তখন থেকে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে মাখামাখি।'' তীব্র কটাক্ষ কুণাল ঘোষের। ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন শাস্তি হবে। কিন্তু তার জন্য এভাবে তালগোল পাকিয়ে দেওয়ার কারণ কী?'' প্রশ্ন তৃণমূল মুখপাত্রের। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকরা মন্ত্রী থাকাকালীন গ্রেফতার হয়েছিলেন। মানিক ভট্টাচার্য বিধায়ক ও পর্ষদ সভাপতির পদে থাকা অবস্থায় গ্রেফতার হন। দল তাদের বিরুদ্ধে পরবর্তীকালে কড়া অবস্থান নেয়। সে কথাই শেখ শাহজাহানের ইস্যুতে মনে করিয়ে দিচ্ছে তৃণমূল। তাহলে কি এবার শেখ শাহজাহানের গ্রেফতারি সময়ের অপেক্ষা?

সুরের সফর থামল ৭২-এ, প্রয়াত কিংবদন্তি গজল গায়ক পঙ্কজ উদাস

মুম্বই, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ সঙ্গীতের জগতে নক্ষত্রপতন। দীর্ঘ রোগভোগের পর চলে গেলেন গজল সঙ্গীতের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব পঙ্কজ উদাস। বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তাঁর সঙ্গীত জীবনের বিস্তার চার দশকেরও বেশি সময়। এদিন মুম্বইয়ের এক বেসরকারি হাসপাতালে বেলা ১১টা নাগাদ মৃত্যু হয় শিল্পীর। পরিবারের তরফে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়ে পঙ্কজ উদাসের মৃত্যু সংবাদ জানানো হয়। বলা হয়েছে, 'অত্যন্ত ভারী মনের সঙ্গে জানাচ্ছি, পদ্মশ্রী পঙ্কজ উদাস প্রয়াত হয়েছেন, ২৬শে ফেব্রুয়ারি। দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন'। গায়কের কন্যা নায়াব উদাস ইনস্টাগ্রামে বাবার মৃত্যুর খবর ভাগ করে নেন। ভারতীয় সঙ্গীত জগতের আকাশের আরও এক তারা খসে পড়ল সোমবার। হিন্দি সিনেমা এবং ইন্ডি-পপের জগতে তাঁর অবদান ভোলার নয়। লাইভ অনুষ্ঠান হোক বা অ্যালবাম কিংবা ছবির গান, আশি ও নব্বইয়ের দশকে দর্শককে মুগ্ধ করেছেন তিনি। 'চান্দি জ্যায়সা রং', 'না কাজরে কি ধার', 'দিওয়ারো সে মিল কর রোনা', 'আহিস্তা', 'থোড়ি থোড়ি প্যার করো', নিকলো না বেনাকাব'- পঙ্কজ উদাসের গাওয়া এই সব গজল আজও ভুলতে পারেনি শ্রোতা-দর্শকরা। 'নশা,' 'পয়মানা', 'হসরত', 'হামসফর'-এর মতো জনপ্রিয় অ্যালবাম রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। জগজি সিং-কে বলা হয়, গজল সম্রাট। আর সঙ্গীতপ্রেমীদের কাছে 'গজল কিং' পঙ্কজ উদাস। রাজকোটের কাছে অবস্থিত চারখাদি নামের এক ছোট্ট শহরে ১৯৫১ সালের ২৭শে মে জন্ম পঙ্কজ

উদাসের। জমিদার পরিবারের ছেলে তিনি। বাবা, কেশুভাই উদাস সরকারি চাকরিজীবী হলেও দিলরুবা বাজাতেন। ছোট থেকেই সঙ্গীতের পরিবেশে বড় হয়ে ওঠা তাঁর। ছেলেকে রাজকোটের সঙ্গীত অ্যাকাডেমিতে ভর্তি করান পঙ্কজ উদাসের বাবা। শুরুতে তবলার তালিম নিলেও পরবর্তীত গুলাম কাদির খান সাহেবের কাছে ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের তালিম নেওয়া শুরু করেন। পরে মুম্বইয়ে এসে গোয়ালিয়ার ঘরনার শিল্পী নবরঙ্গ নাগপুরকরের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা শুরু করেন। ১৯৮০ সালে প্রকাশিত 'আহত' ছিল তাঁর ডেবিউ গজল অ্যালবাম। পরের বছর মুক্তি পায় মুকারার, ১৯৮২ সালে তারান্নুম, ১৯৮৩ সালে মেহফিল একের পর এক হিট অ্যালবাম আশির দশকে উপহার দিয়েছেন তিনি। নাম ছবিতে 'চিঠ্‌ঠি আয়ি হ্যায়' গেয়ে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন পঙ্কজ উদাস। নব্বইয়ের দশকে 'ঘায়েল' ছবিতে লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে ডুয়েট (মাহিয়া তেরি কসম) গেয়েছিলেন প্রয়াত শিল্পী, মোহরা ছবিতে সাধনা সরগমের সঙ্গে জুটি বেঁধে 'না কজরেকি ধার' গেয়েছিলেন। তবে আজকের প্রজন্ম তাঁকে সবচেয়ে বেশি মনে রেখেছে ইন্ডি-পপের জন্যই। সঙ্গীত জগতে অবদানের জন্য অজস্র সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছেন প্রয়াত শিল্পী। ২০০৬ সালে ভারত সরকারের তরফে চতুর্থ সর্বোচ্চ নাগরিক পুরস্কার, পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন গায়ক। পঙ্কজ উদাসের মৃত্যুতে শোকের ছায়া সঙ্গীতের দুনিয়ায়। সোনু নিগম ইনস্টাগ্রামে শোকপ্রকাশ করে লেখেন, 'আমার ছেলেবেলার অন্যতম জরুরি অংশ, আজ হারিয়ে ফেললাম। পঙ্কজ উদাসজি আপনাকে খুব মিস করব। আমার হৃদয় কাঁদছে। পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ, ওম শান্তি'।

সন্দেশখালিতে যা হচ্ছে সেটা তো ট্রেলার মাত্রঃ দিলীপ ঘোষ

খড়গপুর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ সন্দেশখালিতে হিংসা, মহিলাদের ওপর অত্যাচার নিয়ে ফের মুখ খুললেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ। তাঁর মতে, সন্দেশখালিতে যা হচ্ছে সেটা তো ট্রেলার মাত্র। একই ধরনের ঘটনা ঘটতে চলেছে প্রতিটি গ্রামে (পশ্চিমবঙ্গের)। সোমবার সকালে পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন দিলীপ ঘোষ।তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের তুমুল সমালোচনা করেন। বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বলেছেন, মমতা বন্দ্যোাপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেস শাহজাহান শেখকে বাঁচাচ্ছে...সমস্ত দল এবং প্রতিনিধি দলকে সন্দেশখালি যেতে বাধা দেওয়া হচ্ছে এবং মমতা বন্দ্যোধ্যায়ের মনে হচ্ছে, এইভাবে তাঁরা এই ঘটনাকে চাপা দিতে পারবে...কিন্তু এটা সম্ভব নয়।

অন্ধ্রপ্রদেশে বাসের সঙ্গে ট্রাকের ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু ৪ জনের

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ অন্ধ্রপ্রদেশে একটি বাসের সঙ্গে একটি ট্রাকের ধাক্কা লেগে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার ভোরে অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাডা জেলায় একটি দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের সঙ্গে বাসের সংঘর্ষে ৪ জনের মৃত্যুর খবর পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।অন্ধ্রপ্রদেশের প্রথিপাদু মণ্ডলের পাদালাম্মা মন্দিরের কাছে জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছে, ওড়িশা থেকে বাপটলা গামী একটি ট্রাকের টায়ার পাংচার হওয়ায় চালক রাস্তার ধারে থামিয়েছিলেন। অন্ধ্রপ্রদেশ স্টেট রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের (এপিএসআরটিসি) একটি বাস দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাককে ধাক্কা দিলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এক পথচারী সহ ৪ জনের ঘটনাস্থলেই মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে।প্রথিপাদুর সাব ইন্সপেক্টর পওয়ান কুমার ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁরই নির্দেশে পুলিশ একটি মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে।

উড়ালপুল থেকে নীচে পড়ল গাড়ি, আহত চালক-সহ ৩ জন

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতার উল্টোডাঙা উড়ালপুল থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নীচে পড়ে গেল একটি গাড়ি। রবিবার রাত দেড়টা নাগাদ উল্টোডাঙা উড়ালপুল থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হঠাৎ নীচে পড়ে যায় একটি গাড়ি। ঘটনায় আহত হন ওই গাড়ির চালক। চালকের নাম মহম্মদ শোয়েব। আহত অবস্থায় শোয়েবকে উদ্ধার করে আরজি কর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। দুর্ঘটনার ফলে উড়ালপুলের নীচে থাকা দু'টি ঝুপড়ি ঘর চাপা পড়ে যায়। সেই সময় ঘরের ভিতর দু'জন ছিলেন। দুর্ঘটনার ফলে পায়ে চোট পেয়েছেন তাঁরা।পুলিশ সূত্রে খবর, মধ্যরাতে লেকটাউন থেকে উল্টোডাঙার পুরনো উড়ালপুলের উপর দিয়ে বাইপাসের

গাড়ি ও কন্টেনারের সংঘর্ষে ভয়াবহ দুর্ঘটনা

কাইমুর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বিহারের কাইমুর জেলায় গাড়ি ও কন্টেনারের সংঘর্ষে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৯ জন। রবিবার গভীর রাতে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। গাড়ির যাত্রীরা সাসারাম থেকে বারাণসীর দিকে যাচ্ছিলেন, মোহানিয়ার কাছে দেবকালী গ্রামের কাছে গাড়িটি পৌঁছলে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন, প্রথমে একটি মোটরবাইকে ধাক্কা মারে গাড়িটি।এরপর ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে রাস্তার অপর দিকে চলে যায় গাড়িটি এবং কন্টেনারের সঙ্গে জোরালো সংঘর্ষ হয়। মোহানিয়া সাব-ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার দিলীপ কুমার বলেছেন, প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, স্করপিও গাড়িটি এক মোটরবাইক আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, এরপর ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে রাস্তার অপর দিকে চলে যায়। এরপর কন্টেনারের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। তাতেই মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের।

আগামী ২৫ বছরে ভারতকে একটি 'বিকশিত দেশ'-এ রূপান্তরিত করার সংকল্প নেওয়া হয়েছেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ আগামী ২৫ বছরের মধ্যে ভারতকে একটি 'বিকশিত দেশ'-এ রূপান্তরিত করার সংকল্প নিয়েছি আমরা। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, বিকশিত ভারতের চারটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হল দরিদ্র, যুবক, কৃষক এবং মহিলা। উল্লেখযোগ্যভাবে, ভারতের টেক্সটাইল সেক্টর এই সমস্ত স্তম্ভগুলির সঙ্গে সংযুক্ত। সুতরাং ভারত টেক্সের মতো একটি বিষয় আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার দিল্লির ভারত মণ্ডপমে ভারত টেক্স ২০২৪-এর উদ্বোধন করেছেন।এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, এখন ভারতে এই সেক্টরে দক্ষতার উপরও অনেক জোর দেওয়া হচ্ছে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনোলজির নেটওয়ার্ক দেশের ১৯টি প্রতিষ্ঠানে পৌঁছেছে। আশেপাশের তাঁতি ও কারিগরদেরও এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, এখন ভারত বিশ্বের অন্যতম তুলা, পাট এবং রেশম উৎপাদনকারী দেশ। লক্ষাধিক মানুষ এই কাজে নিয়োজিত।এখন সরকার লক্ষ লক্ষ তুলা চাষিকে সহায়তা করছে, তাঁদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ কুইঃটাল তুলা কিনছে। সরকার কর্তৃক চালু করা কস্তুরী তুলা ভারতের নিজস্ব পরিচয় তৈরির দিকে একটি বড় পদক্ষেপ হতে চলেছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, প্রতি ১০ জন পোশাক প্রস্তুতকারকের মধ্যে ৭ জন মহিলা এবং হ্যান্ডলুমে তা আরও বেশি। টেক্সটাইল ছাড়াও খাদি আমাদের ভারতের নারীদের নতুন শক্তি দিয়েছে। আমি বলতে পারি, আমরা গত ১০ বছরে যে প্রচেষ্টা করেছি তা খাদিকে উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান উভয়েরই মাধ্যম করে তুলেছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, বিকশিত ভারত গড়তে টেক্সটাইল সেক্টরের অবদান আরও বাড়ানোর জন্য আমরা অনেক বিস্তৃত পরিসরে কাজ করছি।

বীর সাভারকারের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত ছিলঃঅমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ পুণ্যতিথিতে স্বাধীনতা সংগ্রামী বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধার জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সোমবার সকালে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ টুইট করে অমিত শাহ জানিয়েছেন, পুণ্যতিথিতে সমগ্র দেশের পক্ষ থেকে আমি বীর সাভারকরজিকে শ্রদ্ধা জানাই, তিনি নিজের চিন্তাভাবনা ও সংকল্প দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছিলেন।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও জানান, সাভারকরজির জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল। এমনকি কালাপানির অত্যাচারও দেশকে স্বাধীন করার তাঁর অটল আকাঙ্ক্ষাকে বাধা দিতে পারেনি। সাভারকরজি যিনি অস্পৃশ্যতাকে দেশের উন্নয়নের সবচেয়ে বড় বাধা বলে মনে করতেন, তিনি নিরন্তর সংগ্রাম, দৃঢ় বক্তৃতা এবং কালজয়ী চিন্তাধারা দিয়ে মানুষকে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। নিজের ভাষা, নিজের পোশাক এবং নিজের দেশের জন্য আজীবন সংগ্রামকারী স্বাধীনবীরের ত্যাগ ও দেশপ্রেম ভবিষ্য প্রজন্মকে ধ্রুবতারার মতো দিকনির্দেশনা দিয়ে যাবে।

অশোকনগরে তৃণমূলের উপপ্রধানকে গুলি করে খুন, সাংসদ কাকলি বললেন মর্মান্তিক ঘটনা

অশোকনগর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগরে তৃণমূল কংগ্রেসের উপপ্রধানকে গুলি করে খুন করল দুষ্কৃতীরা। অশোকনগরের গুমা ১ পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ছিলেন বিজন দাস। এলাকায় তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। রবিবার রাতে তাঁকে খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।বিজন গুমা ১ পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান। বর্তমানে তিনি উপপ্রধান পদে ছিলেন। রবিবার রাতে তিনি দলের এক কর্মীর বাড়িতে গিয়েছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় স্থানীয় এক জমি ব্যবসায়ী এবং আরও কয়েক জনের সঙ্গে তাঁর বচসা হয়। ওই ব্যবসায়ীর নাম গৌতম দাস। পুলিশ সূত্রে খবর, বচসা চলাকালীন এক দুস্কৃতী বিজনের খুব কাছে পৌঁছে যায় এবং তাঁকে গুলি করে। পর পর দু'টি গুলি করা হয় বলে অভিযোগ। বিজনের কানে এবং মাথায় গুলি লাগে। গুরুতর জখম অবস্থায় বিজনকে নিয়ে যাওয়া হয় বারাসত হাসপাতালে। কিন্তু চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বিজনের মৃত্যুর খবর পেয়ে রাতেই হাসপাতালে আসেন বারাসতের তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। তিনি বলেন, ' ঘটনা। বিজনের মৃত্যুতে দলের অপূরণীয় ক্ষতি হল। পুলিশ তদন্ত করছে।

সন্দেশখালি ইস্যুতে রাজ্যপালের কাছে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম রিপোর্ট তলব

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সন্দেশখালির পথে দিল্লির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমকে বাধা দেয় পুলিশ। রাজ্যপালের কাছে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে টিম।সকলকে আটক পর্যন্ত করা হয়েছিল। সেই দলই রবিবার রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের কাছে বাংলায় রাষ্ট্রপতি সুপারিশ জানাল। শনিবার বিকেলে দিল্লি থেকে কলকাতায় আসে এই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম। সেদিনই তাঁরা সন্দেশখালি যাওযার জন্য হোটেল থেকে বেরোলে ভোজেরহাটে তাঁদের আটকে দেয় পুলিশ। মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে রবিবার ফের সন্দেশখালি যেতে চায় ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম। কিন্তু এবারও তাঁদের সঙ্গে বচসা বাঁধে পুলিশের। ভোজেরহাটেই টিমকে আটকে দেওয়া হয়। এরপর রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ওই প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। তখন টেনেহিঁচড়ে তাঁদের প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়। পাটনা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এল নরসিমহা রেড্ডি থেকে শুরু করে প্রাক্তন আইপিএস অফিসার, আইনজীবী-সহ ৬ জন সদস্য রয়েছেন এই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমে। তাঁরা যে রাজভবনে যাবেন তা আগেই জানিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী, গত রবিবার রাতেই তাঁরা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে দেখা করেন এবং বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসনের সুপারিশ করেন।ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সব অভিযোগ শুনে এবং সন্দেশখালির পরিস্থিতি নিয়ে ফের রাজ্য পুলিশের কাছে রিপোর্ট তলব করেছেন রাজ্যপাল বোস। ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম শুধু নয়, এর আগে সন্দেশখালি কাণ্ড নিয়ে রাজ্যের বিরুদ্ধে সরব হয়ে বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন চেয়েছে জাতীয় মহিলা কমিশন। এমনকী জাতীয় তফসিলি কমিশনও একই দাবি করেছে। ১৪৪ ধারা জারি আছে এই কথা বলেই রবিবার সন্দেশখালি যেতে দেওয়া হয়নি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমকে। যখন থেকে সন্দেশখালি উত্তপ্ত হয়েছে তখন থেকেই পুলিশকে বিরোধী শিবিরের একাধিক নেতা-মন্ত্রীকে বাধা দিতে দেখা গিয়েছে। সন্দেশখালি ঢোকার আগেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মিছিল আটকে দিয়েছে পুলিশ। সম্প্রতি আটকানো হয়েছিল বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় সহ মহিলা নেত্রীদের। যদিও আদালতের অনুমতি নিয়ে সেখানে গেছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপি নেতা শঙ্কর ঘোষ। পরে পুলিশের অনুমতি পেয়ে একা সন্দেশখালি গেছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। পরে অবশ্য তাঁকে থানার সামনে বিক্ষোভ দেখানোয় গ্রেফতার করেছিল পুলিশ।

মুম্বই বিমানবন্দর থেকে ৪ কোটি টাকার সোনা বাজেয়াপ্ত শুল্ক দফতরের

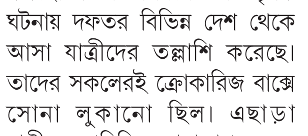

মুম্বই, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ মুম্বই বিমানবন্দর থেকে তিন দিনে মোট ৪ কোটি টাকার সোনা বাজেয়াপ্ত করেছে শুল্ক দফতর। জানা গিয়েছে, মুম্বই বিমানবন্দর থেকে শুল্ক দফতরের টিম ৯টি আলাদা আলাদা ক্ষেত্রে ৭.৫৭ কেজি সোনা বাজেয়াপ্ত করেছে। সেইসঙ্গে ৪.০৬ কোটি টাকার আইফোনও বাজেয়াপ্ত করেছে শুল্ক দফতর। উদ্ধার করা সোনাগুলি বিমান যাত্রীরা তাদের জামাকাপড়ে, শরীরে ও হাতব্যাগে লুকিয়ে রেখেছিল। সোমবার শুল্ক দফতর সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে।শুল্ক দফতর সূত্রে আরও জানা গিয়েছে যে তাদের টিম নিয়মিত মুম্বই বিমানবন্দর পর্যবেক্ষণ করছে। গত তিন দিনে ৯ টি পৃথক ঘটনায় দফতর বিভিন্ন দেশ থেকে আসা যাত্রীদের তল্লাশি করেছে। তাদের সকলেরই ক্রোকারিজ বাক্সে সোনা লুকানো ছিল। এছাড়া যাত্রীদের পরিহিত জামাকাপড় এবং হাতের ব্যাগের ফ্রেমে সোনা লুকোনো ছিল। সোনাগুলি খুবই প্রযুক্তিগতভাবে তল্লাশি করে ধরা পড়ে। যাদের বিমানবন্দর থেকে ধরা হয়েছে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আসল সোনা পাচারকারী সম্পর্কে তথ্য জানার চেষ্টা চলছে।

তৃণমূল নেতা অজিত মাইতি গ্রেফতার, সন্দেশখালিকাণ্ডে পাকড়াও করল পুলিশ

সন্দেশখালি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ সন্দেশখালির ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অজিত মাইতিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। রবিবার তাঁকে নিয়েই উত্তপ্ত ছিল সন্দেশখালির বেড়মজুর গ্রাম। তিনি গ্রামবাসীদের তাড়া খেয়ে অন্য এক জনের বাড়িতে ঢুকে পড়েছিলেন। সেখান থেকে পুলিশ তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। সোমবার সকালে অজিতকে গ্রেফতার করা হল।অজিতকে রবিবার আটক করে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের হাত থেকে উদ্ধার করেছিল পুলিশ। তাঁকে রবিবার মিনাখাঁ থানাতেই রাখা হয়েছিল। সোমবার গ্রেফতারির পর অজিতকে মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় মিনাখাঁ হাসপাতালে। তার পর আবার থানায় আনা হয়েছে তৃণমূল নেতাকে। সোমবারই তাঁকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করবে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, অজিতের বিরুদ্ধে এলাকায় অত্যাচার, জমি জবরদখলের মতো অভিয়োগ রয়েছে। সে শাহজাহান শেখের ভাই সিরাজউদ্দীনের ঘনিষ্ঠবলে এলাকায় পরিচিত

কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী! ১০০ দিনের কাজের টাকা পাঠানো শুরু করবে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ একশো দিনের কাজের প্রকল্পে জব কার্ড হোল্ডারদের টাকা রাজাই মেটাবে। কলকাতায় ধরনা মঞ্চ থেকে এমনটাই ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন, গত আগামী ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে একশো দিনের কাজের টাকা মেটানো হবে প্রাপকদের। পরে সেটা পিছিয়ে ১ মার্চ করা হয়। সেই প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে আজ থেকেই। ২৬ ফেব্রুয়ারি, সোমবার থেকে সরাসরি উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১০০ দিনের কাজের বাকয়া মজুরি পাঠানো হবে। কাজ শেষ করে ফেলা হবে ১ মার্চের মধ্যে।২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ এই পাঁচদিন ধরে মেটানো হবে ১০০ দিনের বকেয়া টাকা। মোট ২৩ টি জেলার জব কার্ড হোল্ডারদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি এই টাকা প্রদানের কাজ শুরু করছে রাজ্য সরকার। প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছিল, রাজ্যের ২১ লাখ ৪০ হাজার জব কার্ড হোল্ডারদের টাকা মেটাতে হবে রাজাকে। তবে সেই সংখ্যাটা বর্তমানে বেড়ে হয়েছে ৫০ লাখ।রাজ্য সরকারের তরফে জব কার্ড হোল্ডারদের টাকা ফেরতের জন্য মোট ৩৭০০ কোটি টাকা বাজেট ধরা হয়েছে। ওই টাকার মধ্যেই সর্বমোট ৫০ লাখ প্রাপককে তাঁদের অ্যাকাউন্টে প্রাপ্য অর্থ মেটানো সম্ভব। ১ মার্চের মধ্যেই যাতে প্রাপকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট টাকা চলে যায়, সে ব্যাপারে প্রশাসনের তরফে চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।একাশো দিনের কাজের দুর্নীতি হয়েছে। এই অভিযোগ তুলে রাজ্যকে প্রকল্পের টাকা দেওয়া বন্ধ করে কেন্দ্র, দাবি এমনটাই। অপরদিকে, বিষয়টি নিয়ে সরব হয় তৃণমূল। ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে গিয়ে ধরনায় বাসন। এরপর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও কলকাতায় ধরনায় বসেছিলেন। এমনকী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে এই নিয়ে বৈঠকও করেন তিনি। তবে প্রাপ্য অর্থ না মেলায় শেষে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা রাজ্য মেটাবে বলে ঘোষণা করেন মমতা। এরপরেই দেখা যায়, রাজ্যে আদতে একশো দিনের কাজের টাকা প্রাপকদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াচ্ছে প্রায় ৫০ লাখ। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর ফের জব কার্ড হোল্ডারদের সংখ্যা যাচাই করা হয়। সহায়তা শিবির থেকে উঠে আসে, শুধুমাত্র ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অর্থবর্ষ নয়, একেবারে ২০১৫-১৬ সাল থেকে নানান কারণে একাধিক একশো দিনের প্রাপকদের টাকা মেটানো হয়নি। যে কারণে সর্বসাকুল্যে প্রাপকদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৫০ লাখ। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৩ টি জেলার জব কার্ড হোল্ডারদের জন্য মোট বরাদ্দ হয়েছে ২ হাজার ৬৫০ কোটি ৬০ লক্ষ ১৮ হাজার ৪৯ টাকা। ২৩ জেলার মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা একাই পাচ্ছে ৩৪৬ কোটি ১২ লাখ ৭৫ হাজার ৫০৪ টাকা। দ্বিতীয় স্থানে আছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা। পাচ্ছে ২৮১ কোটি ১৩ লক্ষ ৯ হাজার ৮২৭ টাকা। তৃতীয় স্থানে রয়েছে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার। ২২১ কোটি ৯১ লক্ষ ২৮৭ টাকা পাচ্ছে উত্তরের এই জেলা। আজ শবে বরাতের কারণে সরকারি ছুটি থাকা সত্ত্বেও ১০০ দিনের কাজের টাকা বণ্টন শুরু করছে রাজ্য সরকার।

স্তব্ধ মহারাষ্ট্র রাজ্য পরিবহন নিগমের পরিষেবা

জালনা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ মারাঠা সংরক্ষণ আন্দোলনকে ঘিরে এবার অশান্ত হয়ে উঠল মহারাষ্ট্রের জালনা। সোমবার মারাঠা বিক্ষোভকারীরা আম্বাদ তালুকের তীর্থপুরী শহরের ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ চকে একটি রাজ্য পরিবহন বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়। মারাঠা সংরক্ষণ ইস্যুতে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছে মারাঠা সম্প্রদায়।এই ঘটনার প্রেক্ষিতে মহারাষ্ট্র রাজ্য সড়ক পরিবহন নিগম পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত জালনায়

বীর সাভারকারকে দেশ চিরকাল মনে রাখবে, তাঁর অবদানই অনুপ্রাণিত করেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃপুণ্যতিথিতে স্বাধীনতা সংগ্রামী বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বীর সাভারকারকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, ভারত চিরকাল সাভারকারের বীরত্বপূর্ণ চেতনা এবং দেশের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতার প্রতি তাঁর অটল উৎসর্গকে মনে রাখবে।সোমবার সকালে এক্স মাধ্যমে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, বীর সাভারকারকে তাঁর পুণ্যতিথিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি। আমাদের দেশের উন্নযন ও সমৃদ্ধির জন্য তাঁর অবদান আমাদের প্রয়াসকে অনুপ্রাণিত করে।

ফের ইডি-র হাজিরা এড়িয়ে গেলেন কেজরিওয়াল, মোদী সরকারের বিরুদ্ধে তোপ এএপি-র

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃফের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর হাজিরা এ।য়ে গেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (এএপি)-র প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আবগারি নীতি কেলেঙ্কারি মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সোমবার তলব করেছিল, কিন্তু এদিনও তিনি ইডি-র মুখোমুখি হচ্ছেন না। কেজরিওয়ালের দল আম আদমি পার্টির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন এবং পরবর্তী শুনানি ১৬ মার্চ। প্রতিদিন সমন পাঠানোর পরিবর্তে, ইডি-র উচিত আদালতের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করা।উল্লেখ্য, এই নিয়ে মোট সপ্তমবার দিল্লির আবগারি নীতি কেলেঙ্কারিতে ইডি-র জারি করা সমন এড়িয়ে গেলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। গত ২২ ফেব্রুয়ারি কেজরিওয়ালকে সপ্তম সমন পাঠিয়ে সোমবার হাজিরা দিতে বলেছিল ইডি। কিন্তু, এদিন সকালে কেজরিওয়ালের দল আম আদমি পার্টি জানিয়েছে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল সোমবার ইডি-র মুখোমুখি হবেন না। এএপি জানিয়েছে, বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন এবং পরবর্তী শুনানি ১৬ মার্চ। প্রতিদিন সমন পাঠানোর পরিবর্তে, ইডি-র উচিত আদালতের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করা। আমরা আইএনডিআই জোট ছাড়ছি না। মোদী সরকারের উচিত এমন চাপ দেওয়া বন্ধ করা।

তৃণমূলের ব্রিগেডের দিনই সন্দেশখালিতে সভা করার ভাবনা, অনুমতি মেলেনি, অনড় আলিমুদ্দিন

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সন্দেশখালি নিয়ে উত্তেজনা ক্রমাগত বাড়ছে। সোমবারও নতুন করে উত্তপ্ত হয়েছে পরিস্থিতি।এই আবহে রবিবার জানা গেছে, আগামী ১০ মার্চ ব্রিগেডে জনসভা করতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। মূলত কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধেই এই 'জনগর্জন সভা'। ওই একই দিন সন্দেশখালিতে সভা করতে চায় বঙ্গ সিপিএম নেতৃত্ব। কিন্তু পুলিশ এখনও তার অনুমতি দেয়নি। ন্ডসিপিএম সূত্রে খবর, সন্দেশখালি দ্বীপে আগামী ১০ মার্চ সভা করবে তারা। সেই অনুযায়ী পুলিশের অনুমতি চেয়ে চিঠিও দেওয়া হয়েছে। রবিবার বিকেলের পর পুলিশকে এই চিঠি পাঠানো হয়েছে। মৌখিক ভাবে পুলিশ জানিয়েছে, সব স্বাভাবিক হোক, তার পর এ বিষয়ে ভাবা যাবে।এর মাঝে সোমবার থেকে আগামী কয়েক দিন সন্দেশখালিতে নানা কর্মসূচি রয়েছে সিপিএম-সহ বাম শরিক দলগুলির। সোমবার সন্দেশখালি যাচ্ছে বাম শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর সংগঠনের প্রতিনিধি দল। মঙ্গলবার সেখানে যাওয়ার কথা বামপন্থী মনোভাবপন্ন শিল্পী, সাহিত্যিক, অভিনেতা-সহ বুদ্ধিজীবীদের। আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারি সন্দেশখালি যাবে সিপিএমের প্রতিনিধি দল। তাতে ফ্রন্ট শরিকদের নেতারাও যুক্ত হতে পারেন। ওই অভিযানের নেতৃত্বে থাকবেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।এর আগে শনিবার সন্দেশখালিতে গিয়েছিলেন সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। শাড়ি পরে, মাথায় হিজাব টেনে ' তিনি সন্দেশখালিতে ঢুকেছিলেন। অনেকের মতে, পুলিশের চোখে ধুলো দিতেই মিনাক্ষীর এই অভিনব সাজ ছিল। যদিও পুলিশ পরে তাঁকে আটকায়। মিনাক্ষী সন্দেশখালিতে গিয়ে সেখানকার ধৃত নেতা নিরাপদ সর্দারের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন। তার পর গ্রামে গ্রামে ঘোরেন। গ্রামে ঘোরার সময়েই মিনাক্ষীকে আটকায় পুলিশ। ১৪৪ ধারা জারি থাকায় তাঁকে গ্রামে যেতে দেওয়া হবে না বলে জানানো হয়। পরে বসিরহাটের এসপি অফিসে গিয়ে স্মারকলিপি জমা দেন মিনাক্ষীরা। আগামী ২ মার্চ আবার মিনাক্ষীদের কর্মসূচি রয়েছে। ওই দিন ডিওয়াইএফআই বসিরহাট এসপি অফিস অভিযানের ডাক দিয়েছে।ন্ডসিপিএম রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য পলাশ দাশ আনন্দবাজার অনলাইনকে বলেন, ' মার্চ সন্দেশখালি ২ ব্লকের সন্দেশখালি দ্বীপে আমরা সমাবেশ করতে চেয়ে পুলিশকে জানিয়েছি। পুলিশ অনুমতি দেযনি। পুলিশ আর তৃণমূল ভাবছে, ঘিরে রেখে সবটা নিয়ন্ত্রণ করে নেবে। কিন্তু তা হবে না।''সন্দেশখালিতে যে সরকারবিরোধী বিক্ষোভের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে বিরোধী পরিসরে ধারাবাহিক ভাবে দাগ কাটছে বিজেপি। সিপিএমকে সেখানে খুব একটা ' দেখাচ্ছে না। দলের অন্দরেও তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেই কারণেই চলতি সপ্তাহে ধারাবাহিক ভাবে সন্দেশখালিতে কর্মসূচির আয়োজন করেছে বাম দলগুলি।

সন্দেশখালি ইস্যুতে কলকাতায় ধরনার অনুমতি চেয়ে হাই কোর্টে দ্বারস্থ বিজেপি

ন্ডন্ডদুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সন্দেশখালির ঘটনার প্রতিবাদে কলকাতায় গান্ধীমূর্তির পাদদেশে বিজেপির তিন দিনের ধর্না কর্মসূচিতে অনুমতি দেয়নি পুলিশ। ২৬-২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মেযো রোডে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে ধরনার পরিকল্পনা। শনিবারই ধরনা কর্মসূচিতে আপত্তি জানায় পুলিশ। ধরনায় বসার অনুমতি চেয়ে এবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। মামলাকারীর আইনজীবী প্রশ্ন, একই জায়গায় ১২ দিন ধরনায় বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধীদের কেন আটকানো হচ্ছে? মঙ্গলবার মামলার পরবর্তী শুনানি।ন্ডরবিবার কলকাতা পুলিশের কাছে অনুমতি চেয়ে আবেদন জানায় রাজ্য বিজেপি। পুলিশের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ধরনা কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ, গান্ধীমূর্তির নিচে চাকরিপ্রার্থীরা ধরনা দিচ্ছেন। পাশাপাশি বোর্ডের পরীক্ষা চলছে। তাই মাইক বাজানোর ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছ। সন্দেশখালি ইস্যুতে এই ধরনা কর্মসূচির কথা কয়েকদিন আগেই জানান বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বিজেপির দাবি, সেনাবাহিনীর অনুমতি মিলেছে। বিজেপি অবশ্য অনড়, এই ধরনা কর্মসূচি করবেই। পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় বাধ্য হয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ গেরুয়া শিবির। চলতি সপ্তাহেই রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিজেপির পরিকল্পনা, প্রধানমন্ত্রী আসা পর্যন্ত সন্দেশখালি ইস্যুকে জিইয়ে রাখতে হবে। তাই এবার কলকাতাতে এই ইস্যু নিয়ে উত্তেজনা ছড়াতে চায় তারা। ফলে পুলিশ বিজেপির এই কর্মসূচির অনুমতি না দেওয়ায় সরগরম হতে পারে কলকাতা।

অগ্নিপথ প্রকল্প নিয়ে মুখ খুললেন পাইলট

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ অগ্নিপথ প্রকল্প নিয়ে এবার মুখ খুললেন কংগ্রেস নেতা শচীন পাইলট। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনায় সরব হয়েছেন। সোমবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শচীন পাইলট বলেছেন, মূলত অল্প বয়সে যারা চার বছর চাকরি করার পর অবসর নেবেন, তাঁদের ভবিষ্য সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু নেই। তাঁরা পেনশন পাবে না এবং ১১ লক্ষ টাকার গ্রাচুইটির অর্ধেক তাঁদের বেতন থেকে কেটে নেওয়া হচ্ছে। সুতরাং, খরচ কমানোর নামে, আমরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে খেলছি।শচীন পাইলট আরও বলেছেন, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর বীরত্ব ও কঠোর পরিশ্রমের কোনও তুলনা হয় না। আমরা বিশ্বের সেরা যোদ্ধা বাহিনী। আমাদের সেনাবাহিনী এবং প্রতিরক্ষা বাহিনী

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৭ফেব্রুয়ারি ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৭ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ১৪ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৪ ফাল্গুন মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ১৪ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতে ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৩৯শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে সোম বার । জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৫টা ২০মিনিট। রাত-৯টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ১৫মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ১৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার উত্তেজনা থেকে মুক্তি পেতে পরিবারের সদস্যদের সহায়তা নিন। শুভদিন **বৃষভ রাশিঃ**মানসিক শান্তির জন্য আপনার উত্তেজনার সমাধান করুন। আর্থিকভাবে, আপনি সবল থাকবে। গ্রহ এবং নক্ষত্রের **মিথুন রাশিঃ**স্বাস্হ্যের সমস্যার জন্য আপনি কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে যেতে অসমর্থ হওয়ায় কিছু প্রতিকূলতার সামনা করা হয়েছে **কর্কট রাশিঃ**আপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন। আপনার অফিসের সহকর্মী আজ আপনার মূল্যবান **সিংহরাশিঃ**কর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি যদি বিদেশের কোনও জমিতে বিনিয়গে করে থাকেন **কন্যারাশিঃ**আপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। বিশেষ জাত আছে এমন **তুলারাশিঃ**মেঝের উপর দিয়ে হাঁটার সময় গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ যত্ন অবলম্বন করা উচিত। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী বকেয়া হয়েছে। **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে **ধনু রাশিঃ** আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। শুভদিন হতে পারে আজ **মকর রাশিঃ**আপনার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হতে পারে- আপনার অস্বাভাবিক আচরণে আপনার চারপাশের মানুষেরা বিভ্রান্ত হবে এবং আপনাকে হতাশগ্রস্ত অবস্থায় ছেড়ে চলে যাবে। **কুম্ভ রাশিঃ**বাচ্চাদের সঙ্গে সান্ত্বনা খুঁজে নিন। শুধুমাত্র আপনার নিজের পরিবারের পুরস্কার নিয়ে আ **মীন রাশিঃ** অলীক ভাবনা আপনাকে সাহায্য করবে না। আপনার উচিত পরিবারের প্রত্যাশামাফিক চলার জন্য কিছু করা। আপনি অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও মামলায় জড়িত থাকলে আদালত আজ

বাড়ির নকশার অনুমোদনের কাজ সহজতর করতে বিশেষ কমিটি গঠন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,২৬ ফেব্রুয়ারিঃরাজ্যের পুরসভা এলাকাগুলিতে বাড়ি তৈরির নকশা অনুমোদনের কাজ সহজতর করতে রাজ্য সরকার বিশেষ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এত দিন পর্যন্ত পুর এলাকায় বাড়ির নকশা অনুমোদন করত বোর্ড অফ কাউন্সিলার। এবার থেকে সংশ্লিষ্ট পুরসভার চেয়ারম্যানের নেতৃত্বাধীন একটি কমিটি এই রকাজ করবে বলে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর সূত্রে জানা গেছে। এছাড়াও ভাইস চেয়ারম্যান, বোর্ড অফ কাউন্সিলারসের মনোনীত একজন কাউন্সিলার, একজন ফিনান্স অফিসার এবং একজন ইঞ্জিনিয়ারকে কমিটিতে রাখা হয়েছে। কলকাতা পুর এলাকায় আগে থেকেই বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের জন্য আলাদা কমিটি রয়েছে। যদিও অন্যান্য পুরসভাগুলির ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত নিত বোর্ড অফ কাউন্সিলারস। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, পুরসভার কাছ থেকে কেউ বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন পেলে তিন বছর পর্যন্ত তার মেয়াদ থাকবে। সেই মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আরও দু'বছরের জন্য তা নবীকরণ করানো যাবে। সংশ্লিষ্ট পুরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের ফি নির্ধারণ করবে। বিল্ডিং কমিটি যে সময়সীমা বেঁধে দেবে, তার মধ্যেই বাড়ি তৈরির কাজ শেষ করতে হবে।

বিজেপির সাংসদ লকেট চ্যাটার্জি প্রতিবন্ধীদের সরঞ্জাম দিলেন

দুরন্ত বার্তা, হুগলী, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ ভদ্রেশ্বর তেলেনী পাড়া গেট এলাকার মিল মাঠে রবিবার হুগলির বিজেপি সংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রতিবন্ধীদের নানা ধরনের সরঞ্জাম প্রদান করলেন। এতে ২৫০ জন বিশেষ সক্ষম ব্যক্তিদের কানে শোনার যন্ত্র, দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের হুইলচেয়ার, কমোড চেয়ার ছাড়াও ডাক্তার দিয়ে দাঁত বসানো, চশমা প্রভৃতি সামগ্রী দেওয়া হয়। আবার বিকলাঙ্গদের ব্যাটারি যুক্ত গাড়ি দেওয়া হয় । এটি কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমজিক আধিকারিত্ব শিবির সিনিয়র সিটিজেন অধীনে যুবশ্রী যোজনা প্রকল্প । যারা কষ্টে থাকা লোকজনদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহযোগিতা করছেন । এই উদার মানবিকতার কাজে বিভিন্ন স্থানের মানুষের মনে দাগ কেটেছে । লকেট বলেন প্রধানমন্ত্রী যে মানবিক কর্মকাণ্ড করে চলেছেন তা ইতিমধ্যে অনেকে ব্যতিক্রমি কাজ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন । এদিন মানবিকতা কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ভদ্রেশ্বর মন্ডলের প্রেসিডেন্ট গোপাল উপাধ্যায়, জেলার কনভেনার সুবীর নাগ, বিশ্বজিৎ রায়, এছাড়া বিজেপির সাংগঠনিক কর্মীরা ছিলেন বেবী তেওয়ারি, রাজ্যসম্পাদক দীপাঞ্জন গুহ, বিনোদ দাস, অরুণ দাস , চন্দননগর মন্ডল এর প্রেসিডেন্ট গোপাল চৌবে ও অভিমুন্য ধোলে প্রমুখ।

উলুবেড়িয়ায় বাইপাস সড়কের কাজের সুচনা করলেন রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায়

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি : উলুবেড়িয়ায় বাইপাস সড়কের কাজের সুচনা করলেন রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায়, সোমবার উলুবেড়িয়ার গঙ্গারামপুরে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কাজের সুচনা শুরু হয়, উল্লেখ্য গত ৭ই ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাজের উদ্বোধন করেন,আজ সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় কাজের সুচনা। মোট ৩ কিলোমিটার ৬৫মিটার রাস্তা এবং মেদিনীপুর ক্যানেলের উপর দুটো সেতু এবং মোট আটটি ক্যালভাট সম্পূর্ণ করতে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে সাড়ে ৩৭ কোটি টাকা, এবং কাজের সময়সীমা এক ব্যৎসর। কাজের সুচনা অনুষ্ঠানে মন্ত্রী পুলক রায় বলেন উলুবেড়িয়ার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি পুরন হতে চলেছে,মন্ত্রী ছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন, উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক বিদেশ রঞ্জন বসু, উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান অভয় কুমার দাস উপপৌরপ্রধান সেখ ইনামুর রহমান, চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সেখ আকবর আলি, উলুবেড়িয়া ১নং বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক, উলুবেড়িয়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামানিক,বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ার সহ একাধিক পৌরপিতা ও পৌরমাতা সহ অন্যান্য।

শুভেন্দুর বিরুদ্ধে FIR করতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ রাজ্য

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে নথিভুক্ত করার অনুমতি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য সরকার।খালিস্তানি মন্তব্য করার জন্য নাম না করে বিরোধী দলনেতার নামে এফআইআর দায়ের করার আর্জি জানান হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অনুমতি ছাড়া এফআইআর দায়ের করা যাবে না, এমন নির্দেশ রয়েছে আদালতের। সেই মর্মেই মামলা দায়ের করার আবেদন রাজ্যের।এই বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন রাজ্যের আইনজীবী। তাঁর বক্তব্য, এই মামলা শোনার এক্তিয়ার রয়েছে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের। তবে উনি এখন না থাকায়, এই মামলা শোনার জন্য বেঞ্চ ঠিক করে দিক আদালত। এই আর্জি জানিয়েছেন রাজ্যের আইনজীবী। এই মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। মামলা বিচারপতি জয় সেনগুপ্তই শুনবেন বলে জানান হয়েছে। তবে তিনি এখন আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সার্কিট বেঞ্চে রয়েছেন। তাই প্রয়োজনে অনলাইনে হবে মামলার শুনানি। মঙ্গলবার এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা।

শুভেন্দু অধিকারী আদালতের অনুমতি নিয়ে সন্দেশখালি যাওয়ার পরই রাজ্য বিচারপতি কৌশিক চন্দের দ্বারস্থ হয়েছিল। তখনই শুভেন্দুর বিরুদ্ধে এফআইআর-এর আবেদন করা হয়। কিন্তু বিচারপতি জানান, প্রধান বিচারপতির নির্দেশে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসেই শুভেন্দু অধিকারীর রক্ষাকবচ সহ একাধিক মামলার শুনানি চলছে। তাই তাঁর কাছে আবেদন করতে হবে। এরপরই রাজ্য প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করল এই বিষয়ে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে কোনও এফআইআর দায়ের করতে হলে আদালতের অনুমতি নিতে হবে, প্রথমে সেই নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চ সেই নির্দেশ খারিজ করে দেওয়ায় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন শুভেন্দু। শীর্ষ আদালত সেই নির্দেশ খারিজ করে পুনরায় তা হাইকোর্টে পাঠিয়ে দেয়। পরে আদালত জানায়, এরপর থেকে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের জন্য আদালতের অনুমতি নিয়ে হবে।

ঝড়খালিতে বাঘের আক্রমনে মৃত্যু মৎস্যজীবির, শোকের ছায়া এলাকায়

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ সুন্দরবনে বাঘের আক্রমনে মৃত্যু মিছিল অব্যাহত। আবারও বাঘের আক্রমনে মৃত্যু হল এক মৎস্যজীবির। মৃতের নাম হরিপদ দাস (৪৮)। মৃত মৎস্যজীবির বাড়ি বাসন্তীর ঝড়খালি কোস্টাল থানার ত্রিদিবনগর গ্রামে।স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, সুন্দরবনের বাসন্তীর ঝড়খালি কোস্টাল থানার ত্রিদিবনগর গ্রামের বাসিন্দা মৎস্যজীবি হরিপদ দাস,লাল্টু দাস ও বাবুসোনা দাস তিনজনে নৌকা নিয়ে গত শুক্রবার ঝড়খালি থেকে সুন্দরবনের বিদ্যা নদীর খালের খাঁড়িতে মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন। গত প্রায় তিন দিন ধরে তাঁরা সুন্দরবনের বিভিন্ন নদীখাঁড়িতে মাছ কাঁকড়া ধরছিলেন। রবিবার বিকালে সুন্দরবনের নদীখাঁড়িতে মাছ কাঁকড়া ধরছিলেন। সেই সময় সুন্দরবনের গজিলখালির গভীর জঙ্গল থেকে একটি বাঘ নিরাপদ দাসকে টার্গেট করতে থাকে। এ দিকে বাকী মৎস্যজীবিরা আনমনে নদীতে কাঁকড়া ধরার দ্রোণ ফেলতে ব্যস্ত ছিলেন। আচমকা সুন্দরবন জঙ্গল থেকে দ্রুত গতিতে একটি বাঘ বেরিয়ে আসে। মুহূর্তে সকলের অলক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরাপদের ঘাড়ে। ঘাড় মটকে তাকে টানতে টানতে গভীর জঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। বাঘ তার শিকার নিয়ে একটু গভীর জঙ্গলের দিকে যেতেই নিরাপদের সঙ্গীরা বাঘের কবল থেকে নিরাপদকে উদ্ধার করতে এগিয়ে যায়। বাঘ তাঁর শিকার ছাড়তে নারাজ।রুদ্রমূর্তি ধরে বাঘ মৎস্যজীবিদের সামনে রুখে দাঁড়ায়। দীর্ঘ প্রায় ঘন্টা খানেক চলে বাঘে মানুষের লড়াই। অবশেষে মৎস্যজীবিদের প্রতিরোধের মুখে পড়ে বাঘ শিকার ছেড়ে গর্জন করতে করতে পিছু হটতে থাকে। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে এক সময় বাঘ ভয় পেয়ে দৌড়ে সুন্দরবনে গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায়। আর নিরাপদর সঙ্গী মৎস্যজীবিরা বাঘের কবল থেকে সঙ্গীকে উদ্ধার করে নৌকায় তোলেন। ততক্ষণে অতিরিক্ত রক্তক্ষরনের ফলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে ওই মৎস্যজীবি। আর সোমবার সকালে মৃত মৎস্যজীবির দেহ নিয়ে ফেরে সঙ্গী সাথীরা। মৃতের বাড়িতে তাঁর স্ত্রী, এক পুত্র ও এক বিবাহিত কন্যা আছে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলো নিরাপদ। সোমবারই মৃতদেহটি ময়না তদন্তে পাঠানো হয় বলে পুলিশ সুত্রের খবর। আচমকা এই দুর্ঘটনার কথা শুনে শোকে কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবারের সকলেই। এমন মর্মান্তিক ঘটনায় মৃতের পরিবার সহ সমগ্র ঝড়খালি এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

বন দফতর সুত্রে জানা গিয়েছে, সুন্দরবন জঙ্গলে বাঘের আক্রমণে এক মৎস্যজীবির মৃত্যু হয়েছে। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। আর মৃত মৎস্যজীবির পরিবারের হাতে দ্রুত সরকারি ক্ষতি পূরণের টাকা তুলে দেওয়ার দাবি জানালেন এপিডিআর সংগঠনের দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলার সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল। তিনি সোমবার বলেন, বারবার একই ঘটনা ঘটে চলেছে। গত দুমাসে ৫ জন মৎস্যজীবি বাঘের আক্রমনে মারা গেল এবং একজন আহত হলেন। বিকল্প কর্মসংস্থান না থাকায় সুন্দরবনের মৎস্যজীবিরা জঙ্গলে চলে যায় রোজগারের আশায়। তাই তাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের দিকে সরকারের নজর দেওয়ার দরকার। পাশাপাশি এদের মৃত্যুর পরে ক্ষতিপূরণ নিয়ে সরকারের টালবাহানা করলে চলবে না। দ্রুত তাদের পরিবারের হাতে ক্ষতি পূরনের টাকা তুলে দিতে হবে।

সন্দেশখালিতে ব্রিগেড সমাবেশের সভা করবে তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ লোকসভা ভোটের আগে ব্রিগেড সমাবেশের ডাক দিল তৃণমূল কংগ্রেস। আগামী ১০ মার্চ হবে বাংলার শাসকদলের ব্রিগেড সমাবেশ। তৃণমূলের তরফে পোস্টার প্রকাশ করে এই সমাবেশের কথা জানানো হয়েছে। বড় সমাবেশ নয়, সন্দেশখালিতে ব্রিগেডের 'প্রস্তুতি সমাবেশ' করবে তৃণমূল। রবিবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এমনই পরিকল্পনা নিয়েছেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে ঠিক হয়েছিল, ধাপে ধাপে জেলা তৃণমূলের নেতারা সন্দেশখালি গিয়ে সেখানকার মানুষ ও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে আসবেন। ৩ মার্চ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হলে সন্দেশখালিতে একটি বড় সমাবেশ করা হবে। সেই সভা থেকেই বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির পাশাপাশি সন্দেশখালির সাধারণ মানুষকেও 'বার্তা' দেওয়া হবে বলে স্থির হয়েছিল। কিন্তু রবিবারের পর সেই অবস্থান থেকে সরে এসেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। আপাতত ৩ মার্চ, রবিবার সেখানে ব্রিগেডের 'প্রস্তুতি সমাবেশ' করবে তৃণমূল। কারণ অভিষেকের নির্দেশ।

ঘুমের মধ্যেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু শাশুড়ি ও জামাইয়ের, হাসপাতালে ভর্তি মেয়ে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ ঘুমের মধ্যেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হলো শাশুড়ি ও জামাইয়ের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি মেয়ে। হাওড়ার লিলুয়া থানার অন্তর্গত চকপাড়া শান্তিনগরের ঘটনায় চাঞ্চল্য। রবিবার রাতে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। ঘটনাস্থলে আসেন হাওড়া সিটি পুলিশের কমিশনার প্রবীন ত্রিপাঠি। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দুইজনের মৃত্যু হলেও আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি একজন। আগুন লাগার কারণ জানতে ফরেনসিক পরীক্ষা হবে বলে জানান পুলিশ কমিশনার। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, হাসপাতালে ভর্তি কমলা সানা। মৃতেরা হলেন মধুসুধন সানা (জামাই) এবং শাশুড়ি আঙুর বালা দলুই। এই ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা তাপস আদক বলেন, দরমার বাড়ি। ঘরে বিদ্যুতের আলো নেই। লম্ফ বা হারিকেন থেকে সম্ভবত আগুন লাগতে পারে। আগুন দেখতে পেয়ে পাড়ার ছেলেরা নর্দমা, পাতকুয়া থেকে জল নিয়ে ছাদ থেকে জল ঢেলেছে। এরপরে আগুন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে। পরে দমকলকেও খবর দেওয়া হয়। এরই মধ্যে দুজন ঘরের ভেতর পুড়ে মারা যায়। সম্পর্কে তাঁরা শাশুড়ি-জামাই। মেয়ে বেঁচে গিয়েছে। গুরুতর অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রবিবার রাত প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে চকপাড়া নতুন পল্লীতে। অগ্নিকাণ্ডে বাড়িটি পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়ে যায়। বালি ফায়ার স্টেশনের আধিকারিক শুভাশিস নাথ বলেন, আগুন লাগার খবর পেয়ে প্রথমে লিলুয়া ফায়ার স্টেশন থেকে একটি গাড়ি আসে। পরে বালি ফায়ার স্টেশন থেকে আরেকটি দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। আগুনে দুজন অগ্নিগ্ধ হন। একজনকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কি কারণে আগুন লেগেছে তা জানা যায়নি।

প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়ালে ব্যান্ডেল অমৃত স্টেশনের উদ্বোধনে রাজ্যপাল

বনস্পতি দে, হুগলি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : হুগলি জেলায় ভারতীয় রেলের এক নতুন পালক যুক্ত হল অমৃত স্টেশন মহোৎসবের মধ্য দিয়ে। সোমবার ভারতীয় রেলের হুগলি জেলার ব্যান্ডেল স্টেশনে ভারতীয় রেলের তরফ থেকে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস সহ রেলের অনেক উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। এই অনুষ্ঠানে দিল্লী থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের বিভিন্ন রেলের প্রকল্প উদ্বোধন করেন যার মধ্যে হুগলি জেলার প্রকল্পগুলি ভার্চুয়ালি শিলান্যাস করেন। এই দিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি ভাষনে বলেন ভারতীয় রেল এক উন্নতির ঘরে পৌঁছে গেছে আধুনিক স্টেশন তৈরি হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের স্টেশন আগে বিদেশের মাটিতে দেখা যেত তা এখন ভারতবাসীর জন্য উপহার দিয়েছে ভারতীয় রেল ভারতবাসীর জন্য। এছাড়াও তিনি বলেন রেলের আধুনিকীকরণে অনেক উন্নতি হয়েছে এছাড়াও যাত্রী সুরক্ষাতেও বিশেষ নজরদারি দেওয়া হয়েছে। এবং বিভিন্ন শ্রেণীর টিকিট বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করেছে ভারতীয়দের। এই অনুষ্ঠানের মধ্যেই পাওয়া গেল কিছু ব্যতিক্রমী চিত্র যা সমাজের বুকে একটা নজির সৃষ্টি করে, রেলের অনুষ্ঠানে যা সরকারি অনুষ্ঠান সেখানেই শোনা গেল জয় শ্রীরাম ধনী এবং মোদি মোদি স্লোগান, এছাড়াও ছিল চরম অব্যবস্থা নিরাপত্তার ঘেরাটোপ দেখিয়ে আরপিএফ এর পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের ছবি তুলতে বাধা এবং তাদের সঙ্গেও বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে আরপিএফ আধিকারিকরা।

অজিত মাইতি, বিনয় সর্দারের পর শংকর সর্দার

তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে এবার হামলা শুরু সন্দেশখালিতে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ অজিত মাইতি, বিনয় সর্দারের পর শংকর সর্দার। সোমবার বেড়মজুরের শাসক নেতার বাড়িতে ভাঙচুর চালালেন বিক্ষোভকারী মহিলাদের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, আদিবাসীদের জমি দখল, জব কার্ডের টাকা আত্মসাৎ করেছেন শঙ্কর। অনেকের স্বামীকে খুনেরও হুমকি দিয়েছিলেন।যদিও এই সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন শঙ্করের কন্যা। সংবাদমাধ্যমে তিনি জানান, বিক্ষোভকারী মহিলারা যখন বাড়িতে এসে শঙ্করের খোঁজ করেছিলেন, তখনই তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, বাবা বাড়িতে নেই। তার পরেও বিক্ষোভকারীরা বাড়িতে ভাঙচুর চালান।সোমবার সকালে বেড়মজুরের তৃণমূল নেতা হলধর আড়ির বাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছিল গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে। এ বার হামলা চলল পঞ্চায়েত সদস্য শঙ্করের বাড়িতে। বেলার দিকে গ্রামের এক দল মহিলা লাঠি-ঝাঁটা-জুতো হাতে তৃণমূল নেতার বাড়িতে ঢুকে পড়েন। অভিযোগ, বাড়িতে তাঁকে না পেয়ে ভাঙচুর করতে শুরু করেন তাঁরা।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ আধিকারিকেরা বাধা দিতে গেলে বচসা শুরু হয় বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে। পুলিশের তরফে বার বার সতর্ক করা হয়, আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া যাবে না। কিন্তু বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, শঙ্করকেও গ্রেফতার করতে হবে। অজিতদের সঙ্গে মিলে শঙ্করও তাঁদের উপর অত্যাচার করতেন।রবিবারই গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন অজিত। গণপিটুনির ভয়ে অন্যের বাড়িতে ঢুকে প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা সেখানে আটকে থাকার পর সন্ধ্যায় তাঁকে আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ। সোমবার সকালে গ্রেফতার হন অজিত। এর পরেই খবর মেলে, বেড়মজুরে অজিতের জায়গায় যাঁকে দায়িত্ব দিয়েছিল শাসকদল তৃণমূল, সেই হলধর আড়ির বাড়িতেও সোমবার সকালে হামলা চালান বিক্ষোভকারীরা। তাঁর বাড়ি সংলগ্ন খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এ বার হামলার মুখে পড়লেন শঙ্কর।

টাকা ফেরতের খুশিতেই এক দিনের শ্রম দিবস উপহার দিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ দীর্ঘ প্রায় ২ বছর ধরে ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা না পাওয়ায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষ অসহায় হয়ে পড়েছিল ১০০ দিনের কাজের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকরা। কিন্তু গত দিন কয়েক আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন ১০০ দিনের কাজের সঙ্গে যুক্ত বঞ্চিত শ্রমিকদের বকেয়া টাকা ফেরত দেওয়ার কথা। ঘোষণা অনুযায়ী ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে টাকা ফেরত দেবার প্রক্রিয়া। আর সেই খুশিতেই এবার এক দিনের শ্রম দিবস মুখ্যমন্ত্রীকে উপহার দিলেন হাওড়া বাগনানের খালোড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চাঁদনী প্রামাণিক পাড়ার ১০৪ নম্বর বুথের জব কার্ড ধারী ১০০দিনের কাজের শ্রমিকরা। সোমবার সাতসকাল থেকে ওই এলাকার জবকার্ড হোল্ডাররা কাস্তে কোদাল ঝুড়ি নিয়ে চাঁদনীর বিভিন্ন এলাকায় নিজ উদ্যোগে কাজে নেমে পড়ন। এলাকার আগাছা পরিস্কার থেকে নর্দমা পরিস্কারের কাজে। আর ১০০ দিনের কাজের শ্রমিকদের এই উদ্যোগকে বাস্তবেই কুর্নিশ জানিয়েছে বাগনান এক পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ সমির সামন্ত, পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন এলাকার সমাজসেবী উজ্জ্বল চক্রবর্তী, স্থানীয় খালোড় গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য মল্লিকা চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা।

হরিপাল থানার উদ্দ্যোগে পালিত সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, হরিপাল, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ হরিপাল থানার উদ্দ্যোগে পালিত হলো সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি। সোমবার হরিপাল থানার বাসদেব মোড়ে একটি ক্যাম্প করে পালিত হয় সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি পাশপাশি আয়োজন করা হয় চক্ষু পরীক্ষা শিবির। মূলত দুর্ঘটনা এড়াতে রাস্তায় গাড়ী চালানোর সময় সচেতনতা গোরে তুলতে ২০১৬ সালের ৮ ই জুলাই কলকাতার নজরুলমঞ্চ থেকে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ এর প্রচার অভিযান শুরু করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল উদ্দেশ্যে ছিল পথ দুর্ঘটনার স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদি সমাধান এবং সাধরণ মানুষের পথ নিরাপত্তা সম্মন্ধে সচেতন করা পাশাপাশি ট্রাফিক কন্ট্রোল ব্যবস্থার উন্নতি করা এই প্রচার অভিযানের মুখ্য ভূমিকা পালন করে রাজ্য পুলিশ ও পরিবহন দপ্তর। সেই মত বিভিন্ন সময়ে রাজ্য পুলিশ ও পরিবহন দপ্তরের পক্ষ থেকে সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ কর্মসূচি গ্রহণ কোরে সাধরণ মানুষ কে সচেতন করা হয়। সোমবার হুগলির হরিপালের বাসদেবপুর মোড়ে একটি ক্যাম্প করে এই কর্মসূচি পালন করা হয় হুগলি গ্রামীন পুলিশের হরিপাল থানার উদ্দ্যোগে। উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন হুগলি গ্রামীন পুলিশের অ্যাডিশনাল এসপি কৃশানু রয়, ডিএসপি হেডকোয়ার্টার অগ্নিশ্বর চক্রবর্তী, সিআই তারকেশ্বর প্রশান্ত চ্যাটার্জি এবং হরিপাল থানার ওসি কৌশিক সরকার।

সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপর অত্যাচারে বিজেপির অবস্থান বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, পারুলিয়া, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ সন্দেশখালি তে মহিলাদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ জানিয়ে বিজেপির অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পূর্বস্থলীর পারুলিয়া বাজার এলাকায়। একই সাথে শেখ শাহজাহানের গ্রেফতারের দাবী, মহিলাদের সম্মান ফেরাতে হবে এই সকল দাবি নিয়ে আগামী কাল পর্যন্ত চলবে এই অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি। সোমবার এই অবস্থান-বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার জেলা সভাপতি গোপাল চট্টোপাধ্যায়, ৪ নং মন্ডলের মণ্ডল সভাপতি সমর দাস, মন্ডলের মহিলা মোর্চার সম্পাদিকা প্রতিমা সাহা, পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভার কনভেনার মানিক লাল সাহা সহ আরো অনেকে। গোপালবাবু তিনি দিন বলেন এই অবস্থান বিক্ষোভ এই জায়গায় আগামীকালও চলবে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে কাটোয়া ও কালনাতেও চলবে এই প্রতিবাদ আন্দোলন।

উত্তরপাড়ায় দরজা ভেঙে মা, ছেলে ও মেয়েকে উদ্ধার, অচৈতন্য ছিলেন দু'জন

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া হুগলি, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ পারিবারিক বন্ধন কারও কারও ক্ষেত্রে এতটাই গভীর হয়, ছিন্ন হলে মনে হয় গোটা পৃথিবী খাঁ খাঁ করছে। সময়ের নিয়মে অবশ্য সে পরিস্থিতি সামলে নেন সিংহভাগ মানুষই। তবে যাঁরা সামলাতে পারেন না কেউ কেউ বেছে নেন কঠিন পথ। যেমন বেছে নিয়েছেন উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় পরিবারের তিন সদস্য। এক আত্মীয়কে ফোনে বলেছিলেন, 'মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছি'। এরপর দরজা ভেঙে যখন মা, ছেলে ও মেয়েকে উদ্ধার করা হয়, দু'জন অচৈতন্য। উত্তরপাড়ার রাজেন্দ্র অ্যাভিনিউয়ের বাসিন্দা গগনবরণ মুখোপাধ্যায় কয়েকদিন আগেই মারা যান। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী ছিলেন তিনি। এদিকে তাঁর মৃত্যুর পরই স্ত্রী শ্যামলীদেবী (৮০), ছেলে সৌরভ (৫৮) ও মেয়ে চুমকি (৫২) নিজেদের কার্যত গৃহবন্দি করে নেন। শ্রীরামপুরের বাসিন্দা আত্মীয় বৈষ্ণবদাস মুখোপাধ্যায় জানান, এই পরিবারের সঙ্গে প্রায়ই কথাবার্তা হয়। গত ৪ ফেব্রুয়ারি তাঁর শেষবার কথা হয়। গগন মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু পরিবারকে খুবই নাড়া দিয়েছিল বলে জানান তিনি। দু'-তিনদিন আগে জানান, তাঁদের অবস্থা ভাল নয়। এরপরই গতকাল বৈষ্ণবদাস এখানে আসেন। এসে দেখেন খুবই খারাপ অবস্থা পরিবারের সদস্যদের। এরপরই তিনি ডাক্তার দেখানোর উদ্যোগ নেবেন বলে ঠিক করেন। উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন, ''গগন ভিলা বলে একটি বাড়িতে একটি পরিবার থাকে। বাড়ির তিন সদস্য কয়েকদিন ধরে দরজা বন্ধ করে ছিলেন। তাঁদের এক আত্মীয় স্থানীয় কাউন্সিলরকে জানান, কেউ তাঁকে ফোন করে বলেছে আমরা মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছি। আমাকে কাউন্সিলর জানাতেই আমিও পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করি। এলাকার লোকজনের সঙ্গে কথা বলে দরজা ভেঙে তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁদের প্রাণে বাঁচানোই আমাদের প্রথম কাজ। খুবই পরিচিত পরিবার ওরা। মা, ছেলে, মেয়েকে উত্তরপাড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দু'জন আত্মীয়ও এসেছেন। এলাকার কাউন্সিলর উৎপলাদিত্য ব্যানার্জি বলেন আমি এক প্রতিবেশীর থেকে খবর পেয়ে চেয়ারম্যান কে খবরটা জানাই তারপর চেয়ারম্যান পুলিশকে খবর দেয় পুলিশ এসে আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে দরজা ভেঙে ওদের উদ্ধার করা হয়। তারপর চেয়ারম্যান অ্যাম্বুলেন্স ডেকে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দেয় । আমি ও চেয়ারম্যান তদারকি করি যাতে ওদের বাঁচানো যায়। চেয়ারম্যান আরো জানালেন সন্ধ্যা বেলা হাসপাতালে দেখতে যাব সুস্থ হয়ে তারা বাড়িতে আসুক তাদের পাশে আমরা আছি।

প্রকাশ্যে চলছে গাঁজার কারবার, পুলিশকে আরও সক্রিয় হওয়ার আবেদন পুরসভার

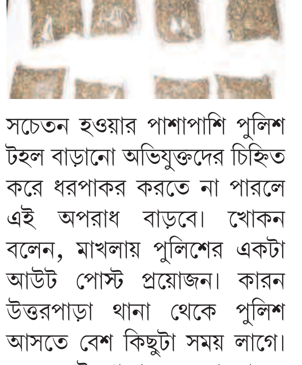

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া হুগলি, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ উত্তরপাড়ার মাখলা এলাকায় রয়েছে কয়েকটি স্কুল। আর প্রকাশ্যে চলছে গাঁজার কারবার। সহজেই গাঁজা পাওয়া যাওয়ায় অনেক নাবালক এই নেশার আশক্ত হয়ে পরছে। বারছে অপরাধ মনস্কতা। রীতিমত ছোটো ছোটো প্যাকেট করে প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে নিষিদ্ধ গাঁজা। গাঁজার মত মাদক কেনা বেচা নিষিদ্ধ জেনেও কারবার চলছে রমরমিয়ে। সহজেই নিষিদ্ধ জিনিস মেলায় সমাজে প্রভাব পড়ছে বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। উত্তরপাড়া পুরসভার উপ পুরপ্রধান খোকন মন্ডল দাবী করেন পুলিশি সক্রিয়তার। মানুষকে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি পুলিশ টহল বাড়ানো অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে ধরপাকর করতে না পারলে এই অপরাধ বাড়বে। খোকন বলেন, মাখলায় পুলিশের একটা আউট পোস্ট প্রয়োজন। কারন উত্তরপাড়া থানা থেকে পুলিশ আসতে বেশ কিছুটা সময় লাগে। রেল গেট থাকায় সমস্যা বাড়ে। মাখলায় পুলিশ থাকলে যেকোনো অপরাধ করতে ভয় পাবে দুস্কৃতিরা। মাখলায় বর্তমানে বহু মানুষের বাস। উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব উপ পুরপ্রধান খোকন মন্ডল মাখলা থেকেই নির্বাচিত। উত্তরপাড়া শহর তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঘোষও মাখলায় থাকেন। তিনিও কাউন্সিলর। অথচ তাদের এলাকাতেই মদ গাঁজার রমরমা কারবার চলছে।

চন্দননগর পুলিশের এক আধিকারিক জানান, মাদক বিক্রি চক্রের দুই জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম বুড়ো মারিয়া ও সঞ্জয় মুরাও। দুজনেই মাখলার বাসিন্দা। এলাকায় পুলিশ টহল বাড়ানো হয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৮৮ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৪ ফাল্গুন, ১৪৩০

আসন সমঝোতা চূড়ান্ত 'না'

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গে কোন আসনে কারা লড়াই করবে তা নিয়ে বাম দলের মধ্যে যে জোট তৈরি হতে শুরু করে দিয়েছে তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হচ্ছে। সিপিএম দলের সঙ্গে কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক, আরএসপি এবং আইএসএফ এখনও পর্যন্ত আসন সমঝোতা চূড়ান্ত করতে পারেনি। এদিকে বিজেপি দলের কারা লোকসভার প্রার্থী হচ্ছে তা নিয়ে সবাই এখনও ধন্ধে রয়েছে। বিজেপির নির্বাচনী কৌশলপ্রকাশ পাচ্ছে না। তবে এবারে বিজেপি বাংলায় নতুন মুখ নিয়ে আসবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। জনজাতি থেকে শুরু করে দলিত এবং অনগ্রসর গোষ্ঠী থেকে লোকসভার প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া গিয়েছে। বিজেপি দল এবারে বেশির ভাগ থেকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যারা ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর যারা অবহেলিত থেকে গিয়েছে তাদেরকে সমানে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। রাষ্ট্রপতি পদ থেকে শুরু করে সাংসদের পদে বেশির ভাগ ব্যক্তিদের তুলে নিয়ে আসা হয়েছে অবহেলিত সম্প্রদায় থেকে।প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদি সেই পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছেন। এবারে বাংলার ওপরে নজর দিয়েছেনপ্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদি। তিনি আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের ওপরে বাংলা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু নেত্রীর কৌশলের কাছে অমিত শাহ পরাজিত হয়েছে। সেই কারণে বাংলায় অমিত শাহ আসছেন না নির্বচনীপ্রচারে অংশ গ্রহণ করতে। তাঁর স্থানে এখন মোদি এসে উপস্থিত হচ্ছেন। তিনবার অমিত শাহের বাংলায় আসা বাতিল করে দিয়েছিল বিজেপি দলের সদর দফতর। বলা হয়েছিল অমিত শাহ ব্যস্ত থাকার জন্য তিনি বাংলায় আসতে পারছেন না। তবে বাংলায় এখন নরে ঃদ্র মোদি নতুন করে রাজনৈতিক কৌশল গ্রহণ করার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন। কী ধরনের নির্বাচনী কৌশল গ্রহণ করবেন তিনি তা কেউই আগাম জানতে পারছে না। এমনকী রাজানাথ সিংও মোদির কৌশল সম্পর্কে অন্ধকারে থাকেন। মোদি যে বড় ধরনের রাজনৈতিক খিলাড়ি সেটা আর কাউকে বলে দিতে হবে না। সেখানে বাংলার তাবড় তাবাড় রাজনৈতিক নেতারা একেবারে ছেলে মানুষ বলা যেতে পারে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময়ে বিরোধীরা একজোট হয়ে বিজেপির সঙ্গে লড়াই করে কোনও লাভ সংগ্রহ করতে পারেনি। উল্টে এমন অবস্থা হয়েছিল ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। তারপরে উপরাষ্ট্রপতি পদে দেখতে পাওয়া গেল বাংলায় যে রাজ্যপালকে বারবার অপদস্থ করা হচ্ছিল তাঁকে উপরাষ্ট্রপতি করে মোদিপ্রমাণ করে দিলেন। এবারে বাংলাকে এই উপরাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তের ওপরে রাজ্যসভায় টিঁকে থাকতে হবে। আসলে বাংলার প্রশাসন বারবার কেঃদ্রীয় সরকারের বিভিন্নপ্রকল্পকে গ্রহণ না করে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করতে শুরু করে দিয়েছেন। আবাস যোজনা থেকে শুরু করে একশো দিনের কাজে দেখতে পাওয়া গিয়েছে ব্যাপক দুর্নীতি। এই সব দুর্নীতিকে কঠোর হাতে দমন করা উচিত ছিল সরকারের সেটা তিনি কেন করতে পারলো তার জবাব দিতে পারছে না। তার ওপরে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা যেভাবে প্রভাবশালী লোকেদের হাতে গিয়ে উপস্থিত হতে শুরু করেছে তাতে মনে হচ্ছে বাংলায় সাধারণ নাগরিকদের মান মর্যাদা নেই। যে নেত্রী দুর্নীতির প্রশ্নে বারবার কেঃদ্রীয় সরকার থেকে পতদ্যাগ করে চলে এসেছেন বাংলায় তিনি আবার বাংলায় তাঁর দলের লোকেরা ব্যাপক দুর্নীতি করে পুকুর চুরি করতে শুরু করে দিয়েছে। যার ফলে এখনপ্রধানমন্ত্রী মোদি বাংলার হাল ধরতে শুরু করেছেন। এদিকে কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরী বারবার বলেছেন যে তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির এজেঃট। সেই কারণে তৃণমূলের সঙ্গে কংগ্রেস জোট করতে রাজি নয়। সিপিএম কংগ্রেস জোট করে এবারে লোকসভায় নির্বাচনের অংশ গ্রহণ করবে। যদি কেঃদ্রীয় কংগ্রেসের নেতারা তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছে। কিন্তু সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস কংগ্রেসিরা তৃণমূলের সঙ্গে জোট করতে ইচ্ছাপ্রকাশ করছে না। তার ফল তৃণমূলের সঙ্গে আসন সমঝোতা কতদূর পর্যত এগোতে পারবে তা বোঝা খুব মুশকিল।

ভারতীয় সেনাকে নিয়ে মিথ্যাচার

কূটনীতির কুটিল খেলায় আচমকাই ভারতের সঙ্গে পাল্লা দিতে শুরু করল মালদ্বীপ। প্রতিবেশী দ্বীপরাষ্ট্র মালদ্বীপের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের অবনতি ঘটে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। একদা বন্দু রাষ্ট্র এখন কার্যত যুযুধান বলে মনে করা হচ্ছে। কারণটা হল তারা এখন চিনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। দ্বীপরাষ্ট্র থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার নিয়ে নয়াদিল্লির উপর চাপ বাড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন দেশের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জু। মে মাসের মধ্যে তা করতে হবে বলে বেঁধে দিয়েছিলেন সময়সীমাও। পাল্টা ভারতের তরফেও জানানো হয়, মালদ্বীপের সাধারণ নাগরিকদের স্বার্থে সেনা সরিয়ে সেখানে সমসংখ্যক ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ রাখা হবে। এনিয়ে টানাপোড়েনের মাঝে মুইজ্জুকে কার্যত 'মিথ্যাবাদী বললেন সে দেশের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী আবদুল্লা শাহিদ। বর্তমান প্রেসিডেন্টকে একহাত নিয়েছেন তিনি।

মালদ্বীপের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রীর বক্তব্য, 'এটুকু পরিষ্কার যে, প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু 'হাজার হাজার ভারতীয় সেনা'র উপস্থিতি নিয়ে যে দাবি করেছিলেন, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাঁর দীর্ঘ মিথ্যার তালিকায় এটি আরেক সংযোজন। বর্তমান প্রশাসন সঠিক পরিসংখ্যান দিতে ব্যর্থ। এই মুহূর্তে দেশে কোনও বিদেশি সশস্ত্র সেনা নেই। স্বচ্ছতা বজায় থাকুক, সত্যিটা একদিন সবাই জানবে।'' এক পরিসংখ্যান অনুযায়ীয়, হাজার দূর অস্ত, শতাধিক ভারতীয় সেনাও নেই দ্বীপরাষ্ট্রে। 'মিথ্যা তথ্য দিয়ে ভারতের উপর অযথা চাপের খেলা খেলতে চাইছেন মুইজ্জু, এমন কথা বলছে ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ। আসলে ২০২৩ সালে মালদ্বীপের ক্ষমতায় আসা প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জু 'চিনপন্থী বলে পরিচিত। ফলে চিনের পথে হেঁটেই তাঁর এই ভারত বিরোধিতা বলে স্পষ্ট আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের কাছে। তার উপর আগুনে ঘি পড়েছে গত মাসে প্রধানমন্ত্রীর লাক্ষাদ্বীপ সফর নিয়ে মালদ্বীপের মন্ত্রীর কটাক্ষ। তার জেরেই মূলত দু দেশের সম্পর্কের অবনতি শুরু এবং ভারতীয় সেনা সরানোয় মুইজ্জুর 'চাপ কিন্তু তাঁর এই সমস্ত পদক্ষেপই মিথ্যার উপর দাঁড়িয়ে বলে জোর দাবি তুললেন সে দেশের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী।

ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বাণী

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকেপ্রয়োগ করা সম্ভব হবে। ধর্ম গ্রন্থ সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তিরপ্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে ারদর্শি হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, ভক্তদের জাগিরত হতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনারৈ দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা তারাপীঠ কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে শরীরে ধারন করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে পরিচালিত করলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। শ্যামা মা হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। জ্ঞানশক্তিদায়িনী। ভক্তিদায়নী। তিনি অভয় দান করে থাকেন।

সুর ও সঙ্গীতের দিকপাল জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ আজও অবিস্মরণীয়

কৌশিক দাস

(পূর্ব প্রকাশের পর) পড়তেন খ্রিস্টান মিশনারি স্কুল 'কলিনস ইনস্টিটিউট'-এ। স্কুলে তেমন একটা গানবাজনা না হলেও বাড়িতে পুরোদমে হত। তবে সে ব্রাহ্মসঙ্গীত এবং রবীন্দ্রনাথের গান। ঠাকুরদাদা দ্বারকানাথ ঘোষ ছিলেন হারমোনিয়মের ভারতীয় সংস্করণের স্রষ্টা। তাঁর হারমোনিয়ম প্রস্তুতকারক সংস্থার নাম 'ডোয়াকিন অ্যান্ড সন্স'। সেখানে হারমোনিয়ামের পাশাপাশি বিক্রি হত ক্ল্যারিওনেট, কর্নেট প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র। বাড়ির পিয়ানো অর্গ্যানের পাশাপাশি সেই সব যন্ত্রেতেও হাত পাকাতেন ছোট জ্ঞানপ্রকাশ। পরিবারের সদস্যেরা মিলে অর্কেস্ট্রা তৈরি করেছিলেন। কোনও পয়সা না নিয়েই সেই অর্কেস্ট্রা তাঁরা বাজিয়ে আসতেন বিভিন্ন জায়গায়। এ সবের সঙ্গেই ক্রিক রো-র বাড়িতে খেলাধুলোর ক্লাব শুরু হয়। তখন জ্ঞানপ্রকাশ স্কুলে পড়েন। ছবি আঁকাতেও তাঁর হাত বেশ দড় ছিল। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর আঁকা দেখে জানিয়েছিলেন, ছেলেটির আঁকার সহজাত প্রবণতা আছে। ম্যাট্রিকুলেশনে পালি ভাষায় 'লেটার পেলেন। ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেখানে খেলাধুলো, গানবাজনা, অভিনয় সব কিছুতেই অংশ নিতেন। এর মধ্যেই প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে বিএ পাশ করলেন। এমএ-তে ভর্তি হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। এর পাশাপাশি বাবা কিরণচন্দ্রের আগ্রহে আইন পড়াও শুরু করেন তিনি।

একবার জ্ঞান প্রকাশকে চোখের আঘাতে ধরাশায়ী করেছিল। সব কিছু থেকে সরিয়ে তাঁকে সঙ্গীতের দরবারে এনে ফেলল এই প্রতিকূলতা। ছোট থেকেই তবলার শিক্ষক থাকলেও জ্ঞানপ্রকাশের এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষা হয় মসীত খানের হাতে। তার আগে যদিও আজীম খানের কাছে দীর্ঘ দিন তবলা শিখেছিলেন তিনি। বছর পঞ্চাশের মসীত খান বাইশ-তেইশের জ্ঞানপ্রকাশকে বাড়িতে এসে তবলা শেখাতেন। তখন পুরোদমে তবলা শেখা চলছে, পাশাপাশি গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর কাছে চলছিল গান শেখাও। বস্তুত, সঙ্গীতের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর অনায়াস যাতায়াত ছিল। শেখার আগ্রহ যেমন ছিল, তেমনই ছিল শেখানোর আগ্রহ। কিন্তু মসীত সাহেব এই শেখানোর ব্যাপারটা পছন্দ করতেন না। এক জন শিক্ষার্থী কি শেখাতে পারে? এই প্রশ্ন ছিল মসীত সাহেবের। কিন্তু জ্ঞানপ্রকাশের যুক্তি ছিল, তিনি যা শিখেছেন সেগুলি ছাত্রদের শেখালে শেখা বিষয়গুলি চর্চার পাশাপাশি রপ্তও হয় সহজে। সঙ্গীত জীবনে নতুন করে পথ চলার শুরু তাঁর এ ভাবেই। তার পর আর পিছনে তাকাতে হয়নি জ্ঞানপ্রকাশকে। শিক্ষকের সংখ্যাও দিন দিন যেমন বেড়েছে, তেমনই বেড়েছে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও। সঙ্গীত শিক্ষার আশ্চর্য পদ্ধতি নেন জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ।

যৌবনের বেশির ভাগ সময় জুড়েই তিনি শুধু সংগ্রহ করে গিয়েছেন কখনও তবলার মহার্ঘ গত, কখনও আবার কণ্ঠসঙ্গীতের গায়কী। নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন সঙ্গীতের কাছে। বড় কোনও শিল্পীর সঙ্গীত পরিবেশন শুনে তিনি শিখেছেন। শিখেছেন তাঁদের সঙ্গে বাজিয়েও। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ বিশ্বাস করতেন, ভাল যা কিছু নিজের ভেতর গ্রহণ করা হয় তার পুরোটাই শিক্ষা। তাঁর ছাত্র অজয় চক্রবর্তীর কথায় গুরুজি সমস্ত মানুষের ভালটা গ্রহণ করার চেষ্টা করেছেন। যা শুনে তিনি ভাল বলতেন, সেটাকেও তালিম বলে মানতেন। তাই বাড়ির আসরে যখন বড়ে গোলাম আলি বা আমির খান সঙ্গীত পরিবেশন করতেন, তখন একনিষ্ঠ ছাত্রের মতো শিখতেন জ্ঞানপ্রকাশ। একই রকম ভাবে শিখতেন তাঁর ছাত্রদের কাছ থেকেও। আসলে সঙ্গীতচর্চায় এমন খোলা মনকেই বরাবর গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি।

সমকালীন শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল খুব মধুর।তাঁর পুত্র তবলাবাদক মল্লার ঘোষ জানিয়েছেন, প্রাচী সিনেমার কাছে তাদের ডিক্সন লেনের বাড়িতে আচার্য বড়ে গোলাম আলি খান একাধিক বার থেকেছেন। তিনতলা সে বাড়ির উঠোনে আসর বসত। আচার্য আমির খান সাহেবও থেকেছেন। রবিশঙ্কর, আলি আকবর খানও সারা দিনের জন্য আসতেন। রেওয়াজ করতেন। মল্লারের কথায় , বাবা তাঁদের সঙ্গে বাজাতেন।

শিখতেন। যেন বাবাকে তালিম দিচ্ছেন সবাই। এটা ঠিক আদানপ্রদান নয়, তাঁরা ভালবেসে শিখিয়ে যেতেন। আসলে সে সময়ের শিল্পীদের কাছে জ্ঞানবাবুর সঙ্গ করাটা একটা বিরাট ব্যাপার ছিল। লখনউ থেকে আহমেদ জান থিরকৌয়া এমনই এক আসরে তবলা বাজিয়ে, জ্ঞানপ্রকাশকে তালিম দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সম্পর্কে আবার মসীত খানের বন্ধু ছিলেন। এখনকার তবলাবাদক জাকির হোসেনের বাবা আল্লারাখা খানও ডিক্সন লেনের এই বাড়িতে এসেছেন। জ্ঞানপ্রকাশের সঙ্গে এ বাড়ির উঠোনে আসরও বসিয়েছেন। হারমোনিয়ামের সঙ্গে জ্ঞানপ্রকাশের সম্পর্ক ছিল অটুট। সে কালের শিল্পীদের কাছে ' অ্যান্ড সন্স'-এর হারমোনিয়ম ছিল একটা আভিজাত্যের ব্যাপার। পারিবারিক কারণে ছোট থেকেই সেই হারমোনিয়ামের সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন জ্ঞানপ্রকাশ। তবে তিনি নিজে শেষের দিকে সেই হারমোনিয়াম ব্যবহার করতেন না। 'সুর ও বাণী'র হারমোনিয়াম-ই ছিল তাঁর খুব প্রিয়। প্রস্তুতকারক যোগেশচন্দ্র বিশ্বাস। বছরে তিন-চার বার সেই হারমোনিয়াম 'টিউনিং করতে আসতেন যোগেশবাবু। সারা দিন তাঁর লেগে যেত জ্ঞানবাবুর দু'-তিনটি হারমোনিয়াম ঠিক সুরে বাঁধতে। মাঝে মাঝেই তিনি বলতেন, দেখুন তো জ্ঞানবাবু, 'নি-টা ঠিক সুরে লাগছে কি না? আচ্ছা গা-টা ' জ্ঞানপ্রকাশ রিডের তলায় থাকা পিতলের পাতগুলিকে আরও কতটা ঘষে বা চেঁচে সুর ঠিক করতে হবে, যোগেশবাবুকে বুঝিয়ে বলে দিতেন। আর যোগেশবাবুও লাফিয়ে উঠে বলতেন, উফ্ অসাধারণ! আসলে ঠিকঠাক ' করতে গেলে শুধু ভাল হারমোনিয়াম বাদক হলেই হয় না, কানে সুর থাকার প্রয়োজন। পাশাপাশি হারমোনিয়মের প্রযুক্তিগত দিকটাও জানা দরকার। জ্ঞানপ্রকাশের এই তিনটি গুণই যথার্থ অর্থে ছিল। সাধে কি আর সঙ্গীতকার কবীর সুমন বলেন, আচার্য জ্ঞানপ্রকাশ হারমোনিয়াম বাদনেও প্রকৃত অর্থে গুরু ছিলেন।সুরকার জ্ঞানপ্রকাশের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পুরো তালিম ছিল। ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের যে মাদকতা আছে, সেই মহিমা সর্বসমক্ষে এনেছিলেন তিনি। ভারতে যতগুলি তালবাদ্য পাওয়া যায় তার সব ক'টি নিয়ে একটি অর্কেস্ট্রা সৃষ্টি করেছিলেন। নাম দিলেন 'ড্রামস অফ ইন্ডিয়া'। ষাটের দশকের শেষে সেটি এইচএমভি থেকে রেকর্ড হয়ে বেরোয়। সারা পৃথিবীতে এই রেকর্ড ভীষণ জনপ্রিয় হয়েছিল। অস্ট্রেলীয় সরকার সেই রেকর্ডের ১০ হাজার এলপি এইচএমভি কোম্পানির কাছে অর্ডার দিয়েছিল। কী ছিল না সেই তালবাদ্যের তালিকায়- ঢোল, খোল, নাল, নাকাড়া, পাখোয়াজ, ঢাক, তবলা, মৃদঙ্গ প্রভৃতি। বাংলা এবং হিন্দি ভাষার অসংখ্য চলচ্চিত্রে তিনি সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন। সমস্ত ছবিই সেই আমলে ভীষণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল- বিচার, বসন্তবাহার, রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত, আঁধারে আলো, যদু ভট্ট ইত্যাদি। তাঁর সুরে গান গেয়েছেন বড়ে গোলাম আলি খান, আমির খান, বিলায়েত খান থেকে শুরু করে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। অনেক শিল্পী গান তুলতেও আসতেন তাঁর কাছে। তার মধ্যে উল্লেখ্য কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন প্রমুখ। জ্ঞানপ্রকাশের সুরে পঞ্চাশের দশকে দু'টি ভজন রেকর্ড করেছিলেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৪১-'৪২ সাল নাগাদ জ্ঞানপ্রকাশ তখনকার বোম্বেতে পাড়ি দিলেন। এই সময়ে তিনি হিন্দি ছবি 'পরায়া ধন'-এ অভিনয় করেন। ছবিটির সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন জ্ঞানপ্রকাশ।

আকাশবাণীতে জ্ঞানপ্রকাশের অবদান ছিল অনবদ্য। দক্ষিণ ভারতের বালমুরলী কৃষ্ণ এবং জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ছিলেন আকাশবাণীর প্রথম সঙ্গীত প্রযোজক। এই পদে তিনি প্রায় ১৫ বছর কাজ করেছেন। সহকর্মী হিসেবে পেয়েছেন সুদিন চট্টোপাধ্যায়, ভি জি যোগ, বিমান ঘোষ, সুরেন পাল প্রমুখকে। তাঁর আমলে আকাশবাণীর সঙ্গীত বিভাগ ঢেলে সাজা হয়েছিল। প্রযোজক থাকাকালীন 'রম্যগীত এবং সঙ্গীতাঞ্জলি ' নামের দু'টি অনুষ্ঠান শুরু করেন। শ্রোতৃমহলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল এই অনুষ্ঠান দু'টি। আকাশবাণীর কাজ করতে গিয়ে নিত্যনতুন সঙ্গীতের উদ্ভাবনও করতেন জ্ঞানপ্রকাশ। বিদেশেও জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ নানান অনুষ্ঠান করেছিলেন। সঙ্গীতকার হিসেবে প্রায় সারা পৃথিবী ঘুরেছেন। জাপানে এবং রাশিয়ায় ভারতের হয়ে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ প্রতিনিধিত্ব করেছেন কয়েকটি অনুষ্ঠানে। এ ছাড়া মার্কিন মুলুকের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতাও করেছেন প্রায় ৫ বছর। সানফ্রান্সিসকো স্টেট ইউনিভার্সিটি, বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সঙ্গীত বিষয়ক শিক্ষক ছিলেন। বালিগঞ্জের কাছে 'হেমছায়া নামের বাড়িতে জীবনের শেষ ৩০ বছর কাটিয়েছেন ভারতীয় সঙ্গীতের এই দিকপাল ব্যক্তিত্ব। ১৯৯৫ সালে এক বার তিনি মস্তিস্কে রক্তক্ষরণের কারণে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। এর পর সুস্থ হয়ে উঠলেও বছর দু'য়েকের মধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন জ্ঞানপ্রকাশ। এ যাত্রা আর রক্ষা মিলল না। ৮৪ বছর বয়সে 'হেমছায়াতেই মারা যান বহু খ্যাতনামা শিল্পীর এই সঙ্গীতগুরু।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক সত্ত্বা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মকাণ্ড নিয়ে অন্তহীন আলোচনা

সম্বুদ্ধ দত্ত

রবীন্দ্রনাথের কবিমন কখনো সেই অর্থে প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনীতিতে যেমন অংশ গ্রহণ করেননি তেমনি দেশের ও জাতীর সঙ্কটে নিজেকে রাজনীতির বৃত্ত থেকে দূরেও রাখতে পারেননি। তাঁর প্রমান আমরা দেখেছি ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল জালিনওয়ালানবাগ হত্যা কান্ডের প্রতিবাদ স্বরুপ নাইট উপাধি পরিত্যাগ থেকে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে। তবুও এই আন্দোলনেও রবীন্দ্রনাথ ধরা দিয়েছে সতন্ত্রভাবে।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় রবীন্দ্রনাথকে দেখা গেল সম্পুর্ণ অন্য রূপে। বাংলা ও দেশের এই চরম দুর্দিনে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন। তখন সারাদেশে বিদেশী পন্য বর্জনের হিরিক পরে গেছে। ইতিমধ্যে ৭ই আগষ্ট বিদেশি পন্য বর্জনের আনুষ্ঠানিক ঘোষনা হয়েছে। বাংলার কবি ও সাহিত্যিকরা তাঁদের গানে, কবিতায় এবং গল্পে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শুরু করলেন। রবীন্দ্রনাথও আন্দোলনের অস্ত্র হিসাবে কলম তুলে নিলেন। একের পর এক গান রচনা ও সুর সৃষ্টি করে চললেন। যে গানগুলো সর্ব সাধারণের জাতীয় .চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন,
বিধির বিধান কাটবে তুমি,এমন শক্তিমান।
তুমি কি এমন শক্তিমান
আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে
এমন অভিমান,
তোমাদের এমন অভিমান। বঙ্গভঙ্গ কার্যকরের জন্য ১৬ই অক্টোবর ব্রিটিশ সরকার সরকারি ভাবে ঘোষনা করল। এই ঘোষনা রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত ও অস্থির করে তোলে। তিন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে এক বিশাল প্রতিবাদি শোভাযাত্রার আয়োজন করলেন। রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কবিগৃহ ঠাকুরবাড়ি থেকে শোভাযাত্রা এগিয়ে চলল। গন্তব্য জগন্নাথঘাট। সেদিনের সেই শোভাযাত্রার বার্তা ছড়িয়ে পরল দুরদুরান্তে। মানুষের ঢল নেমে এল রাজপথে। রাজপথের দুধারে কেবল মানুষ আর মানুষ। মিছিলে অংশ গ্রহণকারী অবনীন্দ্রনাথের কথায়,- আমরা সবাই রওনা হলুম গঙ্গা স্নানের উদ্দেশ্যে। রাস্তার দু'ধারে বাড়ির ছাদ থেকে আরম্ভ করে ফুটপাতে অবধি, বহু মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে। মেয়েরা খই ছড়াচ্ছে, শঙ্খ বাজাচ্ছে। এমন পরিবেশের মহা ধুমধামে শোভাযাত্রা এগিয়ে চলল। সে এক ভয়ানক উন্মাদনা। দিনুও সঙ্গে ছিল। বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল, পুন্য হউক পুন্য হউক হে ভগবান। গাইতে গাইতে শোভাযাত্রার সঙ্গে সবাই গঙ্গার দিকে এগিয়ে চলল। জগন্নাথঘাট সকাল থেকেই লোকে লোকারন্য। রবিকাকাকে দেখার জন্য আমাদের চারিদিকে তখন ভিড় জমে গেছে। স্নান সারা হল। সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল একগাদা রাখী, আমরা সবাই সবাইকে রাখী পরালুম।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই তখন সবাইকে রাখী পরাতে ব্যস্ত। হাতের কাছে যাকে পাচ্ছেন তাঁর হাতেই রাখী পরিয়ে দিচ্ছেন। আবাল বৃদ্ধ বনিতা কেউ বাদ নেই। ধর্মের শিকল ছিন্ন করে উপস্থিত সকল ধর্মের মানুষদের হাতে রাখী বেঁধে চললেন। রাস্তায় কয়েকজন সহিসের দেখা পেলে তাঁদের হাতেও রাখী বেঁধে দেওয়া হল ।

অবনীন্দ্রনাথের ভয় ছিল ঐ সহিসদের মধ্যে যদি কেউ মুসলমান থাকে তাহলে তো মহা বিপদ। সে

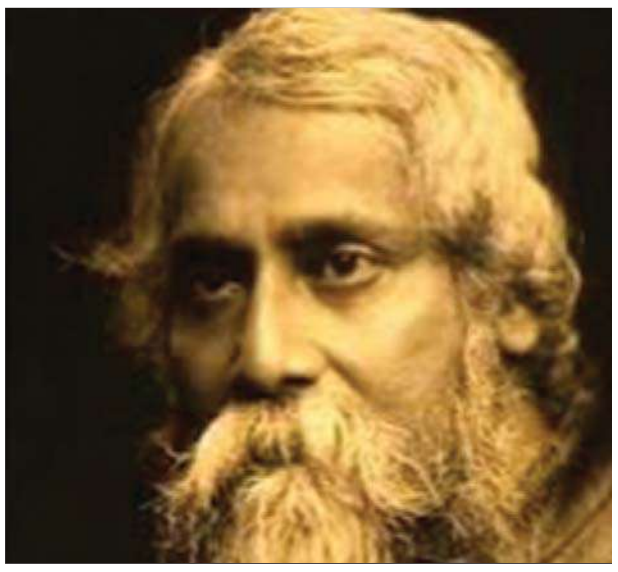

যদি আপত্তি এবং প্রতিবাদ করে। যদিও বাস্তবে তেমন ঘটনা ঘটে নি। এই ভাবে চলতে চলতে একসময় শোভাযাত্রা চিপুর রোডে চলে এল। এখানে শোভাযাত্রা বড় মসজিদের কাছে পৌঁছতেই রবীন্দ্রনাথ ঠিক করলেন মসজিদের ভিতরে ঢুকে মৌলবীদের হাতে রাখী বেঁধে ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করবেন। কারণ ভবিষ্যদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ জানতেন এ আন্দোলন কোন ধর্মের, বর্ণের, বা সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকলে তা কখনও সার্থক হতে পারবে না। তিনি রাখিবন্ধনের মাধ্যমে এই আন্দোলনকে জাতীয় পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ কিন্তু রবিকাকার সেদিনের কান্ড দেখে ভীষন ভীতসন্ত্রস্ত হযে .পরেছিলেন । অবনীঃদ্রনাথের ভয .ছিল মসজিদের ভিতরে ঢুকে রবিকাকা মৌলবীদের হাতে রাখী পরাতে গেলে কোন রক্তারক্তি কান্ড না ঘটে যায়। ভীত অবনীন্দ্রনাথ শোভাযাত্রার সঙ্গে চলতে চলতে একেবারে নিঃশব্দে সকলের অলক্ষ্যে একটা ছাতার মধ্যে নিজেকে আড়াল করে নিলেন। রবীন্দ্রনাথও ব্যাপারটা খেয়াল করেননি। রবীন্দ্রনাথ সটান ঢুকে পরলেন মসজিদের মধ্যে। তাঁর সঙ্গে ছিল দিনু, সুরেন, আরো বেশকিছু লোক। অবনীঃদ্রনাথের আশঙ্কা অচিরেই ভ্রান্ত প্রমান হল । রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাখিবন্ধনপর্ব সফলভাবে সম্পুর্ন করে মসজিদ থেকে বেড়িয়ে এলেন।

রাখিবন্ধনের মধ্যে দিযে. স্বদেশী আন্দোলনের যে সলতে পাকানো হল তার তাঁর প্রভাব পরল সুদূর প্রসারী। ক্ষিপ্ত ব্রিটিশ সরকার স্বদেশী আন্দোলনকে বাগে আনতে নানাভাবে চেষ্টা করল। শিক্ষাক্ষেত্রও এর বাইরে রইল না । সরকার লিখিত ফরমান জারি করল। ছাত্রছাত্রীদের স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা চলবে না। এই ফরমান কিন্তু বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল। ব্রিটিশ সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেশের নেতারা শিক্ষাকে সরকারের কবজা থেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হল । এবং স্বাধীন জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল প্রতিষ্ঠা হল ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন। অরবিন্দ ঘোষ অধ্যক্ষের ভার তুলে নিলেন। সালটা ছিল ১৯০৬ সালের ১৫ ই আগস্ট। এই 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন ' যা আজ বাংলা এবং দেশের গর্ব যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে আমরা এই স্বদেশী আন্দোলনকে কিন্তু সেভাবে সফল হতে দেখিনি। এবং রবীন্দ্রনাথও এই আন্দোলনের থেকে ক্রমে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। মতাদর্শের দিক থেকে দেশের রাজনৈতিক নেতাদের কর্মপদ্ধতির সঙ্গে তাঁর ঠিক মতাদর্শের মিল হচ্ছিল না। নেতাদের দ্বারা আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি যেদিকে এগিয়ে চলল তা রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতাদর্শের পরিপন্থী হয়ে উঠেছিল। দেশের নেতাদের দ্বারা সভা, সমিতি, মিছিল এবং বিদেশি পন্য বর্জনের মাধ্যমে আন্দোলন চরম আকার, কিছু ক্ষেত্রে উগ্র আকার ধারণ করেছিল । রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন স্থির সংকল্পের সাংগঠনিক মানুষ। আন্দোলনের এই ধারা রবীন্দ্রনাথের মোটেই মনঃপুত ছিল না । রবীন্দ্রনাথের অমর সৃষ্টি 'ঘরে বাইরে'এর সন্দীপের কিছু সংলাপের মাধ্যমে দিয়ে তাঁর প্রতিফলন দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথের মতে এমন আন্দোলন কিছু কালের জন্য সাধারণের মধ্যে উত্তেজনা ও উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী নয় । যে কোন আন্দোলনের চিরস্থায়ী সাফল্যের জন্য মনেকে গড়ে তুলতে হয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে আন্দোলন আর এক অর্থ হল সাধনা। সুতরাং তিনি মনে করতেন দেশ স্বাধীন করতে হলে দীর্ঘ সাধনার প্রযোজেন । এ সাধনার সূচনা করতে হবে একেবারে সমাজের প্রান্তিক স্তর থেকে। একেবারে প্রত্যন্ত গ্রাম এবং পল্লী থেকে দেশকে গড়ে তুলতে হবে। পল্লী সমিতি গড়ে গ্রামের মানুষকে একত্রিত এবং সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে। মানুষকে সমবায়ের আওতায .এনে স্বাবলম্বী করতে হবে । গ্রাম ও পল্লী সমাজ কৃষি ও শিল্পে সাবলম্বী হলে তবেই ষবাইরের মানুষের পরানো শৃঙ্খল একসময় নিজে থেকেই ছিন্ন হয়ে যাবে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মতো এমন চিন্তাশীল মানুষের পক্ষে উগ্র বর্জনীয় আন্দোলন ভালো না লাগাই স্বাভাবিক ছিল। তাই তিনি ধীরে ধীরে নিজেকে আন্দোলন থেকে বিযুক্ত করে আবার মানুষ গড়ায় আত্মনিয়োগ করলেন তাঁর স্বপ্নের শান্তিনিকেতনে।

প্রাচীন ভারতেও দল-বদল ছিল

শ্চিমবঙ্গে দল বদলের রাজনীতি কবে থেকে শুরু হয়েছিল সেটা বোধ হয় ইতিহাসের পাতা খুললে বুঝতেপারা যাবে। রামায়ণের যুগ থেকে চলছে দল বদলের পালা। রামায়ণে বালির দল থেকে সরে এসে সুগ্রীব যোগ দিলেন রামের দলে। আবার রাবণের দল থেকে বের হয়ে এসে বিভীষণ যোগ দিলেন রামের দলে। রামায়ণ যুগেও দল বাদলের হাওয়া ছিল। দল বদলীদের সঙ্গে নিয়ে রাম লঙ্কা জয় করে ফেললেন। আবার মহাভারতেও দল বদলের বহু সাক্ষ্য রয়েছে। মহাভারতে দল বদলের প্রভাব ছিল। তারওপরে ছিল বিশ্বাসভঙ্গকারী। তারা কৌরবদের সঙ্গে থেকেও বীররা সঠিকভাবে যুদ্ধ করেনি। বা শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ কৌশলের কাছে পরাস্ত হয়েছিল। আসলে রাজনীতি করতে গেলে আগে কৃষ্ণ চরিত্রকে বেশি করে রাজনীতিবিদদের পড়তে হবে। কোনও সময়ে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে বিরোধীদের পরাজিত করা সম্ভব হবে সেটা কিন্তু মহাভারতের একমাত্র জানতেন শ্রীকৃষ্ণ। সেই কারণে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচঃদ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র নিয়ে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তিনি নিজেও রাধাকৃষ্ণ পুজা করতে শুরু করলেন। বিপ্লবী অরবিঃদ কারাগারে থাকার সময়ে তিনি রাধাকৃষ্ণ দর্শনে আপ্লুত হয়ে পড়েন। জেল থেকে বের হয়ে তিনি আধ্যাত্মিক জীবনে ফিরে গেলেন। বিপ্লব জীবনকে পরিত্যাগ করে তিনি ভক্তি দর্শন নিয়ে চর্চা করতে শুরু করলেন। রাজনীতি হচ্ছে একটি ব্যবহারিক চর্চা। একে শিখতে গেলে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে উচ্চ শিক্ষিতেরা রাজনীতিতে যোগদান করতেন। বিপ্লবী শ্রীঅরবিঃদ থেকে শুরু করে মহাত্মা গান্ধি, নেতাজি সুভাষ, দেশবন্ধু, রাষ্ট্রগুরু সকলেই ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকেই রাজনীতিতে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তরা প্রবেশ করতে শুরু করলো। ফলে রাজনীতি চর্চা শুধু মাত্র উচ্চ শিক্ষিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলো না। সেটা সর্বজনীন হয়ে পড়লো। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে ভারত ভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টি করতে উদ্যোগী হন মহম্ম আলি জিন্না। তিনি আগে কংগ্রেসে ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি মুসলিম লীগ তৈরি করে কংগ্রেসের রাজনীতি থেকে একেবারে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। আধুনিক ভারতে জিন্নাকে প্রথম দল বদলের ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গেলেন। নিজেকে রাষ্ট্র নায়ক হিসাবে দেখার খুব ইচ্ছা ছিল। পরবর্তীকালে ইংরেজদের সহায়তায় পাকিস্তান সৃষ্টি হলে সেখানে জিন্না নিজেকে কায়েদি-ই-আজম বলে ঘোষণা দেন। বহু ইতিহাসবিদেরা বলে থাকেন মহাত্মা গান্ধিই জিন্নাকে এই বলে অখ্যায়িত করেছিলেন। আসলে রাজনীতিটা হচ্ছে একটি গোলকধাঁধা। রাজনীতি করাটা একটা নেশা। আবার কেউ কেউ এটাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। এবারে লোকসভার নির্বাচনের পর থেকেই শুধু দল বদলের পালা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

আজও প্রাসঙ্গিক সুকুমার সেন

সুকুমার সেনকে ছাড়া বাংলা সাহিত্য অসম্পূর্ণ। পৃথিবীর যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়তে গেলে সুকুমার সেনকে স্মরণ করতেই হবে। নিজেকে কখনও পণ্ডিত হিসেবে দাবি করেন নি বরং নিজেকে পাণ্ডিত্যের পন্থী বলতে ভালবাসতেন। বলতেন প্রবন্ধ পড়ে লোকে তাঁকে যতটা পণ্ডিত ভাবে তিনি আসলে তেমন পণ্ডিত নন, পাঁচটা বই দেখে প্রবন্ধ লিখেছেন মাত্র। তবে সত্যিকারের পণ্ডিত হওয়ার স্পৃহা বারবার জেগে উঠে তাঁকে গবেষণার কাজে ঠেলে দিয়েছে। সুকুমার সেন ছিলেন একজন ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্য বিশারদ। বৈদিক ও ধ্রুপদী সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, বাংলা, আবেস্তা ও প্রাচীন পারসিক ভাষায় তার বিশেষ ব্যুপত্তি ছিল। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও পুরাণতত্ত্ব আলোচনাতেও তিনি তার বৈদগ্ধের পরিচয় রেখেছিলেন। কঠিন অসুখে পড়ে জীবন সংশয .হলে গৃহদেবতা রঘুনাথের আশীর্বাদে রোগমুক্তির পরে নামকরণ হল রঘুনাথ। তবে অনিল হোক বা রঘুনাথ কেউ স্থায়ী হতে পারেননি, স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় সুকুমার নাম সবার পছন্দ হলে সেই নামে আত্মপ্রকাশ ও আত্মপরিচয়। পাণ্ডিত্য আর রসবোধের সম্মিলনে আচার্য সুকুমার সেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় নাম। ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় সব থেকে পছঃদের সাবজেক্ট ছিল গণিত,সেই সময়ে বীজগণিত নিয়ে কিছু গবেষণা করেছেন।ক্যালকাটা ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটিতে নিজের আবিস্কৃত থিয়ারেম পাঠিয়ে প্রশংসা অর্জন করেছেন। তবে দু ঃখের বিষয় সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়ে .গণিত ছাড়তে হয় কারণ সেখানে গণিত ছিল না। ১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট এখন ও প্রকাশ হয়নি তাও। পূর্বে দেওয়াল লিখন শুরু করে দিল তৃণমূল। এদিন বিকেলে আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটাতে লোকসভা নির্বাচনের দেওয়াল লিখন শুরু করে তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক উপস্থিত ছিলেন জেলা চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা সহ তৃণমূল নেতৃত্বরা।

সিভিক পুলিশ ও থানার ড্রাইভার জড়িত থাকার অভিযোগ! গৃহবধূকে কুপিয়ে খুন করার চেষ্টার অভিযোগ মোথাবাড়িতে

তনয় কুমার মিশ্র, মালদা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ এক গৃহবধূকে হাঁসুয়া দিয়ে কুপিয়ে খুন করার চেষ্টার অভিযোগে দুই সিভিক পুলিশ ও থানার ড্রাইভার জড়িত থাকার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মোথাবাড়ি এলাকায়। এই ঘটনায় আক্রান্ত ওই গৃহবধূর পরিবার। মোথাবাড়ি থানায় আক্রান্তের স্বামী সহ দুই সিভিক ও ড্রাইভার এর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে। আক্রান্ত গৃহবধূর নাম সুলেখা খাতুন (২৫)। বাড়ি মোথাবাড়ি প্রতাপপুরের মাসুমমুস্টিতোলা এলাকায়। গত সাত - আট বছর আগে পার্শ্ববর্তী অমলিতলা গান্ধীটোলা এলাকায় আসমাউল শেখ নামে এক যুবকের সঙ্গে বিবাহ হয় সুলেখা খাতুনের। বিয়ের পর থেকেই বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য মাঝে মধ্যে অত্যাচার করতো সুলেখার উপর। সাত দিন আগেই বাপের বাড়ি থেকে সাত হাজার টাকা ধার করে এনে দেয় সুলেখা। আবারও টাকা ধার করতে বললে সে অস্বীকার করে। ফলে সুলেখার উপরে চলে অকথ্য অত্যাচার। স্বামী আসমাউলের দাদা নুর ইসলাম মোথাবাড়ি থানার ড্রাইভার। এছাড়া অভিযুক্ত স্বামীর বোন নুরজেমা খাতুন ও জামাই সামসুল সেখ ওই এলাকায় সিভিক পুলিশের কাজ করেন। আক্রান্ত গৃহবধূ সুলেখ খাতুন ও তার পরিবারের লোকজনের অভিযোগ অভিযুক্তরা সকলেই পুলিশের হুমকি দেখিয়ে সারা বছর সুলেখাকে অত্যাচার করতো। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি শনিবার এই অত্যাচার চরমে ওঠে। পরিবারের সকলে মিলে গৃহবধূকে ঘরে আটকে হাঁসুয়া দিয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত করতে থাকে। ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সুলেখার দেহ। প্রতিবেশীরা এগিয়ে এলে কোনক্রমে প্রাণে বেঁচে যায় সুলেখা খাতুন। তাকে গ্রামবাসীরা মালদা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে। আক্রান্ত সুলেখা খাতুন জানিয়েছেন, ওদের পরিবারের সঙ্গে মোথাবাড়ি থানার যোগাযোগ আছে। একজন মোথাবাড়ি থানার ড্রাইভার, এছাড়াও দুইজন মোথাবাড়ি থানার সিভিক পুলিশে চাকরি করে। ফলে পরিবারের সকলে পুলিশে জানিয়ে কিছু করতে পারবে না বলে সারা বছর আমাকে অত্যাচার করে। আক্রান্ত সুলেখা খাতুনের মা জানিয়েছেন, পুলিশের গরম দেখিয়ে ওরা সারা বছর আমার মেয়ের উপর অত্যাচার করতো। হাঁসুয়া দিয়ে ১৮ জায়গায় আঘাত করেছে। ওরা আমার মেয়েকে খুন করার চক্রান্ত করেছিল। জামাইকে আটক করলে আসল দোষীরা কেউ গ্রেফতার হয়নি। গোটা বিষয়টি জানিয়ে আক্রান্ত গৃহবধূর পরিবার মোথাবাড়ি থানায় স্বামী ও ভাই সহ পরিবারের পাঁচ জনের নামে অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযুক্তরা হল আক্রান্ত গৃহবধূর স্বামী আসমাউল হক, ভাই নুর ইসলাম, সিতারা বিবি, বোন নুরজেমা খাতুন, জামাই সামসুল সেখ। পুলিশ এই ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতার করলেও অন্য অভিযুক্ত সিভিক পুলিশ সহ কাউকে গ্রেফতার করছে না। এই ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে পরিবারে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে মোথাবাড়ি থানার ওসি কুনাল কান্তি দাস জানিয়েছেন, সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছি। একটি কেসও চালু হয়ে গেছে। অভিযুক্ত সিভিক পুলিশ ও ড্রাইভার এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছে কিনা তা পুলিশ তদন্ত করে দেখছে।

পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু যেন অব্যাহত

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ কালিয়াচক ২ নম্বর ব্লকের মোথাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মদনপুর এলাকায় আবারও এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু ঘিরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিবার সূত্রে খবর গত তিন মাস আগে পেটের দায়ে মহারাষ্ট্রে পাড়ি দিয়েছিলেন ৩২ বছরের যুবক সিন্টু মন্ডল। গতকাল আনুমানিক সন্ধ্যে পাঁচটা নাগাদ ফোন মারফত পরিবারের লোকেরা জানতে পারেন কাজ করার সময় কংক্রিটের দেওয়াল নাকি সিন্টু মণ্ডলের উপর পড়ে তার মৃত্যু হয়েছে। ঘটনা জানাজানি হতে এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার। মৃতু সিন্টু মন্ডলের পরিবারে রয়েছে বৃদ্ধা মা তার স্ত্রী এবং ছোট ছোট দুই ছেলে। বড় ছেলের বয়স আনুমানিক ১০ থেকে ১১ বছর এবং ছোট ছেলের বয়স আনুমানিক ৭ থেকে ৮ বছর। একদিকে অসহায় পরিবার অন্যদিকে যুবক ছেলের মৃত্যুতে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন পরিবারের লোকজনেরা। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মৃত সিন্টু মন্ডলের দেহ এখনো গ্রামের বাড়িতে ফেরেনি। কফিন বন্দি দেহ কবে যে গ্রামের বাড়িতে ফিরবে? সেই শেষ আশায় বসে রয়েছেন পরিবারের লোকজন।

সরকারি কর্মীকে গুলি করে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার আরও এক

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ রায়গঞ্জ শহরের তুলসিতলায় এক সরকারি কর্মীকে গুলি করে খুনের অভিযোগে আরো এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। রায়গঞ্জ থানার ভাটোল এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, সুমিত সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পালানোর ছক করেছিল। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে পালানোর সময়ে তাকে ভাটোল থেকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের নাম সুমিত নাগ। তার বাড়ি রায়গঞ্জের মধুপুরে। গত, ১৩ ডিসেম্বর রাতে রায়গঞ্জ শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের হরিসভা মাঠ সংলগ্ন নিজের ভাড়াবাড়ির সামনে দুষ্কৃতীরা দীনেশ সাহাকে (৫১) একাধিক গুলি করে খুন করে। তিনি রায়গঞ্জে রাজ্য বীজ নিগমে চতুর্থ শ্রেণির পদে কর্মরত ছিলেন। ১৫ ডিসেম্বর ওই খুনের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে রায়গঞ্জের মলদাগুঞ্জ ও পানিশালা থেকে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশের দাবি, নিহতের সহকর্মী সুমিত ওই খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত। খুনের ঘটনায় ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করতে ধৃতকে এ দিন রায়গঞ্জে মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতে তুলে ছয় দিনের হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ। রবিবার রাতে যে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে গুলি চালিয়েছিল সেটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। টাকা লেনদেন নিয়ে গোলমালের জেরে দুষ্কৃতীরা ওই ব্যক্তিকে গুলি করে খুন করে বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের দাবি।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনকে বিশ্বমানের স্টেশন হিসেবে সাজিয়ে তোলার কাজ শুরু

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ইতিমধ্যে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনকে বিশ্বমানের স্টেশন হিসেবে সাজিয়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। এবার সেই তালিকায় নাম জুড়ল শিলিগুড়ির আরও একটি স্টেশন। নাম জুড়ল শিলিগুড়ি জংশনের। অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় এই স্টেশনটিকে

অত্যাধুনিক আঙ্গিকে সাজিয়ে তোলা হবে। এই কাজের শিলান্যাস হল সোমবার। দার্জিলিং জেলার সাংসদ রাজু বিস্টা সহ দুই বিধায়ক শংকর ঘোষ এবং শিখা চ্যাটার্জী এবং রেলের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ জানান, বাগরাকোট এলাকায় রেল লাইনের ওপর দিয়ে ফুট ওভার ব্রিজ তৈরি করা প্রয়োজন। এছাড়াও ঠাকুরনগর এলাকায় রেল ওভার ব্রিজের জন্য টাকা বরাদ্দ হয়েছে সমস্ত জট কাটিয়ে সেই কাজ দ্রুত শুরু হওয়া প্রয়োজন। একইসঙ্গে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনকে হেরিটেজ তকমা যাতে দেওয়া যায় সেই বিষয়েও সওয়াল করেন তিনি। সাংসদ রাজু বিস্টা জানান, মোদী সরকারের আমলে ১৩ হাজার ৮০০ কোটির বাজেট হয় রেলের উন্নয়ন কল্পে। উত্তরের আটটি স্টেশনকে নতুন আঙ্গিকে সাজিয়ে তোলা হবে। সেই তালিকায় রয়েছে শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনও।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে ভুতনি ব্রিজে জ্বলে উঠল আলো

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল মালদার মানিকচকের গঙ্গা নদীর ওপর ভুতনি ব্রিজ। কিন্তু সেই ব্রিজ তৈরি হলেও আলোর অভাবে নানান সমস্যা তৈরি হয়েছিল। অবশেষে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে ভুতনি ব্রিজের আলো জ্বালানোর ব্যবস্থা করা হলো। রবিবার রাতে এই আলোর

জ্বালানোর শুভ সূচনা করেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মানিকচকের তৃণমূল দলের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র। প্রায় ২৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ব্রিজের আলো জ্বালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানিয়েছেন, এক সময় মানিকচকের বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী সাবিত্রী মিত্র মুখ্যমন্ত্রীকে আবেদন জানিয়েছিলেন যে ভূতনির চরের সঙ্গে মানিকচক শহরের সংযোগ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য গঙ্গা নদীর ওপর একটি ব্রিজ তৈরি করা হোক । তার পরিপ্রেক্ষিতেই রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিয়ে দীর্ঘদিন আগেই সেই ব্রিজ তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করে। প্রায় ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে পৌনে দুই কিলোমিটার এই ভুতনি ব্রিজটি তৈরি হয়। তারপরেই ভুতনি চরের লক্ষাধিক মানুষের সঙ্গে মানিকচকের যোগাযোগ ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়। কিন্তু সেই ব্রিজের আলো না থাকায় নানান সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল সাধারণ মানুষকে। অবশেষে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সেই ব্রিজের আলোর ব্যবস্থা করা হলো। এদিন সেই ব্রিজের আলোর শুভ সূচনা করা হয়। এরফলে রাত-বেড়াতে চলাচল করা মানুষদের আর কোনো সমস্যায় পড়তে হবে না বলেও দাবি স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের।

অবশেষে এলাকাবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করল তৃণমূল সরকার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ অবশেষে এলাকাবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করল তৃণমূল সরকার। প্রায় ৫০ বছরের সমস্যার সমাধানে ঢালাই রাস্তা পেল গ্রামবাসীরা। মালদার ইংলিশ বাজার ব্লকের বাগবাড়ি ৫২ বিঘা এলাকায় সোমবার শুভ শিলান্যাস করা হল প্রায় ৬০ মিটার ঢালাই রাস্তার। উপস্থিত ছিলেন ইংলিশ বাজার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজেশ পাল, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শম্পা সেন সরকার, ইংলিশ বাজার পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ অর্পিতা ঘোষ, মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ সুবীর দাস সহ অন্যান্যরা। এলাকাবাসীরা জানান দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় ছিল এই রাস্তা। ফলে সমস্যায় পড়তে হত তাদের। অবশেষে ঢালাই রাস্তার কাজ শুরু হওয়ায় তারা খুশি। অন্যদিকে এই বিষয়ে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শম্পা সেন সরকার জানান, দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছর এই এলাকায় বিজেপির মেম্বার ছিল। ফলে রাস্তাঘাট তেমন উন্নয়ন হয়নি। মানুষ বুঝতে পেরেছে তাই গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলকে সমর্থন করেছে তারা। আগামীতে এই এলাকার সমস্ত রাস্তাঘাট যেগুলো কাঁচা রয়েছে ঢালাই করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। অন্যদিকে এই বিষয়ে ইংলিশ বাজার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজেশ পাল জানান, এলাকাবাসীদের দাবি মেনে আজ ঢালাই রাস্তার কাজ শুরু করা হয়েছে।

বড় সাফল্য, ডাকাতির আগেই ছক বানচাল করল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ আবারো বড় সাফল্য পেল মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। ডাকাতির আগেই ডাকাতির ছক বানচাল পুলিশের। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে রবিবার মধ্যরাতে মাটিগাড়ার ঠক্কর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় আনুমানিক ১০ থেকে ১২ জন ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়। গোপন সূত্রে মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশের কাছে খবর পৌঁছাতেই তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযান চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। যদিও বাকিরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ধৃত ব্যক্তিরা হল এমডি জাবেদ (২৩), সে মাটিগাড়া খালপাড়ার বাসিন্দা, চন্দন মোহন চৌধুরী (২৩) সে দেবিডাঙ্গার বাসিন্দা আর অপরজন কুনাল সিংহ (২৮) সে রাঙাপানি এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। ধৃত ব্যক্তিদের কাছ থেকে চুরির সাবলসহ বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার হয়। ইতিমধ্যেই পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। ধৃতদের সোমবার শিলিগুড়ি মহাকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

কোটি টাকা ব্যয়ে রাস্তার শিলান্যাস

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ পথশ্রী ৩ প্রকল্পের আওতায় এনে গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে ১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রায় ৪ কিলোমিটার রাস্তার শিলান্যাস করা হলো উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর ব্লকের পন্ডিত পোতা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের দাড়িভিট শিমুলতলা মোড় থেকে শ্যামনগর পর্যন্ত। জানা গেছে, দীর্ঘ প্রায় ৩৫ বছর থেকে বেহাল অবস্থায় ছিল এই রাস্তাটি। সোমবার এই রাস্তার উদ্বোধন করেন উত্তর দিনাজপুর জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কানাইলাল আগরওয়াল, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অজিত সরকার থেকে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেসের ইসলামপুরের ব্লক সভাপতি জাকির হোসেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে এই রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় ছিল। বারবার বিভিন্ন দপ্তরে গিয়েও কোন কাজ হয়নি। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কে জানিয়েছিলাম বিষয়টি। তারপর আজ রাস্তাটির শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে এতে আমরা খুশি। পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি জানিয়েছেন বিজেপির সাংসদ রয়েছে দেবশ্রী চৌধুরী বিগত পাঁচ বছরে এই এলাকায় আসেনি শুধু জয় শ্রীরাম বলেই ভোট নিয়ে নিয়েছে।

প্রৌঢ়ের দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ কোচবিহারের হলদিবাড়িতে প্রৌঢ়ের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম সন্তোষ মিত্র (৫৭)। তিনি হলদিবাড়ি পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের খুদিরামপল্লীর বাসিন্দা। ওয়ার্ড কাউন্সিলার অমিতাভ বিশ্বাস জানান, ওই প্রৌঢ় বাড়িতে একাই থাকতেন। সোমবার সকালে বাড়ির সিঁড়ি থেকে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হলদিবাড়ি থানার পুলিশ । তাঁকে হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। তদন্তে পুলিশ।

হাতির তাণ্ডবে নষ্ট হচ্ছে শস্য , বন দফতরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাড়ছে কৃষকদের

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর , ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ চন্দ্রকোনার ধামকুড়িয়া বিটের অধীন অযোধ্যা, ধামকুড়িয়া পানশিউলি, শোলাগেড়া-সহ বেশকিছু জায়গায় মাঠে বিঘার পর বিঘা জমির আলুর পাশাপাশি সদ্য লাগানো ধান জমি ও সবজি নষ্ট করেছে ২৪ টি হাতির দল। রবিবার রাতে চন্দ্রকোনার ধামকুড়িয়া জঙ্গল থেকে হাতির দল বেরিয়ে পানশিউলি, শোলাগেড়া হয়ে স্থানীয় মানুষদের বাধায় ধামকুড়িয়া মাঠ হয়ে চলে যায়। পাশের অযোধ্যার মাঠে সেখানে রাতে বিঘার পর বিঘা আলু জমিতে দাঁড়িয়ে থেকে আলু খাওয়া থেকে আলু জমি নষ্ট করে পুনরায় ধামকুড়িয়া জঙ্গলে প্রবেশ করে। বন দফতর জানায়, হাতির পাল বর্তমানে ধামকুড়িয়া বিটের ধামকুড়িয়া জঙ্গলে রয়েছে। ক্যামেরার সামনে প্রতিক্রিয়া দিতে না চাইলেও বন দফতর জানিয়েছে, হাতির দলকে আপাতত ড্রাইভ করে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। তারা আরও জানান, যে সকল চাষিদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আমরা সেগুলিও নজরে রেখেছি। হাতি অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হলেই ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে বন দফতর চাষিদের আবেদনের ভিত্তিতে সার্ভে করে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবে। হাতিকে নিয়ে বিগত কয়েকদিন ধরেই টানাপোড়েন চলছে। বন দফতরের তরফে একাধিকবার ড্রাইভ করে অন্যত্র হাতির দলকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হলেও তা সফল হয়নি। ফসল বাঁচানোর তাগিদে স্থানীয়দের ব্যারিকেড বা বাধায় হাতির পাল পুনরায় পুরানো রুট ধরে কখনও গড়বেতার আধারনয়ন বিট আবার কখনও পাশের চন্দ্রকোনার ধামকুড়িয়া বিটে প্রবেশ করছে। হাতির দল সন্ধ্যা হলেই চাষের জমিতে নেমে চাষের ফসল নষ্ট করছে দৈনিক, চাষিদের অভিযোগ বন দফতর হাতির দলকে অন্যত্র সরাতে না পারায় প্রতিদিনই কোনও না কোনও এলাকায় চাষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করছে। বন দফতরের উপরে রীতিমতো ক্ষোভ বাড়ছে চাষিদের। ক্ষয়ক্ষতির উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং দ্রুত হাতির দলকে এলাকা থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক চাইছেন কৃষকরা। ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে এখন দেখার হাতির দলকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে বনদফতর কি ভূমিকা নেয়। যদিও এই বিষয়ে চন্দ্রকোনা-২ ব্লকের বিডিও উৎপল পাইক জানান, বন দফতর চেষ্টা করছে হাতি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার। আমরা বন দফতরের সঙ্গে কথা বলে যোগাযোগ রেখে চলেছি। ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি ব্লক প্রশাসনও নজর রেখেছে যাতে চাষিরা ক্ষতিপূরণ পায় তা নিয়ে বন দফতরের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রেখে চলেছি। অন্যদিকে, ইঁদুরে নষ্ট করে দিচ্ছে জমির আলু,,,,, কেটে ফেলছে আলু গাছ এবং গর্তের ভেতরে লুকিয়ে রাখছে সদ্য ফলন্ত আলু। তাই দিশেহীন চাষিরা। সেরকমই জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের প্রসন্ননগর পাড়ার চাষি কিশোর কুমার বাড়ুরী এক সাক্ষাৎকারে জানালেন এবছর তিনি তার নিজস্ব দু বিঘা জমিতে জ্যোতি আলু চাষ করেছেন। কিন্তু আলু পূর্ণাঙ্গ ম্যাচিউরিটি না হতেই ইঁদুরে অত্যাচার শুরু হয়েছে। তিনি আরো বলেন একদিকে ইঁদুর আলু গাছ কেটে দিচ্ছে অন্যদিকে গর্ত করে লুকিয়ে রাখছে উৎপাদিত আলু। তাই দিশাহীন হয়ে পড়েছি আমরা। তিনি আরো বলেন এভাবে ইঁদুরে অত্যাচার করতে থাকলে আমাদের অনেকটাই ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় পড়ল পণ্যবোঝাই গাড়ি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ সাত সকালে ভয়াবহ দুর্ঘটনা জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়ক আসাম মোড়ে। প্রাণে বাঁচলো চালক এবং সহযোগী। রাজস্থান থেকে আসাম যাওয়ার পথে হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক রাস্তা থেকে উল্টে গিয়ে অপর আর এক রাস্তায় ছিটকে দুমড়ে মুছরে ভেঙে পড়ে পণ্য বোঝাই ছোট চার চাকার গাড়ি। দ্রুত গতিতে গিয়ে ভেঙে ফেলে লাইটের পোস্ট। প্রাণে বাঁচে চালক এবং সহযোগী। যদিও গাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় দুর্ঘটনায় সামান্য আহত হয়েছেন গাড়ির এক কর্মী। তদন্তে জলপাইগুড়ি ট্রাফিক পুলিশ।

ত্রিপাক্ষিক বৈঠক, খুলে গেল তিরহানা চা বাগান

দুরন্ত বার্তা, বাগডোগরা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের পর অবশেষে খুলে গেল বাগডোগরার তিরহানা চা বাগান। ১০৮ দিন পর সোমবার থেকে স্বাভাবিকের পথে বাগান। উল্লেখ্য, গত ১০ নভেম্বর বোনাস সমস্যার জেরে বন্ধ হয়েছিল বাগডোগরার তিরহানা চা বাগান। লকআউট নোটিশ ঝুলিয়ে বাগান বন্ধ করে দেয় বাগান কর্তৃপক্ষ। এরপর থেকেই বোনাস ও মজুরির দাবিতে একাধিকবার রাজ্য সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভে সামিল হয় শ্রমিকরা। অবশেষে ২৪ ফেব্রুয়ারি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়। বৈঠকের পর সোমবার থেকে খুলে যায় বাগান। এদিন বাগান খুললেও অধিকাংশ শ্রমিকেরা খুশি নন। তাদের অভিযোগ, বাগান খুললেও একমাস পর বোনাস ও মজুরি দেওয়ার কথা রয়েছে। এই একমাস কিভাবে চলবে। অন্যদিকে ১৮ শতাংশ বোনাস নিয়েও খুশি নন শ্রমিকেরা। এই বিষয়ে বাগানের সিনিয়র ম্যানেজার জানান, শ্রমিকদের বকেয়া বোনাস ও মজুরি আগামীতে ২ কিস্তিতে পরিশোধ করা হবে। এই সিদ্ধান্তেই বাগান খোলা হয়েছে। অন্যদিকে বাগানকে স্বাভাবিক রূপে ফেরানোর উদ্দেশ্য নিয়েই কাজ করার বার্তা দেন শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যরা।

১০ বছরেও নেই জেনারেটর, ইনভার্টারই ভরসা তপন ব্লকের হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর , ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন ব্লক আয়তনে সবথেকে বড় । তপন ব্লকের আয়তন ৪৪১.১০ স্কয়ার কিলোমিটার। ২০১১ জনগণনা অনুসারে ব্লকের জনসংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে তিন লাখ। এর অধিকাংশই তপশিলি জাতি, উপজাতি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং এই ব্লকের চিকিৎসা পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে তপন হাসপাতালের উপরে। জেলা স্বাস্থ্য দফতরের হিসাব অনুযায়ী তপন হাসপাতালেই সব থেকে বেশি সংখ্যায় প্রসূতি মায়েদের চিকিৎসা হয় এবং এখানেই সবথেকে বেশি প্রতিষ্ঠানিক প্রসব করানো হয়। তবুও এই গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালে গত দশ বছরে কোনও জেনারেটর পরিষেবা নেই বলে জানা গেছে। রাতে ওয়ার্ডগুলিতে ভরসা ইনভাটারের আলো। দীর্ঘদিন ধরে এই হাসপাতালে জেনারেটর কেন নেই তার সদুত্তর নেই প্রশাসনের কাছে। সাধারণ মানুষও জানে না কেন এই হাসপাতালে এতদিন ধরে ন্যূনতম পরিষেবা দেওয়া হয়নি। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক দাবি করছেন জেলা পরিষদের সঙ্গে কথা হয়েছে দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা হবে। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দারা সেই বিষয়েও নিশ্চিত হতে পারছেন না। কারণ এর আগেও বেশ কয়েকবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। সাধারণ অসুস্থতা থেকে শুরু করে প্রসূতি মায়েদের চিকিৎসা, সবকিছুর জন্যই সাধারণ মানুষ ছুটে আসেন এই হাসপাতালে। সাধারণ বাসিন্দাদের দাবি দ্রুত হাসপাতালে ন্যূনতম পরিষেবা চালু হোক। পাশাপাশি আরও কিছু চিকিৎসক দেওয়া হোক তপন হাসপাতালে এবং একটি জেনারেটরের ব্যবস্থাও করুক জেলা প্রশাসন। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ দাস জানিয়েছেন, 'দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সঙ্গে একাধিকবার মিটিং হয়েছে এবং জেলা পরিষদের ফান্ড থেকে এই জেনারেটর কেনার ব্যবস্থা হচ্ছে। খুব দ্রুত তপন হাসপাতালে জেনারেটর লাগানো হবে'।

পানীয় জলের সংকট! রাস্তায় জলের পাত্র রেখে পথ অবরোধ গ্রামবাসীদের

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া , ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ গরম পড়তে না পড়তেই এলাকায় জলকষ্টের আভাস। বাংলার লালমাটি অঞ্চলে এমনিতেই জলের সংকট। প্রতি গ্রীষ্মেই তার কিছু রকমফের ঘটে থাকে। ঘটনাস্থল পুরুলিয়ার মানবাজার শহর। এবার এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে পানীয় জল সরবরাহের দাবিতে মানবাজার- বরাবাজার রাজ্য সড়ক অবরোধ করলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এদিনের অবরোধের জেরে আটকে পড়ে বহু যানবাহন। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মানবাজার থানার পুলিস। অভিযোগ, দীর্ঘ কয়েকমাস ধরেই মানবাজারের উপরপাড়া-সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় পাইপ লাইনে পর্যাপ্ত জল সরবরাহ করা হচ্ছে না। এতে টানা জলসংকট দেখা দিয়েছে এই এলাকায়। পাইপ লাইন থেকে জল পড়ছে সুতোর মতো। বারবার বিভিন্ন জায়গায় আবেদন জানিয়েও কোনো সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ। এরই জেরে এলাকাবাসী একত্রিত হয়ে রাস্তায় জলের পাত্র রেখে পথ অবরোধ করেন। মানবাজার থানার পুলিস অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলে পর্যাপ্ত পানীয় জল সরবরাহের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেন তাঁরা। শীতের শুরুতেই পানীয় জলের সমস্যা দেখা দিয়েছিল সর্বত্র। একদিকে যেমন নদীর জল শুকিয়ে গেছে, তেমনই বাড়ির কুয়োর জলস্তরও একেবারে মাটিতে নীচে পৌঁছেছে। এতে বিভিন্ন চা-বাগান-সহ গ্রামীণ এলাকায় সাধারণ মানুষের সমস্যা বাড়ছে। যেমন একই ছবি মালবাজারে। পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে মালবাজার মহকুমার মেটেলি ব্লকের মাটিয়ালি বাতাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাতাবাড়ি এলাকায় পানীয় জল প্রকল্পের কাজের সূচনা হল আনুষ্ঠানিক ভাবে। এই প্রকল্পের কাজের সূচনা করলেন পঞ্চায়েত প্রধান দীপা মিজার, ছিলেন অন্যান্যরা। পানীয় জলের জন্য ওই এলাকার বাসিন্দাদের এতদিন কুয়োর জলই ছিল একমাত্র ভরসা। তা-ও আবার ক্রমশঃ শুকিয়ে যাচ্ছে কুয়োর জল। এই জল প্রকল্পের কাজ শেষ হলে বাসিন্দাদের পানীয় জলের সমস্যা দূর হবে বলে জানান এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যরা। জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের পক্ষ থেকে ওই এলাকার বাসিন্দাদের সুবিধার্থে বাড়ি- বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকার প্রায় ২০০ টি পরিবার পানীয় জলের সুবিধা পাবে বলে প্রশাসনিকসূত্রে জানানো হয়েছে। প্রায় দুমাসের মধ্যে বাড়ি- বাড়ি জল পৌঁছে যাবে বলে জানা গেছে। এই সময় মালবাজার মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা দেখা দেয়। বহু জায়গায় কুয়োর জল শুকিয়ে যায়। বাধ্য হয়ে অনেকে জল কিনে খান। আবার কেউ-কেউ দূর-দুরান্ত থেকে জল এনে খায়।

নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, মালদা , ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ঘর থেকে এক নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছাড়ল মালদার পুখুরিয়া থানার অন্তর্গত সম্বলপুর অঞ্চলের কদমতলী গ্রামে। বছর ১৫-র ওই নাবালিকা স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী। কি জন্য আত্মহত্যা তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুখুরিয়া থানার পুলিশ। জানা গেছে মৃত ওই নাবালিকার নাম জেসমিন খাতুন। বয়স ১৫ বছর। রবিবার নিজ ঘর থেকে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। তারপর পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে নিয়ে আসলে মৃত্যু নিশ্চিত করে চিকিৎসকরা। এরপর দেহ হেফাজতে নেই পুখুরিয়া থানার পুলিশ এবং সোমবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। পুলিশ ও আত্মীয়- পরিজন সূত্রে জানা গেছে, এই নাবালিকা গত প্রায় ২ মাস আগে বাড়ি থেকে চলে যায়। ঘটনায় সেসময় পুলিশের কাছে নিখোঁজের অভিযোগ দেয় পরিবারের সদস্যরা। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ব্যাঙ্গালোর থেকে এই নাবালিকা কে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দেয়। রবিবার বাড়ির সদস্যদের সাথে দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সবকিছু সাধারণ ভাবে ছিল এই নাবালিকা। কিন্তু হঠাৎ করে ওই নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ ঘরের মধ্যে ঝুলতে দেখেন পরিবারের সদস্যরা। উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে ।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ ৩১৬_২০২৩-২৪, তারিখ ২৩.০২.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/সি/হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেল স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ **সিনিয়র ডিইএন/এইচকিউ/হাওড়ার** অধীনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/এইচকিউ/হাওড়ার অধীনে নিউ কমপ্লেক্সে অফিসার রেস্ট হাউসে ঘর, করিডোরের সংস্কার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সহায়ক কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ২,২০,০২,৫২৮.৩৪ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,৬০,০০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** ০.০০। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** অ্যাকসেপ্ট্যান্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ৪ (চার) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিতমতো বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইট টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনও অফার জমা অনুমোদন করে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২০.০৩.২০২৪-এ দুপুর ২টা। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি পেমেন্ট ঃ ই-টেন্ডারিং সম্পর্কে, বায়নামূল্য জমার (ইএমডি) পেমেন্ট ও টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য, উক্ত ওয়েবসাইটে শুধুমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল) ওয়েবসাইটে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গ্রাহ্য হবে না। ম্যানুয়াল অফার অনুমোদন করা হবে না। (HWH-511/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

PUBLIC NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE SHARE CERTIFICATE(S) NO(S) 854542 TO 854543 & 1334202 TO 1334206 FOR 270 ORDINARY SHARES BEARING DISTINCTIVE NO(S) 109790632 TO 109790766 & 134544579 TO 134544713 OF ITC LIMITED STANDING IN THE NAME(S) OF DILIP KUMAR KHANDELWAL HAS / HAVE BEEN REPORTED LOST / STOLEN AND THAT AN APPLICATION FOR ISSUE OF DUPLICATE CERTIFICATE(S) IN RESPECT THEREOF HAS BEEN MADE TO THE COMPANY'S INVESTOR SERVICE CENTRE, ITC LIMITED 37, J L NEHRU ROAD, KOLKATA – 700071 TO WHOM OBJECTION, IF ANY, AGAINST ISSUANCE OF SUCH DUPLICATE SHARE CERTIFICATE(S) SHOULD BE MADE WITHIN 15 DAYS FROM THE DATE OF PUBLICATION OF THIS NOTICE. THE PUBLIC ARE CAUTIONED AGAINST DEALING IN ANY MANNER WITH THESE SHARES.

Place : Kolkata Place : 27-2-2024

PUBLIC NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE SHARE CERTIFICATE(S) NO(S) 59900, 126125, 193722 & 263551 FOR 1665 ORDINARY SHARES BEARING DISTINCTIVE NO(S) 95919131 TO 95919500, 2551392711 TO 2551392895, 3920324594 TO 3920325148 & 8111966820 TO 8111967374 OF ITC LIMITED STANDING IN THE NAME(S) OF VIJAY KUMAR VATAL JOINTLY WITH CHITRA VATAL (DECEASED) HAS / HAVE BEEN REPORTED LOST / STOLEN AND THAT AN APPLICATION FOR ISSUE OF DUPLICATE CERTIFICATE(S) IN RESPECT THEREOF HAS BEEN MADE TO THE COMPANY'S INVESTOR SERVICE CENTRE, ITC LIMITED 37, J L NEHRU ROAD, KOLKATA – 700071 TO WHOM OBJECTION, IF ANY, AGAINST ISSUANCE OF SUCH DUPLICATE SHARE CERTIFICATE(S) SHOULD BE MADE WITHIN 15 DAYS FROM THE DATE OF PUBLICATION OF THIS NOTICE. THE PUBLIC ARE CAUTIONED AGAINST DEALING IN ANY MANNER WITH THESE SHARES.

Place : Kolkata Place : 27-2-2024

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে মিল্ক স্টলের ব্যবস্থা করা

নংঃ সি/৪৭০/এপি/মিল্ক স্টল/২০২৩, তারিখ ঃ ২২-০২-২০২৪। ০৫ (পাঁচ) বছর সময়ের জন্য আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের আলিপুরদুয়ার জং., নিউ আলিপুরদুয়ার ও নিউ মাল জংশন স্টেশনে **"মিল্ক স্টলের ব্যবস্থা"**-র জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি। ক্র.নং. ১। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ** ২-সি-সিভি-এমএস-এনওকিউ-পিএফ-১-সি, স্থান ঃ পিএফ-১। **সংরক্ষিত মূল্য ঃ** ১,৮২,৬০০/-টাকা; **বায়নার ধনঃ** ১৯,০০০/- টাকা। ক্র.নং. ২। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ** ৩-সি-সিভি-এমএস-এপিডিজে-পিএফ-১-সি, স্থান ঃ পিএফ-১। **সংরক্ষিত মূল্য ঃ** ১,৬৭,০০০/-টাকা; **বায়নার ধনঃ** ১৭,৪০০/- টাকা। ক্র.নং. ৩। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ** ৪-সি-সিভি-এমএস-এনএমজেড-পিএফ-১-সি, স্থান ঃ পিএফ-১। **সংরক্ষিত মূল্য ঃ** ৮৭,১২০/-টাকা; **বায়নার ধনঃ** ৯,১০০/- টাকা। টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময় ১৫-০৩-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ১৫-০৩-২০২৪ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টা। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আইসিআইসিআই হোম ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড

রেজি অফিস আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক টাওয়ার্স, বান্দ্রা - কুরলা কমপ্লেক্স, মুম্বাই - ৪০০০৫১
কর্পোরেট অফিস - আইসিআইসিআই এইচএফসি টাওয়ার, আন্ধেরি-কুরলা রোড, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০৫৯

স্বর্ণ নিলাম বিজ্ঞপ্তি

এটি সাধারণভাবে জনসাধারণকে জানানোর জন্য যে, আইসিআইসিআই হোম ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড (আইসিআইসিআই এইচএফসি) নীচের অ্যাকাউন্টগুলিতে সোনার অলঙ্কার(গুলি) অঙ্গীকার নিলাম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেগুলি ওভারডিউ হয়ে গেছে বা যার ডিফল্ট বা মার্জিন লঙ্ঘন গ্রাহকদের আছে। সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণ গ্রহীতাদেরকে নোটিশ দেওয়া হল যাতে নিলামের তারিখ পর্যন্ত আরও সুদ এবং সমস্ত খরচ এবং আনুষঙ্গিক খরচ ইত্যাদির সাথে বকেয়া পরিমাণ (নীচে উল্লিখিত) পরিশোধ করতে হবে। ঋণগ্রহীতা(গুলি) / সহ-ঋণগ্রহীতা(গুলি) তাদের অলঙ্কার(গুলি) ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক, বেস শাখায় যাবেন যেখানে ঋণগ্রহীতা(গুলি) অলঙ্কারগুলি বন্ধক রেখেছিলেন বা সংশ্লিষ্ট শাখার উল্লিখিত মনোনীত কর্তৃপক্ষের নীচে উল্লিখিত নম্বরগুলিতে যোগাযোগ করুন (এস) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে, আইসিআইসিআই এইচএফসি নিলামের মাধ্যমে সাধারণভাবে জনসাধারণ / বিডারদের কাছে সোনার অলঙ্কার বিক্রি করবে। দুপুর সাড়ে ১২টার মধ্যে http://gold.samil.in বা https://egold.auctiontiger.net-এর মাধ্যমে অনলাইনে নিলাম অনুষ্ঠিত হবে দুপুর ৩.৩০ সোমবার, ১১ মার্চ, ২০২৪-এ।

শাখা - শিলিগুড়ি যোগাযোগ নম্বর - ৮৪৩৬৫৫৭৭৩৯ GL A/c - ১২০০০০৮০০১৫

বিক্রয়টি আইসিআইসিআই এইচএফসি দ্বারা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে এবং আইসিআইসিআই এইচএফসি-এর অনুমোদিত আধিকারিক আর কোনো কারণ ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত বিড প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

http://gold.samil.in বা https://egold.auctiontiger.net-এর মাধ্যমে অনলাইনে নিলাম অনুষ্ঠিত হবে, যদি কোনো কারণে নির্দিষ্ট তারিখে নিলাম সম্পন্ন না হয়, তাহলে নিলাম হবে পরবর্তী কর্মদিবসে পরিচালিত। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন, যদি থাকে, এবং বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলী, আমাদের ওয়েবসাইটে www.icicihfc.com-এ বিশদ আপডেট করা হবে।
এই বিষয়ে আর কোন যোগাযোগ জারি করা হবে না।

তারিখ ঃ ২৭.০২.২০২৪ স্বা / - অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী,
স্থানঃ শিলিগুড়ি আইসিআইসিআই হোম ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড

অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে ৫৫৩টি স্টেশনের শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী

মালিগাঁও, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি ভিডিও কনফারেন্সিঙের মাধ্যমে ৪১,০০০ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের ২০০০টি রেলওয়ে পরিকাঠামো

প্রকল্পের শিলান্যাস, উদ্বোধন ও দেশের প্রতি উৎসর্গ করেন। প্রায় ৫০০টি রেলওয়ে স্টেশন এবং ১৫০০ অন্য স্থান থেকে সংযুক্ত ‘বিকশিত ভারত বিকশিত রেলওয়ে’ অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন লক্ষাধিক মানুষ, দেশের সবচেয়ে সস্তা ও বহুল ব্যবহৃত পরিবহণ ব্যবস্থা তথা রেলওয়ের বিশাল পরিবর্তনের সাক্ষী হলেন তাঁরা। আজ, অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে ৫৫৩টি রেলওয়ে স্টেশনে শিলান্যাস করা হয়, যা এই স্টেশনগুলিতে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির যাত্রীদের জন্য বিমানবন্দরের মতো আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সহ পুনর্বিকশিত করা হবে। যেহেতু আমজনতার কাছে রেলওয়ে সহজ যাতায়াতের প্রধান পথ হয়ে উঠেছে, তাই যানজট হ্রাস করতে, সুরক্ষা ও সংযোগ বৃদ্ধি করতে, ক্ষমতা এবং রেল যাতায়াতের দক্ষতা উন্নত করতে ১৫০০ রোড ওভার ব্রিজ এবং আন্ডারপাস প্রকল্পের শিলান্যাস করা হয়। উত্তর প্রদেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গোমতি নগর রেলওয়ে স্টেশনের উদ্বোধন করেন। অভূতপূর্ব গতি ও কর্ম সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে নতুন যুগের ভারত এটিকেও বিশ্বমানের মানদণ্ডে গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী খুশি প্রকাশ করে বলেন যে আগামী দিনে অমৃত ভারত স্টেশন বিকাশ ও উত্তরাধিকারের প্রতীক হয়ে উঠবে। বিগত ১০ বছরে বিকশিত ভারতের সৃষ্টি বিশেষভাবে রেলওয়েতে ফুটে উঠেছে। তাই ২০০০টি প্রকল্প একইসাথে চালু করা হলো, রেলওয়ে পরিকাঠামোর এক বিশাল রূপান্তরের সাক্ষী হলো ভারত।

৫৫৩টি রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে আজ প্রধানমন্ত্রী এই অঞ্চলের যাত্রীদের জন্য রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের গুরুত্বের উপর জোর দিতে আনুমানিক ৬৮৫.৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৩টি রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্বিকাশের জন্য শিলান্যাস করেন। এই ২৩টি স্টেশনের মধ্যে অসমের ১১টি স্টেশন যথাক্রমে হয়বরগাঁও, গহপুর, হারমতি, মাজবাট, পাঠশালা, টংলা, ওদালগুড়ি, বিশ্বনাথ চারিআলি, মুর্কংসেলেক, নর্থ লখিমপুর ও সিলাপাথার, বিহারের ০৩টি যথাক্রমে আরারিয়া কোর্ট, লাভা, সালমারি এবং পশ্চিমবঙ্গের ০৬টি স্টেশন বালুরঘাট, ভালুকা রোড, হরিশ্চন্দ্রপুর, কুমেদপুর জং., মালদা কোর্ট এবং শিলিগুড়ি জং. এবং ত্রিপুরার আগরতলা, মিজোরামের সাইরাং এবং সিকিমের রংপো স্টেশন। এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনুমানিক ১১১.৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে ০৫টি রোড আন্ডার ব্রিজ, ০২টি রোড ওভার ব্রিজের শিলান্যাস এবং একটি আন্ডারপাস উসর্গ করেন। আন্ডারপাসগুলি বরগাঁও রোড, তাহুরা, ননকে বঙ্গালি এবং ধেমাজি বাড়িতে দুটি নির্মাণ করা হবে। এছাড়াও, ০২টি রোড ওভার ব্রিজ বিহারের বেলাউরি ও দাইচান গেটে নির্মাণ করা হবে। এছাড়াও, ২০৪৭-এর উন্নত দেশ ও উন্নত রেলওয় থিমের অধীনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন স্থানে ১০০০ জন স্কুল পড়ুয়াকে পুরস্কৃত করা হয়। ভারতীয় রেলওয়ে যাত্রীদের জন্য শুধুমাত্র পরিবহণের একটি ব্যবস্থা নয়, বরং এর পাশাপাশি দেশের কৃষি ও শিল্পের অগ্রগতির জন্য সর্ববৃহ পণ্য পরিবাহীও। দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের মতো নতুন নতুন অঞ্চলে নতুন লাইন স্থাপন এবং রেল সংযোগের কাজ গ্রহণের গতি দ্বিগুণ করা হয়েছে এবং ২,৫০০ কিমি ডেডিকেটেড পণ্য করিডোর দেশের মধ্যে কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক সংযোগ সৃষ্টিকে উসাহিত করবে। পরিকাঠামোর তৈরিতে ব্যয় করা প্রত্যেকটি পয়সা উপার্জনের নতুন উৎস এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।

বন্য প্রাণীর মাংস সহ গ্রেফতার ২

সিওনি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ মধ্যপ্রদেশের সেওনি জেলা থেকে বন্য প্রাণীর মাংসসহ ২জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সোমবার এক পুলিশ আধিকারিক এই তথ্য জানিয়েছেন।এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, মধ্যপ্রদেশের বন বিভাগ সিওনি জেলায় বন্য প্রাণীর মাংস ও প্রাণীর শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রাখার অভিযোগে ১ প্রাক্তন পুলিশকর্মী এবং অন্য ১ জনকে গ্রেফতার করেছে। ফরেস্ট রেঞ্জ আধিকারিক রাহুল ধারু জানিয়েছেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জবলপুরের টাইগার স্ট্রাইক ফোর্স এবং স্থানীয় বন বিভাগের একটি দল রবিবার রাতে করঞ্জমারা গ্রামের একটি খামারে অভিযান চালায়। সেখানেই তাঁরা একটি খামার থেকে বন্য প্রাণীর মাংস ও শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উদ্ধার করেছেন। সেখানে তাঁরা একটি ভাল্লুকের চামড়া ও তার শরীরের অংশ, একটি বন্য শুয়োরের মাথা এবং ৩ কেজি চিতলের মাংস উদ্ধার করেছেন বলে জানান রাহুল ধারু। ধৃতদের ২জনের মধ্যে ১জন প্রাক্তন পুলিশকর্মীও রয়েছেন।

যতীন দাস পার্ক মেট্রো স্টেশনে ফায়ার ট্রেনিং প্রোগ্রামের আয়োজন

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ মেট্রো রেলওয়ে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা এবং যত্ন নেয়। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেলওয়ে নিয়মিতভাবে অগ্নিকাণ্ডের মতো কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে 'শহরের লাইফলাইন'-এ গৃহীত নিরাপত্তা পরিমাপগুলি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে। মেট্রো চত্বরে যে কোনও অগ্নিকাণ্ডের জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় মেট্রো কর্মীদের প্রস্তুতি পরীক্ষা করার জন্য কর্মীদের দক্ষতা বাড়াতে নিয়মিত অগ্নি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। যতীন দাস পার্ক মেট্রো স্টেশন এবং যতীন দাস পার্ক ইলেকট্রিক সাব স্টেশনে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে মেট্রো কর্মীদের জন্য এরকম একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে, মেট্রো কর্মীদের বিভিন্ন অগ্নি ও ধোঁয়া অবস্থার অনুকরণের মাধ্যমে শিখা নিভানোর জন্য কীভাবে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রগুলি পরিচালনা করতে হয় সে সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। এটা প্রত্যাশিত যে এই ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী মেট্রোমেনের দক্ষতা এবং সতর্কতাকে তীক্ষ্ণ করবে যে কোন জরুরী পরিস্থিতিতে সাড়া দিতে এবং তাড়াতাড়ি স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে।

৫৫৪টি রেলস্টেশন,১৫০০ টিরও বেশি সড়ক ওভার ব্রিজ আন্ডারপাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

গোরখপুর, ২৬ ফেব্রুয়ারীঃ ২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪-এ ৫৫৪টি রেলস্টেশন এবং ১৫০০ টিরও বেশি সড়ক ওভার ব্রিজআন্ডারপাসের পুনঃ উন্নয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী কর্তৃক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উদ্বোধন এবং জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা। অমৃত স্টেশন প্রকল্প। এই উপলক্ষে, খলিলাবাদ রেলওয়ে স্টেশনে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে, এন ই রেলওয়ে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রেলওয়ে কলোনি জাতেপুর, গোরখপুরের ১১ জন ছাত্রীকে মাননীয় সাংসদ, সন্ত কবিরনগর, শ্রী প্রবীণ কুমার নিষাদ শংসাপত্র দিয়ে সম্মানিত করেছেন। এটি উল্লেখযোগ্য যে '২০৪৭ সালে ভারতের উন্নত রেলওয়ে' বিষয়ের উপর, কবিতা আবৃত্তি, প্রবন্ধ রচনা, চিত্রাঙ্কন, গল্প লেখা, সাধারণ জ্ঞানকুইজ এবং বিতর্ক প্রতিযোগিতা রেলওয়ে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় রেলওয়ে কলোনি, জাতেপুর, গোরখপুরে আয়োজিত হয়েছিল। যেখানে সফল অংশগ্রহণকারীদের আজ সনদ প্রদান করা হয়। সিবিএসই বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত এই ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ২০২৪-২৫ সেশনের জন্য ৬ থেকে ১১ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র বিতরণ করা হচ্ছে। ভর্তির ফর্মটি স্কুল থেকে যে কোনও কার্যদিবসে সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ০২ টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে এবং ১৯ মার্চ, ২০২৪ এর মধ্যে আবেদনপত্র সম্পূর্ণভাবে পূরণ ও জমা দেওয়া যাবে। প্রবেশিকা পরীক্ষা ২১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সকাল ১০,০০ থেকে ১১,৩০ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। এই বিদ্যালয়ে দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষক দ্বারা অশিক্ষার কাজ করা হয়। সিসিটিভি অডিও এবং ভিডিও দিয়ে সজ্জিত এই স্কুলে একটি আধুনিক লাইব্রেরি, পরীক্ষাগার এবং খেলার মাঠ রয়েছে।

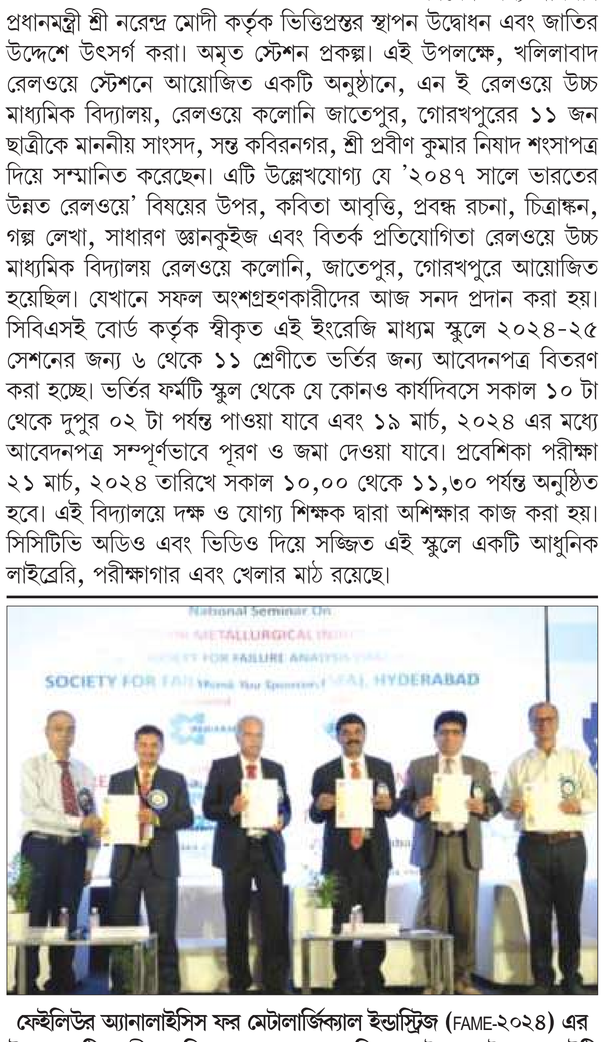

ফেইলিউর অ্যানালাইসিস ফর মেটালার্জিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ (FAME-২০২৪) এর উপর একটি জাতীয় সেমিনার ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি নভোটেল হোটেলে সোসাইটি অফ ফেইলিউর অ্যানালাইসিস (SFA-India) দ্বারা আয়োজিত হয়েছে।

রেল সম্পর্কিত চিত্রাঙ্কন ও প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কৃত করলেন রাজ্যপাল আনন্দ বোস

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারী ঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ (২৬.০২.২০২৪) ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রায় ২০০০ রেলওয়ের গঠনমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উদ্বোধন জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলেন, যার আনুমানিক খরচ প্রায় ৪১০০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে পূর্ব রেলের চারটি ডিভিশনের মোট ২৮ টি স্টেশনের পুনর্বিকাশ এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন অমৃত ভারত স্টেশন যোজনার আওতায়। এই উপলক্ষে ব্যান্ডেল স্টেশনেও একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় যেখানে পশ্চিমবঙ্গের মহামান্য রাজ্যপাল ডঃ সি. ভি. আনন্দ বোস , পূর্ব রেলের মহাপ্রবন্ধক শ্রী মিলিন্দ কে. দেওস্কর উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে চিত্রাঙ্কন ও প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। মহামান্য রাজ্যপাল ডঃ সি. ভি. আনন্দ বোস এই প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন। এছাড়াও তিনি রেল কর্মচারীদের কাজে খুশি হয়ে ৫ জন রেল কর্মচারীকে রাজভবনে আমন্ত্রণ জানান। পাশাপাশি তিনি

দেন। তিনি ঘোষণা করেন যে , সমস্ত বিজয়ী প্রতিযোগীদের তিনি ৫০০০ টাকা করে পুরস্কার রেল সুরক্ষা বাহিনীর ব্যান্ডবাদকদের উপহার দিয়ে উৎসাহিত করেন।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

প্রধানমন্ত্রী ৪৬টি অমৃত স্টেশনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি ভিডিও কনফারেন্সিঙের মাধ্যমে ৪১,০০০ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের ২০০০টি রেলওয়ে পরিকাঠামো প্রকল্পের শিলান্যাস, উদ্বোধন ও দেশের প্রতি উৎসর্গ করেন।এই অনুষ্ঠান চলাকালীন, অমৃত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের ৪৬টি স্টেশনের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল। এর থেকে আপ্রাত, এসইআর-এ ১০৮টি রোড ওভারব্রিজ এবং আন্ডারপাসের জন্য উদ্বোধন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এই সংযোগে, এসইআর এখতিয়ারের আদ্রা, খড়গপুর, চক্রধরপুর এবং রাঁচির সমস্ত চারটি বিভাগের ১৪১টি স্থানে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। শ্রী সি পি রাধাকৃষ্ণন, ঝাড়খণ্ডের মাননীয় রাজ্যপাল টাটানগর রেলওয়ে স্টেশনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রী অনিল কুমার মিশ্র, জেনারেল ম্যানেজারএসইআর, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার চক্রধরপুর, রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এসইআর এখতিয়ারের উপর অন্যান্য স্থানেও বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল এবং এতে মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় সাংসদ, মাননীয় বিধায়ক, অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বিপুল সংখ্যক উৎসাহী স্থানীয় লোকজন উপস্থিত ছিলেন। উপরোক্ত কর্মসূচির সাথে সম্পর্কিত, এসইআর-এর চারটি বিভাগ দ্বারা বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২০৪৭ কে ভিক্সিট ভারত কা ভিক্সিট রেল বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতার

আয়োজন করা হয়েছিল। আজ (২৬.০২.২০২৪) বিভিন্ন স্থানে ১,০০০ টিরও বেশি বিজয়ীকে সম্মানিত ব্যক্তিরা পুরস্কৃত করেছেন।পশ্চিমবঙ্গের ২২টি অমৃত স্টেশনের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল যার মোট আনুমানিক খরচ ৫৯৭.১৫ কোটি। অমৃত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে পশ্চিমবঙ্গের ২২টি স্টেশনগুলি পুনর্নির্মাণ করা হবে, আদ্রা, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, পুরুলিয়া, জয়চণ্ডী পাহাড়, বার্নপুর, খড়গপুর, মেচেদা, তমলুক, ঝাড়গ্রাম, বাগনান, মেদিনীপুর, উলুবেড়িয়া, আন্দুল, পাঁশকুড়া, হিজলি, বেলদা। , দীঘা, হলদিয়া, সুইসা, তুলিন ও ঢালিদা। অধিকন্তু, পশ্চিমবঙ্গে ৪১টি রোড ওভারব্রিজ আন্ডারপাসের জন্য মোট আনুমানিক খরচ হল ৪৯২.০৫ কোটি। ঝাড়খণ্ডের ১৮টি অমৃত স্টেশনের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল যার মোট আনুমানিক খরচ ৫৭৮.৯৫ কোটি। অমৃত স্টেশন স্কিমের অধীনে ঝাড়খণ্ডের ১৮টি স্টেশন পুনর্নির্মাণ করা হবে, তা হল, টাটানগর, চক্রধরপুর, গামহারিয়া, সিনি, চাইবাসা, ডাঙ্গোয়াপোসি, বড়জামদা, বালসিরিং, বানো, গঙ্গাঘাট, রামগড় ক্যান্ট, গোবিন্দপুর রোড, ওড়গা, মুরি, সিলি, লোহার, লোহার। এবং নামকম। অধিকন্তু, ঝাড়খণ্ডে ৪৪টি রোড ওভারব্রিজ আন্ডারপাসের জন্য মোট আনুমানিক খরচ হল ৫৪৬.০১ কোটি টাকা।মোট আনুমানিক ২৪০.৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে ওড়িশার ৬টি অমৃত স্টেশনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল। অমৃত স্টেশন স্কিমের অধীনে উড়িষ্যার ৬টি স্টেশন পুনর্বিকশিত হবে, বিমলাগড়, জারোলি, রায়রাংপুর, পানপোশ, বলেশ্বর এবং বেতনোটি। অধিকন্তু, ওড়িশায় ২৩টি রোড ওভারব্রিজ আন্ডারপাসের জন্য মোট আনুমানিক খরচ হল ১৯২.৪১ কোটি টাকা।

মহেশতলায় এসবিআই লাইফ ইনশিওরেন্স-র নতুন শাখা

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারতের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বেসরকারি জীবন বিমা কোম্পানিগুলোর অন্যতম, এসবিআই লাইফ, বিমাকে ক্রেতাদের আরও বেশি নাগালে আনার প্রতি দায়বদ্ধতা আরও জোরদার করতে নতুন শাখা অফিস খুলল পশ্চিমবঙ্গের মহেশতলায়। এর নতুন শাখার ঠিকানা, ১ম তল, গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্ট, ওয়ার্ড নং ৩১, বিবিটি রোড, নুঙ্গি মোড়, পোস্ট বাটানগর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৪০। জয়ন্ত পাণ্ডে, রিজিওনাল ডিরেক্টর-বেঙ্গল রিজিয়ন, এসবিআই লাইফ ইনশিওরেন্স এই নতুন শাখা অফিসের উদ্বোধন করেন।

Name Change

I RANDHIR KUMAR RAI, S/O FULESH RAI, R/O 4 NO, RAILWAY GATE, NORTH BASUDEBPUR, WATER TANK, KAMARHATI (M), BELGHARTA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700056, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RANDHIR RAI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/02/2024, THAT RANDHIR RAI AND RANDHIR KUMAR RAI ALL ARE THE SAME AND ONE .IDENTICAL PERSON

Name Change

I ARATI MAJUMDER, C/O LATE JAGADISH MAJUMDAR, R/O PRATAP NAGAR, GANADIPAYAN, JANAPNUL, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743263, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARATI MAJUMDAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/02/2024, THAT ARATI MAJUMDER AND ARATI MAJUMDAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I RANJIT CHATTERJEE, S/O ADINATH CHATTERJEE, R/O 61, H.C.DUTTA ROAD, PANIHATI SUKCHAR, NORTH 24 PARGANAS,PIN-700115, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RANAJIT CHATTERJEE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/02/2024, THAT RANAJIT CHATTERJEE AND RANJIT CHATTERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I DILIP KUMAR SAMANTA, S/O ASHIWINI SAMANTA, R/O BASANCHAK, PS BHABANI, EAST MEDINIPUR, PIN-721654, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DILIP SAMANTA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/02/2024, THAT DILIP KUMAR SAMANTA AND DILIP SAMANTA, ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I PRODYUT KAYAL, S/O BISHNUPADA KAYAL, R/O VILL KODACIA, PO KODALIA SHIBPUR, DIAMOND HARBOUR, PIN-743368, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRADYUT KAYAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/02/2024, THAT PRODYUT KAYAL AND PRADYUT KAYAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I ASHIM DUTTA, C/O SHUSHIL DUTTA, R/O 255/22, PURBA KALIKAPUR, PO & PS BARASAT, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700124, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHIM KUMAR DUTTA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/02/2024, THAT ASHIM DUTTA AND ASHIM KUMAR DUTTA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SHAIKH AJGAR, S/O SK AYUB, R/O DURGAPUR, SAGARESWAR, EAST MEDINIPUR, PIN-721446, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK AJGAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/02/2024, THAT SK AJGAR AND SHAIKH AJGAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I ASHOK AGARWAL, C/O OM PRAKASH AGARWAL, R/O 134B, BELIAGHATA ROAD, SUNRISE TOWER 1, 7TH FLOOR , PO TANGRA, KOLKATA -700015, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHOK KUMAR AGARWAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/02/2024, THAT ASHOK KUMAR AGARWAL AND ASHOK AGARWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I BHAWANI PRASAD SHARMA, S/O ARICHI CHANDRA SHARMA, R/O JAMIDARGURU HATIGHISA DARJEELING-734429, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BHABANI PRASAD SHARMA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/02/2024, THAT BHABANI PRASAD SHARMA AND BHAWANI PRASAD SHARMA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I NAJIYA KHATOON, W/O MOHAMMAD JALALUDDIN, R/O H NO 35, CHATNIYADAH, KOHBARWA, GANWAN, PO PIHRA, GIRIOIH, JHARKHAND -815313, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NAJIMA KHATUN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/02/2024, THAT NAJIMA KHATUN AND NAJIYA KHATOON ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, BAPI DEY AND BAPI KUMAR ASHOK KUMAR DEY, SON OF ASHOKKUMAR SIBENDRANATH DEY @ ASHOK KUMAR DEY, RESIDING AT 789/B/10 KALYANGARH, PS-ASHOKNAGAR, NORTH 24 PARGANAS - 743272, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BAPI KUMAR DEY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/02/2024.THAT BAPI DEY AND BAPIKUMAR ASHOKKUMAR DEY AND BAPI KUMAR DEY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I FARZANA HAYDAR(OLD NAME) W/O ABDUL WASIM, R/O 23/1A, TALTALA LANE, PS TALTALA, PIN-700016, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FARZANA WASIM(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/01/2014, THAT FARZANA HAYDAR AND FARZANA WASIM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I AKBAR ALI, S/O LATE GIYASUDDIN, R/O SHITALPUR, PO DAHUA, PS HARISHCHANDRAPUR, DIST MALDA, PIN-732125, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS EKABAR ALI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/02/2024, THAT AKBAR ALI AND EKABAR ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SANTOSH CHOWDHURY, C/O KRISNNABANDNU CHOWDHURY, R/O VILL RAMKRISHNA PALLY, PO BONGAON, PIN-74325, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANTOSH KUMAR CHOWDHURY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/02/2024, THAT SANTOSH CHOWDHURY AND SANTOSH KUMAR CHOWDHURY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Priyashree Das (old name) D/O Paritosh Das, residing at 182, Kanungo Park Garia Srirampur, P.O.- Garia, P.S.- Patuli, Kolkata- 700084, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Priyasree Das (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/02/2024. Priyasree Das (new name) and Priyashree Das (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Md Mehedi Masud Gazi (old name) S/O Islam Gazi, Presently residing at Vill- Dholtukari, P.O.- Hasnabad, P.S.- Hasnabad, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743426, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mehedi Masud Gazi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 26/02/2024. Mehedi Masud Gazi (new name) and Md Mehedi Masud Gazi (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Sanghita Kundu (old name) W/O Aritra Majumder, Presently residing at Kalyan Nagar, Haripara, P.O.- Kalyan Nagar, Pansila, P.S.- Rahara, Dist- Barrackpore, Pin- 700112, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sanghita Kundu Majumder (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 26/02/2024. Sanghita Kundu Majumder (new name) and Sanghita Kundu (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Julfikar Ali Mondal declare that my and my father said name Zulfikar Ali Mondal S/O Abdul Barik Mondal (old name), residing at T-169/6, Mithatalaw Lane, Murry Road, P.O.- Bartala, P.S.- Rajabagan, Kolkata- 700018, West Bengal, India, have changed my and my father name to (shall henceforth be known as) Julfikar Ali Mondal S/O Abdul Bari Mondal (new name) vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore (South 24 Pgs) on 19/02/2024 and Julfikar Ali Mondal (new name) and Zulfikar Ali Mondal (old name) both are same identical person (myself). Abdul Bari Mondal (new name) and Abdul Barik Mondal (old name) both are same identical person (my father).

Name Change

I, Md Islam Gazi (old name) S/O Alem Gazi, Presently residing at Vill- Dholtukari, P.O.- Hasnabad, P.S.- Hasnabad, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743426, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Islam Gazi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 26/02/2024. Islam Gazi (new name) and Md Islam Gazi (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Niyaz Ahmed (old name) S/O Late Gholam Rasul, Presently residing at 34A Topsia Road, Gobinda Khatick Road, Kolkata - 700046, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Niaz Ahmed (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 26/02/2024. Niaz Ahmed (new name) and Niyaz Ahmed (old name) both are same identical person.

Name Change

: I, Jakir Meddya (old name) S/O Sk Kobad, Presently residing at Vill- Middya Para, P.O.- Dakshin Santoshpur, Dist- Howrah, Pin- 711404, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sekh Jakir (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 26/02/2024. Sekh Jakir (new name) and Jakir Meddya (old name) both are same identical person.

Name Change

I DEBANKAN DATTA, S/O DEBABRATA DUTTA, R/O ASHOK COLONY, PO NABAPALLY BARASAT, PS BARASAT, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700126, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBANKAN DUTTA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/02/2024, THAT DEBANKAN DATTA AND DEBANKAN DUTTA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Suchanda Biswas (old name) W/O Satyajit Biswas, Presently residing at 44/21B. B. T Road, P.O.- Sinthi, P.S.- Baranagar, Barrackpore, Dist- North 24 Pgs, Pin- 700050, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Suchanda Paul (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 26/02/2024. Suchanda Paul (new name) and Suchanda Biswas (old name) both are same identical person.

Name Change

I,SUBHENDU JANA, RESIDING AT KANDARPAPUR,PO-CONTAI ,EAST MEDINIPUR - 721401, WEST BENGAL.THAT MY FATHER NAME WRONGLY RECORDED IN MY PASSPORT AS SANKAR KUMAR JANA. THAT SANKAR KUMAR JANA AND SANKAR JANA ALSO SHANKAR JANA ONE AND SAME IDENTICAL PERSON VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/02/2024.

Name Change

I, (Old Name) ABDUL LOTIB SK S/o- KAJEM SK, Residing at Vill- Hasanpur, Post- Hasanpur, Ps - Bhagwangola, Dist- Murshidabad, Pin- 742302, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ABDUL LOTIB SK To ABDUL LATIB SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ABDUL LATIB SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 15/02/2024, ABDUL LATIB SK and ABDUL LOTIB SK both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) RABIUL SEIKH S/o- SERFUL SEIKH, Residing at, Vill- Baruipara, Post- Baruipara, Ps - Hariharpara, Dist- Murshidabad, Pin- 742165, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from RABIUL SEIKH To RABI SEIKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) RABI SEIKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 15/02/2024, RABI SEIKH and RABIUL SEIKH both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) KHUKUMANI BIBI W/o- RIYAJUL HAQUE, Residing at, Vill- Kastodanga, Post- Kastodanga, Ps - Haringhata, Dist- Ranaghat, Pin- 741257, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from KHUKUMANI BIBI To KHUKUMANI KHATUN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) KHUKUMANI KHATUN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 15/02/2024, KHUKUMANI KHATUN and KHUKUMANI BIBI both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) EDRIS MONDAL S/o- ALAM MANDAL, Residing at, Vill- Kastodanga, Post- Kastodanga, Ps - Haringhata, Dist- Ranaghat, Pin- 741257, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from EDRIS MONDAL To IDRISH MONDAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) IDRISH MONDAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 15/02/2024, IDRISH MONDAL and EDRIS MONDAL both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) ASHOK SAHA S/o- JOGESH CHANDRA SAHA, Residing at, Vill- Haripur gopi, Post- Kahala, Ps - Ratua, Dist- Malda, Pin- 732205, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ASHOK SAHA To ASHOK KUMAR SAHA (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ASHOK KUMAR SAHA in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 15/02/2024, ASHOK KUMAR SAHA and ASHOK SAHA both are Same and one identical person.

Name Change

I, KAKALI KARMAKAR W/o- SANTOSH KARMAKAR, Residing at, Vill- Regent park, Post- Malda, Ps - Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732101, West Bengal. That my Son's (Old name) SAGNIK KARMAKAR Do hearby declare that I have Changed my Son's name from SAGNIK KARMAKAR To KAUSTAV KARMAKAR (New name) and hence forth I Shall be Known as my Son's (New name) KAUSTAV KARMAKAR in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Malda court 15/02/2024, KAUSTAV KARMAKAR and SAGNIK KARMAKAR both are Same and one identical person.

Name Change

I, Alokesh Chanda (New Name) S/o Paramesh Chanda, resident of A/6, Panchasayar, P.S- Panchasayar, Kolkata – 700094 have changed my name from Alokesh Chandra Chanda (old Name) to Alokesh Chanda (New Name) and henceforth shall be known as Alokesh Chanda vide affidavit dated 26.02.2024 before the Notary Public at Kolkata. Alokesh Chanda and Alokesh Chandra Chanda is the same and one identical person.

Name Change

I, previously Called,SUPRIYA BHATTACHARJEE,(old name) D/o,Late HARIPADA BHATTACHARJEE wife of Late KHALID AHMED PARVEZ, residing at 28C Elliot Road Kolkata-700016.P.S. Park Street ,W.B. I have changed my name as HENA PARVEZ after marriage so that SUPRIYA BHATTACHARJEE and HENA PARVEZ both are same and one identical person not a different person.by the notary public affidavit at Kolkata on-26/02/2024.

Name Change

I, BANDANA CHOUDHURY @ VANDANA CHOWDHURY(old name) W/O OM PRAKASH CHOWDHURY resident of 199, Barasat Road, PS-Titagarh, North 24-Parganas, Pin-700122 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) VANDANA CHOUDHURY, vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 26/02/2024. BANDANA CHOUDHURY, VANDANA CHOWDHURY and VANDANA CHOUDHURY all are same and one identical person.

হাইড্রেনের কাজ দ্রুত গড়ে তোলার দাবিতে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ সামান্য বৃষ্টি হলেই জাতীয় সড়কে জমে যাচ্ছে জল । যার ফলে যানবাহন চলাচলের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে। এমনকি দুর্ঘটনাও ঘটছে। এরই প্রতিবাদ জানিয়ে সোমবার হরিশ্চন্দ্রপুরের রহমতপুর পূর্বপাড়া এলাকার ৮১ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা । এদিন হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের রহমতপুর পূর্বপাড়া এলাকার জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন গ্রামবাসীরা । প্রায় এক ঘন্টা ধরে চলে এই অবরোধ । পড়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। পরে পুলিশি আশ্বাসের বিক্ষোভকারীরা অবরোধ তুলে দেন। এদিন বিক্ষোভকারী গ্রামবাসী রবিউল হক, রাজু শেখদের বক্তব্য, এই এলাকার সড়ক যখন সংস্কার করা হচ্ছিল, সেই সময় রাস্তার দুই ধারে হাইড্রেন তৈরির কোথাও জানিয়েছিল জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। কিন্তু তারপরে আর কোনো কাজ হয়নি। এখন সামান্য বৃষ্টিতে এই এলাকার রাস্তায় অনেকটাই জল জমে থাকছে। পথ দুর্ঘটনাও ঘটছে। গ্রামবাসীদের চলাচলের ক্ষেত্রেও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট এলাকার জাতীয় সড়কের দুই ধারে হাইড্রেন যাতে করা হয়, সেই দাবি নিয়ে এদিন পথ অবরোধ করা হয়েছে। যদিও পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। ভিঙ্গোল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বর্ষা বসাক জানিয়েছেন, বিষয়টি সম্পূর্ণ জাতীয় কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ রয়েছে। ফলে এখানে পঞ্চাযেতের কোন ভূমিকা নেই। তবে গ্রামবাসীদের দাবি ন্যায্য । আমরা চাই অবিলম্বে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট এলাকার সড়কের দুই ধারে হাইড্রেনের কাজ দ্রুত গড়ে তুলুক।

'অমৃত ভারত' স্টেশন প্রকল্পে আধুনিক হচ্ছে 'মালদা কোর্ট স্টেশন'

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ 'অমৃত ভারত' স্টেশন প্রকল্পে আধুনিক হচ্ছে ইতিহাসের স্মৃতি বিজড়িত 'মালদা কোর্ট স্টেশন'। বরাদ্দ ৯ কোটি টাকারও বেশি। সোমবার ভার্চুয়ালি এই স্টেশনের আধুনিকীকরণ প্রকল্পের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই প্রকল্পে ঢেলে সাজানো হবে মালদা কোর্ট স্টেশন। প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি, নতুন প্ল্যাটফর্ম তৈরি, যাত্রীদের জন্য অত্যাধুনিক শৌচাগার, প্রতীক্ষালয়, বসার জায়গা হবে মালদা কোর্ট স্টেশনে। এর পাশাপাশি আরও আলোক উজ্জ্বল এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটানো হবে। আগামী এক বছরের মধ্যেই এই কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্র নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, শতাব্দী প্রাচীন মালদা কোর্ট স্টেশন তৈরি হয় ১৯০৪ সালে। স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় এই স্টেশন হয়ে যাতায়াত করেছেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। এই স্টেশনের প্রতীক্ষালয়ে রাত কাটানোর নজির রয়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। এই স্টেশনের সঙ্গে বাংলাদেশে পণ্যবাহী ট্রেন যোগাযোগ চালু রয়েছে। বর্তমানে তিনটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলে মালদা কোর্ট স্টেশন ব্যবহার করে। ভবিষ্যতে অমৃত ভারত স্টেশনে অন্তর্গত পরিকাঠামো বৃদ্ধির কাজ শেষ হলে এই স্টেশনে নতুন ট্রেন বৃদ্ধির পথ সুগম হবে বলে আশা রেল কর্তৃপক্ষের।

বীরভূমে ভাঙন, বিজেপিতে এলেন কেষ্টভূমের তৃণমূল যুব নেতা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ শিয়রে লোকসভা ভোট। তার আগেই কেষ্ট-হীন বীরভূমে শাসক শিবিরে ভাঙন ধরাল বিজেপি। যুব তৃণমূলের খয়রাশোল ব্লক সভাপতি নীলমাধব চৌধুরী এবার ভোটের মুখে যোগ দিলেন গেরুয়া শিবিরে। বিজেপির দাবি, নীলমাধব চৌধুরীর সঙ্গে আরও ৩০টি পরিবার তৃণমূল ছেড়ে তাদের দলে যোগ দিয়েছে। সোমবার বিজেপির বীরভূম জেলা কার্যালয়ে এই যোগদান পর্ব চলে। বিজেপির জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহার হাত ধরে এদিন পদ্ম শিবিরে ভিড়লেন নীলমাধব। এই যোগদান পর্ব লোকসভা ভোটের আগে এলাকায় বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি আরও মজবুত করবে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ। বিজেপিতে যোগদানের পর যুব নেতা নীলমাধব চৌধুরীর বক্তব্য, 'আমি মোদীজির অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়েই বিজেপিতে যোগদান করছি।' দলবদলের পরই তৃণমূল শিবিরকে একহাত নিয়ে তিনি বলেন, 'তৃণমূলের যে নীতি, সেখানে দম বন্ধ হয়ে আসছে। ওদের কার্যকলাপ সবাই দেখতে পাচ্ছে। চারিদিকে লুঠ, সন্ত্রাস। আমরা এই সন্ত্রাস কোনওভাবেই সমর্থন করি না।' এদিন নীলমাধব চৌধুরীর সঙ্গে তৃণমূল ছেড়ে আরও দুই সাধারণ তৃণমূল নেতা-কর্মী মদন মণ্ডল ও সাধন দাস বৈরাগ্যও ঘাসফুল ছেড়ে পদ্মফুলে যোগ দেন। নীলমাধবের দাবি, 'আজ তিন জন যোগদান করলাম, আগামী দিনে তিন হাজার জন যোগদান করবে।' বিজেপির জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা এদিনের যোগদান পর্বের পর লোকসভা ভোটের ফলাফল নিয়ে আরও বেশি আশাবাদী। তাঁর বক্তব্য, 'তৃণমূল কংগ্রস খয়রাশোলে গোল্লা পাবে। বিজেপির ব্যাপক জয় হবে।' যদিও এই দলবদলকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাইছে না তৃণমূল শিবির। শাসক পক্ষের দাবি, কিছু মানুষ থাকে, যাদের কোনও রাজনৈতিক স্থিরতা থাকে না। বার বার দল পরিবর্তন করে। ফলে বিষয়টির বিশেষ কোনও প্রভাব নির্বাচনের ময়দানে পড়বে না বলেই মনে করছে তৃণমূল।

অমৃত ভারত প্রকল্পে নবরূপে সেজে উঠবে বাঁকুড়া রেলওয়ে স্টেশন

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ অমৃত ভারত প্রকল্পে নবরূপে সেজে উঠবে বাঁকুড়া রেলওয়ে স্টেশন। সোমবার সেই প্রকল্পের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সারা দেশের ১৫৪ টি স্টেশনর উন্নত ও অত্যাধুনিক পরিষেবা প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভার্চুয়াল ভাবে অমৃত ভারত প্রকল্পের সূচনা করেন একই সাথে দেশের বিভিন্ন স্থানে রেলওয়ে আন্ডারপাস ও ওভারব্রিজের আনুষ্ঠানিক শিলান্যাস করেন। এদিন সকালে বাঁকুড়া রেলওয়ে স্টেশনে অমৃত ভারত প্রকল্পের সূচনা ও কেঠোরডাঙ্গা আন্ডারপাস শিলান্যাস উপলক্ষ্যে দুটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাঁকুড়া স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়ার সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার ও দক্ষিণ পূর্ব রেলের আদ্রা ডিভিশনের ম্যানেজার এস নারুলা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুভাষ বাবু বলেন সারা বাংলায় ৯৮টি মডেল স্টেশন হচ্ছে, আদ্রা ডিভিশনে ৬টি মডেল ষ্টেশন এর মধ্যে বাঁকুড়া ও জয়চন্ডী পাহাড় স্টেশন রয়েছে। আদ্রা ডিভিশনের জেনারেল ম্যানেজার এস নারুলা বলেন এক বছরের মধ্যেই ষ্টেশনের নবরূপায়ন এর কাজ অনেকটাই হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। আধুনিক মানের যাবতীয় পরিষেবা মিলবে স্টেশনে। অপরদিকে স্টেশনের অদূরেই কেঠোরডাঙ্গায় রেলওয়ে আন্ডারপাসের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে বিধায়ক নিলাদ্রী দানা সহ বহু বিশিষ্ট মানুষ উপস্থিত ছিলেন। নিলাদ্রী বাবু বলেন বাঁকুড়ার মানুষের বহুদিনের দাবী আজ মান্যতা লাভ করলো। এজন্য বাঁকুড়াবাসী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। এদিনের অনুষ্ঠানে বহু মানুষ অংশ নেন। রেলমন্ত্রকের এই উন্নয়নে বাঁকুড়াকে সংযুক্ত করায় তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ওডিশার এক যুবকের মৃত্যু মানালিতে

কুল্লু, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ পর্যটন শহর মানালিতে এক তরুণ পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। পর্যটকের পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ওড়িশা থেকে কয়েকজন যুবক মানালি বেড়াতে এসেছিলেন। এ সময় এক যুবকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। যাকে চিকিৎসার জন্য রবিবার মানালি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ডিএসপি ক্ষমা দত্ত শর্মার তত্বাবধানে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সমস্ত ঘটনা তদন্ত করে মৃত চন্দন মাহন্তোর (২১) মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ মৃতের বন্ধু শম্ভু, সুনীল ও চন্দন ভজদেবের বয়ান রেকর্ড করেছে।

লোকসভা ভোটের আগেই উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্যের মর্যাদার দাবি ৩ বিজেপি বিধায়কের, অস্বস্তিতে পদ্মশিবির!

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ লোকসভা নির্বাচনের আগেই উত্তরবঙ্গের তিন বিজেপি বিধায়ক একত্রিত হয়ে উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার দাবি তুললেন। আর এই মর্মে গত রবিবার দুপুরে গঙ্গারামপুর বিধায়ক সত্যেন রায়ের বাড়িতে তিন বিধায়কের উপস্থিতিতে সেই প্রস্তাবনা গৃহীত হয়। অবশ্য সত্যেন রায় বলেছেন এটা পিছিয়ে পড়া মানুষদের স্বার্থে তাদের আবেদন, উত্তরবঙ্গের আদিবাসী এস সি এস টি রাজবংশী পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষের কথা কেউ ভাবে না। দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত এই জনজাতির মানুষরা সেই কারণেই এদের স্বার্থ রক্ষা উদ্দেশ্যে গাজোল কালিম্পং ও গঙ্গারামপুর এর বিজেপি বিধায়কদের সাথে নিয়ে তার সাথে অন্যান্য সংগঠনের নেতৃত্বকে সাথে নিয়ে তাদের পথ চলা শুরু হয়েছে। আগামী দিনে তাদের এই আন্দোলন তীব্র হবে। উত্তরবঙ্গের পিছিয়ে পড়া মানুষদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তারা লড়বেন। অবশ্য লোকসভা নির্বাচনের আগে দলীয় বিধায়কদের একত্রিত করে সত্যেন রায়ের এই ধরনের প্রকাশ্য বিবৃতি দলকে বিড়ম্বনায় ফেলবে না বলেই তিনি দাবি করছেন। অন্যদিকে বালুরঘাটে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সোমবার স্পষ্টতেই জানিয়ে দেন এই মিটিং এবং বক্তব্য ওই সমস্ত নেতারা নিজেদের মতো করে করেছেন। এই ধরনের মন্তব্য দল সমর্থন করে না। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যেভাবে বাংলাতে করে গেছেন সেই বাংলায় বজায় রাখতে চায় বিজেপি। গঙ্গারামপুর এর বিজেপি বিধায়ক সত্যেন রায় এর আগেও তৃণমূলের মঞ্চে উঠে ভাষণ দিয়েছিলেন। তখনও দল বিড়ম্বনায় পড়েছিল। সোমবার তার বাড়িতে গাজোল ও কালিম্পং-এর বিজেপি বিধায়কদের ডেকে নিয়ে এসে মিটিং এবং প্রকাশ্যে বিবৃতির ঘটনায় আবারও নতুন করে বিড়ম্বনায় বিজেপি। দক্ষিণ দিনাজপুর তৃণমূলের পক্ষ থেকে সুভাষ চাকি এই ধরনের বিবৃতিকে দুর্ভাগ্যজনক এবং ভোটের আগে চমক বলে মন্তব্য করেছেন। সোমবার দুপুরে সত্যেন রায়কে ফোন করা হলে তিনি বলেন যে এর সঙ্গে কোনও সংগঠন যুক্ত নয়, উত্তরবঙ্গের পিছিয়ে পড়া মানুষের স্বার্থে তারা লড়ছেন এবং উত্তরবঙ্গের মানুষ যে ভালো নেই তাদের জন্য আরও সুযোগ-সুবিধা দরকার সেই দাবি তিনি বারবার করেছেন এবং প্রয়োজন পড়লে পাহাড় থেকে ফারাক্কা পর্যন্ত আলাদা করে ভারতের মধ্যে থেকেই সাজিয়ে তোলা সম্ভব। উত্তরবঙ্গে একটা ভালো হাসপাতাল নেই। কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছিল, তাও তুলে নিয়ে গিয়ে দক্ষিণবঙ্গে করা হয়েছে। প্রতি পদে পদে উত্তরবঙ্গকে বঞ্চনার করা হয়। আর সেই কারণেই মানুষের স্বার্থে তাদের এই দাবি। অবশ্য বার বার সত্যেন রায়কে এই সংগঠনের স্বরূপ কি তা জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন আমরা বিজেপির মধ্যেই আছি বিজেপির মধ্যে থেকে উত্তরবঙ্গের পিছিয়ে পড়া মানুষের স্বার্থে আমাদের এই আন্দোলন। তৃণমূলের জেলা কমিটির সদস্য সুভাষ চাকি এই ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক বলেছেন। তার মতে ঠিক ভোটের আগেই প্রতিবার বিজেপি বাংলা ভাগের বিষয়টিকে উসকে দেয়। এবং বিচ্ছিন্নতাবাদকে উস্কে দিয়ে তারা উত্তরবঙ্গের ভোট ভাগ করতে চায়। এটাই বিজেপির প্রকৃত রূপ। মানুষ বাংলার অখন্ডতার পক্ষেই ভোট দেবেন। বিজেপি যতই চেষ্টা করুক বাংলাকে ভাগ করা যাবে না।

২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন, বিজেপির হাতিয়ার অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ দুয়ারে কড়া নাড়ছে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন। আর ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বালুরঘাট আসনকে পাখির চোখ করে এগোতে চাইছে রাজ্য বিজেপি। রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের নিজের নির্বাচনক্ষেত্র ও বাসস্থান বালুরঘাট। তাই একের পর এক রেল প্রকল্প বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছেন তিনি। সোমবার তাঁর ব্যতিক্রম হল না, দেশের ৫৫৪ টি অমৃত ভারত স্টেশনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বালুরঘাট স্টেশনকেও অমৃত ভারত স্টেশনের তালিকাভুক্ত করা হল। প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করালেন সুকান্ত মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরিন্দর কুমার সহ রেল আধিকারিকরা। অন্যদিকে, বিজেপির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন গঙ্গারামপুর ও তপন বিধানসভার বিধায়ক সহ বিজেপির অন্যান্য জেলা নেতৃত্ব। ২০০৪ সালে একলাখী বালুরঘাট রেল প্রকল্পের সূচনা হযেছিল। তারপর দীর্ঘ সময় পেরিয়েছে বালুরঘাট একলাখী রেল প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি এ যাবৎকাল জেলার মানুষ চাক্ষুষ করেনি। সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর করোনা মহামারীর জন্য দীর্ঘ সময় উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি বন্ধ ছিল। তারপর নিউ নরমালে একাধিক প্রকল্পের সূচনা হয়। একলাখী বালুরঘাটের বিদ্যুতায়ন, বুনিয়াদপুর গঙ্গারামপুর ও বালুরঘাট স্টেশনের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, নতুন রেল প্রবর্তন এবং রামপুর স্টেশনে রেক পয়েন্ট চালু সহ বালুরঘাট হিলি রেলপথের জমির অধিগ্রহণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ। একের পর এক এই প্রকল্পগুলিকে সামনে নিয়ে এসে ২৪ এর ভোট বৈতরণী পার হতে চেষ্টা করবে বিজেপি এটা বলা বাহুল্য। রেলের এই উন্নয়নে খুশি দক্ষিণ দিনাজপুরের সাধারণ মানুষ। সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য শুধু এই সমস্ত প্রকল্প নয়, এর সঙ্গে বুনিয়াদপুর কালিয়াগঞ্জ রেল সম্প্রসারণের কাজ, বালুরঘাট হিলি রেলপথের বাস্তবায়ন সহ অন্যান্য গৃহীত প্রকল্প তিনি সুযোগ পেলে সম্পূর্ণ করবেন। কাটিহার ডিভিশনের ডিয়ার এম সুরিন্দর কুমার অবশ্য বলছেন একসঙ্গে এতগুলো প্রকল্প গৃহীত হয়েছে এবং সব প্রকল্প শেষ হতে কিছু সময় লাগবেই। আরও মাস ছয়েক সময় লেগে যাবে গৃহীত প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নে।

খুন হওয়া নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে দেখা করল রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের তিনজনের প্রতিনিধি দল

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ পুরাতন মালদায় নৃশংসভাবে খুন হওয়া নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে দেখা করল রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের তিনজনের প্রতিনিধি দল। ওই দলে ছিলেন কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস, অ্যাডভাইজারি বোর্ডের সদস্য সুদেষ্ণা রায় ও লিগাল অফিসার সিদ্দিকা পারভিন। এদিন তাঁরা নিহত নাবালিকার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের পাশে থাকার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি অপরাধীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। এদিন তাঁরা পরিত্যক্ত ইটভাটায় ঘটনাস্থল পরিদর্শনেও যান। কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস বলেন, 'এখনও পর্যন্ত নাবালিকার ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। ফলে খুন করার আগে তার সঙ্গে যৌন নির্যাতন চালানো হয়েছিল কিনা তা স্পষ্ট নয়। পুলিশ গোটা ঘটনা নিয়ে জোরদার তদন্ত করছে। পুলিশ আমাদের জানিয়েছে, তদন্ত সঠিক পথেই এগোচ্ছে। অপরাধীদের তাড়াতাড়ি গ্রেফতারির বিষয়ে পুলিশ আশাবাদী।' অন্যদিকে সুদেষ্ণাদেবী বলেন, 'অপরাধীদের চিহ্নিত করতে পুলিশ গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে। কিন্তু গ্রামবাসীরা সেভাবে মুখ খুলছেন না। তাঁদের মুখ খুলতে হবে। নইলে অপরাধীদের ধরতে দেরি হয়ে যাবে। এই ঘটনার পিছনে কাদের হাত রয়েছে, তা বোঝা যাচ্ছে না। তবে সেদিন ওই নাবালিকা গ্রামে নাচ-গানের আসরে গিয়েছিল। ওই আসরে তার আত্মীয় স্বজনরাও গিয়েছিলেন। কিন্তু সে কখন ওই আসর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, তা কেউ জানতে পারেননি। আমরা পুলিশকে বলেছি, যাই হোক না কেন, অপরাধীদের দ্রুত গ্রেফতার করতে হবে। শুধু গ্রেফতার করাই নয়, দ্রুত তদন্ত শেষ করে তাদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থাও করতে হবে।'

থানার সামনে গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা সপরিবারে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান সদর থানার পুলিশের সামনে সোমবার গায়ে পেট্রোল ঢেলে আত্মহত্যার চেষ্টা এক পরিবারের। উলেখ্য গত শনিবার রাত নয়টা সময় সরাইটিকর দক্ষিণ পাড়ার শেখ রুবেল নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বর্ধমান থানার পুলিশ। সোমবার বর্ধমান আদালতে তোলার সময় তার পরিবারের সদস্যদের রুবেল সেখ বলে, পুলিশই নাকি তার হাতে গাঁজা ধরিয়ে জোর করে গ্রেফতার করেছে। কার্যত এই কথা শুনে রুবেলের পরিবারের স্ত্রী , বাবা , দিদি ও অন্যান্য পরিবারের পাঁচজন সদস্য বর্ধমান থানায় পৌঁছে রুবেলের রেহাইয়ের দাবি জানাতে থাকে। এরপর রুবেলের স্ত্রী ফিরদৌস বিবি ও বাবা শেখ লতিফ পেট্রোলের ভর্তি বোতল খুলে নিজের গায়ে ঢেলে আগুন দেবার চেষ্টা করেন। তৎক্ষণাত উপস্থিত মহিলা পুলিশ কর্মীরা হাত থেকে বোতল কেড়ে নিলেও অভিযুক্তের রেহাইয়ের দাবিতে রীতিমতো চেঁচাতে থাকে পরিবারের সদস্যরা। এমত অবস্থায় রুবেলের পরিবারবর্গ জানান, গোটা পরিবারের রুজি রুটির দায়িত্ব একমাত্র রুবেলের। তাকেই যদি বিনা দোষে পুলিশ গ্রেফতার করে তাহলে না খেয়ে আমরা মরবো। তাই বেঁচে যদি না থাকতে পারেন তারা, তাহলে মরলে বর্ধমান থানায় এসে পুলিশের সামনে আত্মহত্যা করার মনস্থির করেছেন তারা। রুবেলের দিদি শরিফা বেগম বলেন তার ভাই ৪-৫ বছর জেল খেটেছে গাঁজার কেসে। কিন্তু সে কোন দোষ করে নি। শুধুই গাঁজার কেস দিয়েছে ভাইয়ের নামে। ভাই জেল থেকে বেরোতেই থানার স্যারেরা বলেছিল বাইরে চলে যেতে। তার ভাই আট মাস যাবৎ বাইরে চলেও গিয়েছিল কিন্তু কোথায় চলে গিয়েছিল তা তারা জানতেন না। দুই দিন হল বাড়িতে ফিরেছে সে। শনিবার দিন রাস্তার ওপর বসেছিল। পুলিশ খবর পেতেই সেখান থেকে তুলে নিয়ে যায় ভাইকে। এখন আমার ভাই পুলিশ হেফাজতে আত্মহত্যা করবে বলছে। তিনি চান ভাইকে ছেড়ে দেওয়া হোক। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এর আগে মাদক কেসে চার-পাঁচ বছর জেল হাজতে ছিল রুবেল শেখ এবং এই কাজে সে এখনও পর্যন্ত লিপ্ত। তাই পুলিশ খোঁজ চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে।

পুকুরে বিষ প্রয়োগ, মৃত্যু বহু বিরল প্রজাতির মাছের

দুরন্ত বার্তা, বাসন্তী, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বাসন্তীর জয়গোপালপুরে একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পুকুরে বিষ দেওয়ার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে। রবিবার গভীর রাতে বিষ দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। সোমবার সকালে পুকুরের সমস্ত মাছ মরে ভেসে ওঠে। এই পুকুরে সমস্ত ধরনের দেশীয় মাছ সংরক্ষণ করা হয়। 'অভয় খাল' নামাঙ্কিত এই বৃহ পুকুরেই রাতের অন্ধকারে বিষ দিয়ে পালায় দুস্কৃতিরা। তার জেরে এদিন সকালে সমস্ত দেশজ ছোট মাছ- যেমন, পুঁটি, মৌরলা, চাঁদা, শোল, খলসে, বেলে, ছোট চিংড়ি, শিঙ্গি, মাগুর, তোড়া, কই, বান, ভেটকি, আরো বিভিন্ন প্রজাতির মাছের মৃত্যু হয়েছে। সংস্থার সম্পাদক বিশ্বজিত মহাকুর বলেন, এইসব মাছও মরে যাওয়ায় অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। কারণ এই সব মাছ প্রায় লুপ্ত। আমাদের সংগঠন গত ২০ বছর ধরে সুন্দরবন এলাকার ছোট দেশজ বিল-মাছ সংরক্ষণে এলাকায় মিটিং মিছিল করে আসছে। এছাড়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করে জনসাধারণকে সচেতনতার মাধ্যমে ছোট মাছ সংরক্ষণের এক আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। এই পুকুরেও সেইসব মাছ সংরক্ষণ করা হয়েছিল। পরিবেশ রক্ষার উপর এই মাছ সংরক্ষণ সহ নানা কাজের জন্য জাতীয় স্তরে ইন্দিরা গান্ধী পর্যবরণ পুরস্কার-২০১১ এবং রাজ্য স্তরেও রাজ্য জীব বৈচিত্র পর্ষদের পক্ষ থেকেও পুরস্কৃত হয়েছে উদ্যোক্তাদের। ফলে এই ঘটনায় সংরক্ষণের কাজ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হল বলেই দাবি সংস্থার। বাসন্তী ব্লক জীববইচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির চেয়ারম্যান বলেন, সংগঠনের কত টাকা ক্ষতি হলো এটা তেমন বিষয় নয়। বিষযটি হল, দুস্কৃতিরা দেশদ্রোহী। তাদের চূড়ান্ত হিংসায় লুপ্তপ্রায় সংরক্ষিত দেশজ মাছগুলোর মৃত্যু হল।

বোমা উদ্ধার লাভপুরে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ লোকসভা ভোটের আগে বিভিন্ন জায়গায় বোমা উদ্ধারের ঘটনা প্রশাসনের উদ্বেগ বাড়ালো। পাঁড়ুই ও মাড়গ্রামের পর এবার ঘটনাস্থল বীরভূমের লাভপুর থানার গোপালপুর গ্রাম। গোপালপুর গ্রামের মাঠের ধার থেকে সোমবার ২০ টি তাজা বোমা উদ্ধার করে লাভপুর থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই খবর দেওয়া হয়েছে বম্ব স্কোয়াডকে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

২০০০ রেল প্রকল্পের শিলান্যাস প্রধানমন্ত্রীরঃ বাদ গেল না বর্ধমানও

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারতীয় রেলের ইতিহাস জুড়লো নতুন পৃষ্ঠা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দেখানো পথে, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের হাত ধরে, এক বিশাল কর্মযজ্ঞের সূচনা করলো ভারতীয় রেল। সোমবার দুপুর প্রধানমন্ত্রী মোদী উদ্বোধন করলেন দু'হাজার রেলওয়ে প্রকল্পের। রয়েছে ৪১ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে রেলের পরিকাঠামো উন্নয়নের ২০০০টি প্রকল্প। আজ প্রধানমন্ত্রী মোদীর হাত ধরে যে ৫৫৩টি রেল স্টেশন নতুন করে সাজিয়ে তোলার কাজের শিলান্যাস হলো বিশ্বমানের স্টেশন থেকে আন্ডার পাস, ফুট ওভার ব্রিজ সবই থাকছে তাতে। তার পাশাপশি আজ নশিপুর আনগুনা আর বর্ধমানের বড় বেরুগ্রাম সংযোগকারী আন্ডারপাশের আজ শিলান্যাস করা হলো। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভার্চুয়ালি আজ সব প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন। একথা জানালেন বাঁকুড়া মশাগ্রম সেকশনে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার আকাশ কুমার।

বিএসএফ-এর হাতে নেশা সামগ্রী সহ আটক বাংলাদেশি যুবক

বক্সনগর (ত্রিপুরা), ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ নেশাসামগ্রী সহ এক বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়ার লালটিলা ক্যাম্পের বিএসএফ জওয়ানরা। এক ঘণ্টা পরই ধৃত বাংলাদেশিকে নেশা সামগ্রী সহ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছেন সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা। জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত নির্ভয়পুরগ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার যামিনীটিলার ঠিক পশ্চিম দিকে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ওই বাংলাদেশী যুবক দুই প্যাকেট শুকনো গাঁজা হাতে নিয়ে যখন দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিল তখনই বিএসএফ জওয়ানরা তাকে সিগন্যাল দিয়ে দাঁড়াতে বলে। সঙ্গে সঙ্গে বিএসএফ গেট খুলে তাকে আটক করে নিয়ে আসে কাঁটাতারের এপারে। প্রথমে নিয়ে যায় বিএসএফ ক্যাম্পে। কিছুক্ষণ পর যাত্রাপুর থানার পুলিশের কাছে নেশা সামগ্রী সহ ধৃত যুবককে হস্তান্তর করেন বিএসএফ কর্তৃপক্ষ। জানা গেছে, তার নাম মাহাবুল আলম। বয়স ২৫। বাড়ি কোমাঢোকায় । থানা সদর দক্ষিণ, জেলা কুমিল্লা, বাংলাদেশ। তার সাথে পাওয়া যায় দুই প্যাকেট শুকনো গাঁজা। সর্বসাকুল্যে ৮ কেজি। সোমবার সকাল ৯ টায় যাত্রাপুর থানার পুলিশ ইন্সপেক্টর অরুপ দেববর্মা এই খবর জানিয়ে বলেন, এনডিপিএস এবং পাসপোর্ট এক্টে তার বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত করে কোর্টে সোপর্দ করা হয়েছে।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হল ডেকোরেটের গোডাউন ঘর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হল ডেকোরেটের গোডাউন ঘর। পুড়ে ছাই হল ডেকোরেটরের সমস্ত জিনিসপত্র। চাঁচলের সুঞ্জাগঞ্জে রবিবার রাতে ভয়াবহ আগুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। দাউ দাউ করে আগুন জ্বললে দেখে হৈ চৈ শুরু হয়। প্রতিবেশীরা গিয়ে আগুন নেভানোর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পরে দমকলের ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার পরে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করা ওই ডেকোরেটর মনোয়ারুলের মাথায় হাত পড়েছে। কিভাবে ব্যবসা শুরু করবেন ও কিভাবে ঋণ পরিশোধ করবেন। তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছে। তিনি দাবি করে বলেন গোডাউনে থাকা প্লাস্টিকের চেয়ার টেবিল ফ্যান, ড্রাম, মাইক সেট সব কিছু নষ্ট হয়েছে। প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তিনি ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন। যদিও সোমবার ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে ত্রাণ দিয়ে এসেছে চাঁচল ১ ব্লক প্রশাসন।

১০০ দিনের বকেয়া পেয়ে অকাল হোলি জামালপুরে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা পেয়ে আবির মেখে খুশিতে অকাল হোলিতে মেতে উঠল

জামালপুরবাসী। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই ঘোষনা করেছিলেন যে কেন্দ্রের মোদী সরকার না মেটালে রাজ্যের দরিদ্র মানুষের বকেয়া ১০০ দিনের টাকা রাজ্য সরকারই মিটিয়ে দেবে। সেই ঘোষণামত রাজ্যের বঞ্চিত ১০০ দিনের কাজের মজুররা নিজের ব্যাংক একাউন্টে টাকা পেতে শুরু করেন। সোমবার থেকেই রাজ্যের সকল বঞ্চিত ১০০ দিনের কাজের মজুররা টাকা পেতে থাকবেন। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরেও ১০০ দিনের কাজের মজুরদের টাকা ব্যাংকে ঢুকতে শুরু করেছে এদিন থেকে। দীর্ঘদিনের জমে থাকা মজুরির বকেয়া বকেয়া পেয়ে স্বভাবতই খুশী ১০০ দিনের কাজ করা দরিদ্র পরিবারের লোকজন। জামালপুরের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান এদিন জামালপুর ১- অঞ্চলের বেত্রাগড় গ্রামে গিয়ে এই অসহায় মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ান। তাদের ব্যাঙ্কে টাকা ঢুকছে কিনা খোঁজ খবর নেন। টাকা ধুকেছে জানতে পেরে তিনি খুশি হয়ে উপস্থিত সকলকে মিষ্টিমুখ করান। তার সামনেই আপ্লুত মানুষজন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে জয়ধ্বনি করেন। মেহেমুদ খান জানিয়েছেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আবার প্রমাণ করলেন যে তিনি সব সময়ই অসহায় সাধারণ মানুষের পাশে আছেন। প্রকৃতই এই সরকার মা- মাটি- মানুষের সরকার। তিনি মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রীকে প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জানান। আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে ১০০ দিনের টাকা কেন্দ্র সরকারের পরিবর্তে রাজ্য সরকার মিটিয়ে দেওয়ায় এর প্রভাব ভোট বাক্সে পরবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

মোদীর বঙ্গ সফরেই কি আসবে বড় চমক! জল্পনা উস্কে দিলেন দিব্যেন্দু স্বয়ং

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ লোকসভা ভোটের মুখে বাংলায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদীর সভামঞ্চে কি এবার দেখা যাবে তমলুকের তৃণমূল সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারীকে? জল্পনা চলছিল অনেকদিন ধরেই। আর এবার সেই জল্পনায় ঘৃতাহুতি করলেন সাংসদ স্বয়ং। বললেন, 'প্রধানমন্ত্রী আগামী মাসেই আমাদের রাজ্যে আসছেন। হয়ত তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সুযোগ ঘটবে।' এদিন রেলের এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় এই কথাই বললেন শান্তিকুঞ্জের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক মুখ দিব্যেন্দু অধিকারী। বক্তব্য রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জয়গানও শোনা গেল দিব্যেন্দুর গলায়। রেলমন্ত্রী হিসেবে অশ্বিনী বৈষ্ণবের ভূমিকারও ভূয়সি প্রশংসা করেন তমলুকের সাংসদ। খাতায় কলমে তিনি এখনও তৃণমূলের সাংসদ। তৃণমূলের টিকিটেই উনিশের লোকসভা ভোটে জিতেছেন তিনি। কিন্তু পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তৃণমূলের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব তৈরি হয়েছে অনেকখানি। আগামী লোকসভা নির্বাচনে দিব্যেন্দু লড়বেন কি না, তা নিয়েও বিস্তর চর্চা চলছে রাজনৈতিক মহলে। এসবের মধ্যেই এবার মোদী-সাক্ষাতের সম্ভাবনার কথা বলে জল্পনা জিইয়ে রাখলেন তমলুকের সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী। যদিও দিব্যেন্দুর বক্তব্য, 'প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সভাতে দেখা নাও হতে পারে। অন্য কোথাও হতে পারে।' তাহলে কি তিনি এবার বিজেপিতে যোগদান করতে চলেছেন? সেই নিয়েই সাংবাদিকদের প্রশ্নে কোনও মন্তব্য করতে চাননি দিব্যেন্দু। বললেন, 'এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কিছু পাইনি।' এসবের পাশাপাশি সন্দেশখালির উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রসঙ্গেও আজ মুখ খুললেন দিব্যেন্দু অধিকারী। নন্দীগ্রামের আন্দোলনের সঙ্গে সন্দেশখালির আন্দোলনকে এক পংক্তিতে না ফেললেও, সেখানে যা ঘটছে তা 'সভ্যতার লজ্জা' বলেই মনে করছেন তমলুকের সাংসদ। বললেন, 'সন্দেশখালিতে যা ঘটছে, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। সারা পৃথিবীর কাছে আমাদের মাথা হেঁট হয়ে গেছে।'

তরুণীর শ্লীলতাহানিতে তুলকালাম

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ কম্পিউটার ক্লাস শিখে ফিরছিলেন ছাত্রী। অভিযোগ, পথে তাঁর শ্লীলতাহানি করা হয়। এমনকী প্রতিবাদ করায় প্রতিবাদীরাই হামলার শিকার হন বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বীরভূমের মাড়গ্রাম থানা এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রামে উত্তেজনা ছড়ায়। ওই ছাত্রীর কথায়, আমি কম্পিউটার শিখে বাড়ি ফিরছিলাম সাইকেলে। ওরা তিনজন ছিল। একটা ছেলে আমাকে বাজেভাবে টাচ করে। সিসিটিভি দেখে আমরা তাকে খুঁজে বেরও করি। এরপরই আমি পুলিশকে জানাই। পুলিশ ধরেছে ওদের। তবে এখন আমি খুবই চিন্তায় আছি। অপরাধীরা শাস্তি না পেলে তো চিন্তা থাকবেই। এদিকে এই ঘটনাকে সামনে রেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার লোকজন। কড়া শাস্তির দাবি তোলেন তাঁরা। প্রতিবাদে পথঅবরোধ করেন। সেখানে একদল যুবক এসে প্রতিবাদীদের তাড়া করে বলে অভিযোগ। তাতেই তুমুল অশান্তি শুরু হয়।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-১৮-২৩-২৪, তারিখ ঃ ২৩.০২.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিআরএম (ইঞ্জি)/দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা নিম্নে বর্ণিত **আরইউবি, সেস মেরামতি, বিএলটি এবং অন্যান্য স্পেশাল কাজের জন্য** ০৬ (ছয়)টি ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র.নং-১। টেন্ডার নংঃ ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-১৮-২৪। কাজের বিবরণঃ** আদ্রা ডিভিসনে ভারতীয় রেলওয়ে-র ৪০টি বর্তমান ফ্রেইট ইয়ার্ডগুলিকে প্রযুক্তি নির্ভর ইয়ার্ড (স্মার্ট ইয়ার্ড)-এ পরিবর্তন-এর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন আনুষঙ্গিক কাজ যেমন রাস্তা, সীমানাপ্রাচীর ইত্যাদি নির্মাণ সহ নলেজ রুম (১০ মি.x৫ মি.) নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৪০,৫০,৯৬৮.৪৬ টাকা। **ক্র.নং-২। টেন্ডার নংঃ ই-ডিআরএম-ইঞ্জি- এডিআরএ-১৯-২৪। কাজের বিবরণঃ** আদ্রা-য় উত্তর ও পূর্ব দিকের বসতির অধীনে স্টাফ কোয়ার্টারে দরজা ও জানালা এবং ক্ষতিগ্রস্ত অ্যাসবেস্টস শীট বদল। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ২,৩৪,৮১,১২৯.৯৪ টাকা। **ক্র.নং-৩। টেন্ডার নংঃ ই-ডিআরএম-ইঞ্জি- এডিআরএ-২০-২৪। কাজের বিবরণঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিসনে ছররা (সিএইচআরএ) গুডস্ শেডে পরিকাঠামোর উন্নয়ন/আধুনিকীকরণ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৭,২২,২৫,৫২৯.৪৪ টাকা। **ক্র.নং-৪। টেন্ডার নংঃ ই-ডিআরএম-ইঞ্জি- এডিআরএ-২১-২৪। কাজের বিবরণঃ** অমৃত ভারত স্টেশন স্কীমের অধীনে বোকারো স্টীল সিটি স্টেশন- ০২ টি যার প্রতিটিতে ৫৮০ মি. (মোট = ১.১৬ ট্র্যাক কিমি.) ও পুরুলিয়া স্টেশন- ০২ টি যার প্রতিটিতে ৫৮০ মি. (মোট = ১.১৬ ট্র্যাক কিমি.) অর্থাৎ সর্বমোট ২.৩২ ট্র্যাক কিমি.-তে ব্যালাস্টবিহীন ট্র্যাকের ব্যবস্থার জন্য স্টেশন উন্নয়নের কাজ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ২৩,৪৪,৯৭,৯৬৫.৯০ টাকা। **ক্র.নং-৫। টেন্ডার নংঃ ই-ডিআরএম-ইঞ্জি- এডিআরএ-২২-২৪। কাজের বিবরণঃ** আদ্রা ডিভিসন- বাঁকুড়া-মসাগ্রাম সেকশনে ৫৭.৮৩১ ট্র্যাক কিমি. এবং বাঁকুড়া-খড়গপুর সেকশনে ২.১৫৪ ট্র্যাক কিমি.-তে সেস মেরামতি। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৩,১৫,০৬,৩০৭.৭১ টাকা। **ক্র.নং-৬। টেন্ডার নংঃ ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-২৩-২৪। কাজের বিবরণঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিসনে কাট অ্যান্ড কভার পদ্ধতিতে এডিএ-জিএমও (আদ্রা-গোমো) সেকশনের এসডিএমডি-বিসিবি (সুদামডি-ভোরা)-এর মাঝে কিমি. ৩১৫/২৯-৩১-এ প্রহরীযুক্ত লেভেল ক্রসিং নং এএম-২২ অপসারণের জন্য আরইউবি/সাবওয়ে নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৭,৭৬,৯৭,৩৩৬.৯১ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় **২৭.০৩.২০২৪ বেলা ৩টা** (ক্র.নং. ১ থেকে ৬ প্রতিটির জন্য)। উপরোক্ত ই-টেন্ডার সম্পর্কে বিশদে জানতে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন।
(PR-1172)

ধোনির মাঠে মুখ থুবড়ে পড়ল ইংল্যান্ড

তারুণ্যে সিরিজ ভারতের

রাঁচি, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ গত ১০ বছরে টিম ইন্ডিয়া যা পারেনি, সোম-সকালে তাই করে দেখালেন রোহিত শর্মারা। এক টেস্ট হাতে রেখে রাঁচিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ পকেটে পুরে ফেলল টিম ইন্ডিয়া। দেশের মাটিতে গত ১০ বছরে চতুর্থ ইনিংসে ১৫০-র বেশি রান তাড়া করে জিততে পারেনি ভারত। মহেন্দ্র সিং ধোনির শহরে বেন স্টোকসদের বিরুদ্ধে এ বার সেটা করে দেখাল রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন ভারত। রাঁচি টেস্টের তৃতীয় দিন থেকেই ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীরা এই ম্যাচ ও সিরিজ জয়ের আনন্দ উৎসব পালনে লেগে পড়েছিল। অপেক্ষা ছিল শুধু সোমবার ভারতের চতুর্থ টেস্ট জয়ের। শেষ অবধি প্রায় দেড় দিন বাকি থাকতেই রাঁচি টেস্ট ও সিরিজ দুটোই রোহিতদের মুঠোয়। নেপথ্যে বলতেই হয় দুই তরুণের কথা। শুভমন গিল ও ধ্রুব জুরেল এই দুই তরুণ তুর্কি ধোনির মাঠে জেতাল ভারতকে। তৃতীয় দিনের শেষে বিনা উইকেটে ভারতের ওপেনিং জুটি তুলেছিল ৪০ রান। এরপর সোম-সকালে ৬৯ বলে অর্ধশতরান পূরণ করেন রোহিত শর্মা। সেই সময় রোহিতের সঙ্গে ছিলেন ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল। এরপর জো রুট তুলে নেন যশস্বীর উইকেট। ৪১ বছর বয়সী জেমস অ্যান্ডারসন ডাইভ দিয়ে ক্যাচ তালুবন্দি করেন। যে ছন্দে ছিলেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা, তিনি ভারতকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়তে পারতেন। কিন্তু ২৫.১ ওভারে টম হার্টলি তুলে নেন রোহিতের উইকেট। ৮১ বলে ৫৫ রান করে মাঠ ছাড়েন রোহিত। এরপর দলকে জেতানোর সুবর্ণ সুযোগ ছিল রজত পাতিদার এবং শুভমন গিলের কাছে। রজত রাঁচিতেও ব্যর্থ হয়েছেন। প্রথম ইনিংসে ১৭ রান করে শোয়েব বশিরের শিকার হয়েছিলেন রজত। দ্বিতীয় ইনিংসে রজতকে রানের খাতা খোলার সুযোগই দেননি সেই শোয়েব বশিরই। যেখানে ১ উইকেটে ৮৪ রান স্কোরবোর্ডে ছিল সেখানে ১০০ রানের মধ্যে ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলে ভারত। এরপর শুভমন গিল ও রবীন্দ্র জাডেজা দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। এই জুটিকে রান তোলার জন্য খুব তাড়াহুড়ো করতে দেখা যায়নি। লাঞ্চ বিরতিতে টিম ইন্ডিয়া তোলে ৩ উইকেটে ১১৮ রান। জয়ের জন্য সেই সময় প্রয়োজন ছিল ৭৪ রান। এরপর লাঞ্চ বিরতি থেকে ফিরেই রবীন্দ্র জাডেজার উইকেট তুলে নেন শোয়েব বশির। ৪ রান করে মাঠ ছাড়েন জাড্ডু। তারপর মাঠে নামেন সরফরাজ। গোল্ডেন ডাক হয়ে ফেরেন তিনি। শুভমন গিল এবং ধ্রুব জুরেল সেই জায়গা থেকে দলকে জেতানোর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। শেষ অবধি ১৩৬ বলে শুভমন ও ধ্রুবর ৭২ রানের অপরাজিত পার্টনারশিপে ভর করে ৫ উইকেটে এই টেস্ট ম্যাচ জেতে টিম ইন্ডিয়া। ৫২ রান করেন শুভমন আর ৩৯ রানের অপরাজিত ইনিংস উপহার দেন ধ্রুব। এ বার সিরিজ ৩-১ করে ধরমশালা যাবেন রোহিতেরা।

ইংল্যান্ডকে সিরিজে হারিয়ে পয়েন্ট বাড়ল ভারতের

দুবাই, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের তালিকায় আরও ভাল জায়গায় গেল ভারত। ইংল্যান্ডকে রাঁচিতে হারানোর ফলে পয়েন্ট বেড়েছে রোহিত শর্মাদের। সেই সঙ্গে বেড়েছে পয়েন্টের শতাংশও। অর্থাৎ, দ্বিতীয় স্থানে থাকলেও শীর্ষে থাকা নিউ জিল্যান্ডের সঙ্গে ব্যবধান আরও কমিয়েছে ভারত। রাজকোটে জেতার পরেই দ্বিতীয় স্থানে চলে গিয়েছিল ভারত। রাঁচিতে জেতার পরেও সেখানেই রয়েছে তারা। কিন্তু পয়েন্ট বেড়েছে। ২০২৩-২৫ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ পর্যায়ে ৮টি টেস্টের মধ্যে ৫টি জিতেছে ভারত। হেরেছে ২টি। একটি টেস্ট ড্র হয়েছে। তাদের ২ পয়েন্ট কেটে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, এখন ভারতের পয়েন্ট ৬২। পয়েন্টের শতাংশ ৬৪.৫৮। এই পয়েন্টের শতাংশের উপর নির্ভর করেই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকার হিসাব হয়। এখনও শীর্ষে রয়েছে নিউ জিল্যান্ড। ৪টি টেস্টের মধ্যে ৩টি জিতেছে তারা। হেরেছে ১টি টেস্ট। কেন উইলিয়ামসনদের পয়েন্ট ৩৬ হলেও তাদের পয়েন্টের শতাংশ ৭৫.০০। তিন নম্বরে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ১০টি টেস্টের মধ্যে ৬টি টেস্ট জিতেছে তারা। হেরেছে ৩টি টেস্ট। ড্র হয়েছে ১টি টেস্ট। ১০ পয়েন্ট কাটা গিয়েছে তাদের। ফলে প্যাট কামিন্সদের পয়েন্ট ৬৬। তাদের পয়েন্টের শতাংশ ৫৫.০০। তালিকায় চার ও পাঁচ নম্বরে রয়েছে যথাক্রমে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান। বাংলাদেশের পয়েন্ট ১২। পয়েন্টের শতাংশ ৫০.০০। পাকিস্তানের পয়েন্ট (২২) বাংলাদেশের থেকে বেশি হলেও পয়েন্টের শতাংশ কম (৩৬.৬৬)।

১৯ বছরে ৯০ মিটার, প্যারিস অলিম্পিকে নীরজের বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যাক্স ডেহনিং!

বার্লিন, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ ভারতের সোনার ছেলে নীরজ চোপড়ার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ৯০ মিটারের গণ্ডি পেরোনোর। কিন্তু এখনও তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। টোকিও অলিম্পিকে তাঁর বর্শায় সোনা বিঁধেছিল। এ বছর রয়েছে প্যারিস অলিম্পিক। সেখানে এ বার ভারতের সোনাজয়ী অলিম্পিয়ান নীরজ চোপড়ার বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চলেছেন বছর ১৯ এর এক জার্মান জ্যাভলিন থ্রোয়ার। অলিম্পিকজয়ী নীরজ যা এখনও মুঠোয় ভরতে পারেননি, তা-ই করে দেখিয়েছেন ম্যাক্স ডেহনিং। জার্মান উইন্টার থ্রোয়িং চ্যাম্পিয়নশিপে ৯০ মিটার জ্যাভলিন থ্রো করে প্যারিস অলিম্পিকের টিকিট পেয়েছেন ম্যাক্স ডেহনিং। জ্যাভলিন থ্রোয়ের ইতিহাসে জার্মানির ম্যাক্স ডেহনিং সবচেয়ে কমবয়সী অ্যাথলিট, যিনি ৯০ মিটারের রেকর্ড স্পর্শ করেছেন। এতদিন জার্মানির ম্যাক্স ডেহনিংয়ের ব্যক্তিগত সেরা ছিল ৭৮.০৭ মিটার। রবিবার অনূর্ধ্ব-১০ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে জোড়া রুপো পাওয়া ম্যাক্স ৯০.২০ মিটার থ্রো করেন। প্যারিস অলিম্পিকের যোগ্যতা অর্জনের মাপকাঠি ৮৩ মিটার। ফলে তার থেকে অনেকটা বেশি থ্রো করে প্যারিসের টিকিট পেয়েছেন ম্যাক্স। এ বার সেখানে তাঁর সাক্ষাৎ হবে নীরজ চোপড়ার সঙ্গে। ১৯ বছর বয়সী ম্যাক্স এ বারের প্যারিস অলিম্পিকের আগে স্বাভাবিকভাবেই চাপ বাড়িয়ে দিলেন নীরজ চোপড়ার। পানিপথের ছেলে নীরজের কেরিয়ারের সেরা থ্রো ৮৯.৯৪ মিটার। যা তিনি অর্জন করেছিলেন ২০২২ সালে স্টকহোম ডায়মন্ড লিগে। প্যারিস অলিম্পিকে নীরজ মনে প্রাণে চাইবেন ৯০ মিটারের স্বপ্নপূরণ করতে। এবং একইসঙ্গে খেতাব ধরে রাখতে। জার্মান উইন্টার থ্রোয়িং চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম থ্রো-তেই জার্মানির ম্যাক্স ডেহনিং ৯০.২০ মিটার বর্শা নিক্ষেপ করেন। তাঁর দ্বিতীয় থ্রো ছিল ৮৫.৪৫ মিটার। ৭৬.৫৬ মিটার থ্রো করে এই টুর্নামেন্টে দ্বিতীয় হয়েছেন নিকো সাইক্লিস্ট। ম্যাক্স ছাড়া আর কোনও জ্যাভলিন থ্রোয়ার এই টুর্নামেন্ট থেকে প্যারিস অলিম্পিকের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি।

১১৮ মিনিটে ফন ডাইকের গোল, চেলসিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল

লন্ডন, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ ২ বছর আগেও ইংলিশ লিগ কাপের (কারাবাও কাপ নামে পরিচিত) ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল লিভারপুল-চেলসি। সেবার নির্ধারিত ৯০ মিনিট এবং এরপর অতিরিক্ত সময় পেরিয়েও কোনও গোল না হওয়ায় খেলা গড়িয়েছিল টাইব্রেকারে। ২১ শটের 'ম্যারাথন' সেই টাইব্রেকার ১১-১০ ব্যবধানে জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল লিভারপুল। আজ দুই দলের আরেকটি লিগ কাপ ফাইনালও সে পথেই এগোচ্ছিল। নির্ধারিত সময়ের পর অতিরিক্ত সময়ও গোলবন্ধ্যাত্বেই কাটতে যাচ্ছিল। লন্ডনের ঐতিহাসিক ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে আসা ৮৯ হাজার ছুঁই ছুঁই দর্শকের অনেকে নিশ্চয় আরেকটি রোমাঞ্চকর পেনাল্টি শুটআউট দেখার অপেক্ষাতে ছিলেন। কিন্তু সেই রোমাঞ্চে জল ঢেলে দিলেন ভার্জিল ফন ডাইক, এতে চেলসি সমর্থকদের হৃদয়েও রক্তক্ষরণ হওয়ার কথা। ম্যাচের ১১৮ মিনিটে অধিনায়ক ফন ডাইকের গোলেই যে চেলসিকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে দিল লিভারপুল। নিজের বিদায়ী মরসুমে ইয়ুর্গেন ক্লপ জিতে নিলেন তাঁর প্রথম শিরোপা। এই জয়ে প্রথম ক্লাব হিসেবে রেকর্ড ১০ বার লিগ কাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কীর্তিও গড়ল অলরেডরা। এই মরসুমে লিভারপুলের চোটের তালিকা এমনিতেই লম্বা। ফাইনালের আগে এই তালিকায় উঠে গেছে দারুণ ছন্দে থাকা ফরোয়ার্ড দারউইন নুনিয়েজ ও প্রাণভোমরা মহম্মদ সালাহর নাম। আজকের ফাইনালে তাঁদের কাউকে পাওয়া যাবে না, সেটা ভালো করেই জানতেন ফন ডাইক। তবু এই ম্যাচ জেতার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। কারণ, কোচ ক্লপকে বিদায়ী মরসুমে সম্ভাব্য ৪ শিরোপাই (ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, এফএ কাপ, লিগ কাপ ও উয়েফা ইউরোপা লিগ) উপহার দেওয়া। লিগ কাপ জিতে যার প্রথমটি ক্লপের হাতে তুলে দিলেন ফন ডাইকই। ১১৮ মিনিটে বদলি কস্তাস সিমিকাসের কর্নার থেকে ফন ডাইক যেভাবে মাথা ছুঁয়ে বল জালে পাঠালেন, তা চেলসি গোলকিপার দোর্দে পেত্রোভিচের চেয়ে দেখা ছাড়া কিছুই করার ছিল না। ৬৪ বছরের লিগ কাপ ইতিহাসে এটাই একবিংশ শতাব্দীতে হওয়া ফাইনালে সবচেয়ে দেরিতে পাওয়া জয়সূচক গোল। আসরের ফাইনালে সবচেয়ে দেরিতে করা গোলটা অ্যাস্টন ভিলার ব্রায়ান লিটলের। ওয়েম্বলিতেই ১৯৭৭ সালের ফাইনালে এভারটনের বিপক্ষে ১১৯ মিনিটে গোল করে ভিলাকে শিরোপা জিতিয়েছিলেন লিটল। লিভারপুল অবশ্য নির্ধারিত সময়েই ম্যাচ জিতে নিতে পারত। ৬০ মিনিটে হেডেই গোল করেছিলেন ফন ডাইক। কিন্তু অ্যান্ডি রবার্টসন ডি বক্সে বল ক্রস করার সময় ওয়াতারু এন্দো অফসাইডে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভিএআর যাচাইয়ের পর গোলটি বাতিল করেন রেফারি ক্রিস কাভানাঘ। লিভারপুলের চোটের তালিকা আরও লম্বা হয়েছে আজ রায়ান গ্রাভেনবার্চ স্ট্রেচারে করে মাঠ ছাড়ায়। ২৩ মিনিটে গ্রাভেনবার্চকে বাজেভাবে ট্যাকল করেন চেলসির মোইসেস কাইসেদো। ব্যথায় কাতর লিভারপুল মিডফিল্ডার আর খেলা চালিয়ে যেতে পারেননি। তাঁর পরিবর্তে মাঠে নামেন জো গোমেজ। প্রথমার্ধে এগিয়ে যেতে পারত চেলসিও। ৩২ মিনিটে নিকোলাস জ্যাকসনের ক্রস থেকে বল পেয়ে দারুণ এক গোল করেছিলেন রাহিম স্টার্লিং। কিন্তু তাঁর গোলটিও অফসাইডে বাতিল হয়। পুরো ম্যাচে দুই দল লক্ষ্যে শট নিয়েছে মোট ২০টি, এর মধ্যে চেলসির কনোর গ্যালাগার আর লিভারপুলের কোডি গাকপোর শট বারে লেগে ফিরে আসে। শেষ পর্যন্ত ফন ডাইকই ব্যবধান গড়ে দিলেন।

মদরিচের 'বজ্রপাতে' সেভিয়ার হৃদয় ভেঙে ৮ পয়েন্ট এগিয়ে রিয়াল

মাদ্রিদ, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ বয়স হয়ে গেছে ৩৮ বছর। এই বয়সেও যে তিনি দলের জন্য কতটা প্রয়োজনীয়, গতকাল রাতে সেভিয়ার বিপক্ষে রিয়াল মাদ্রিদের জয়ে সেটাই যেন দেখালেন লুকা মদরিচ। নিজেদের মাঠে ৮১ মিনিটে ক্রোয়েশিয়ান এই প্লেমেকারের দুর্দান্ত এক গোলেই সেভিয়াকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়েছে রিয়াল। এই জয়ে শীর্ষে থাকা রিয়ালের পয়েন্ট হয়েছে ২৬ ম্যাচে ৬৫। গত পরশু হেতাফেকে উড়িয়ে দিয়ে জিরোনাকে পেছনে ফেলে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসা বার্সেলোনার চেয়ে ৮ পয়েন্টে এগিয়ে কার্লো আনচেলত্তির দল। ২৬ ম্যাচে বার্সেলোনার পয়েন্ট ৫৭। ১ ম্যাচ কম খেলে ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে জিরোনা। আজ রাতে নিজেদের মাঠে রায়ো ভায়েকানোর বিপক্ষে এ রাউন্ডের ম্যাচটি খেলবে তারা। রিয়ালের ইতালিয়ান কোচ আনচেলত্তিকে কাল শুরুর একাদশ সাজাতে একটু ঝামেলাই পোহাতে হয়েছে। দুর্দান্ত ছন্দে থাকা জুড বেলিংহাম ও হোসেলু চোটের কারণে ছিলেন না। এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা ও দানি কারবাহাল খেলতে পারেননি নিষেধাজ্ঞার কারণে। শুরুর একাদশের প্রায় নিয়মিত এই চার মুখকে মাঠে নামতে হওয়ার প্রভাবটা রিয়ালের খেলায় ছিল স্পষ্ট। মাঝমাঠে বল দখলের লড়াইয়ে অনেকটাই পিছিয়ে থাকা রিয়াল পিছিয়ে যেতে পারত ম্যাচের শুরুর দিকেই। কিন্তু সেভিয়ার মরোক্কান ফরোয়ার্ড ইউসেফ এন-নেসিরি সহজ সুযোগ থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন। রিয়াল ম্যাচে খুব বেশি গোলের সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। পুরো ম্যাচে ৬টি শট লক্ষ্যে রাখতে পেরেছে তারা। এরই একটিতে ৮১ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে মদরিচের বজ্রপাতের মতো এক শটে এগিয়ে যায় রিয়াল। ৭৫ মিনিটে নাচোর বদলি হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন মদরিচ। সেভিয়ার খেলোয়াড়েরা অবশ্য এই গোলটিতে অফসাইডের দাবি তুলেছিল। কিন্তু রেফারি তাদের সেই আবেদনে পাত্তা দেননি। ১০ মিনিট পর রিয়ালের ব্যবধান দ্বিগুণ হতে পারত। কিন্তু লুকাস ভাসকেজের শট জালে জড়ালেও ভিএআর গোল বাতিল করে। এ সময় রিয়ালের কোচ আনচেলত্তিকে দুয়োও দেয় সেভিয়ার সমর্থকেরা। ম্যাচ শেষে অবশ্য কটূক্তি নিয়ে কিছু বলেননি আনচেলত্তি। শুধু বলেছেন, ''জয় আমাদের প্রাপ্যই ছিল।' আর মদরিচ বলেছেন, ''আমরা প্রমাণ করেছি যে কখনোই হাল ছাড়িনি। এটাই রিয়াল মাদ্রিদের ডিএনএ।'' সেভিয়ার বিপক্ষে পাওয়া এই জয়ে লা লিগায় টানা ২০ ম্যাচে অপরাজিত থাকল রিয়াল। লা লিগায় সর্বশেষ তারা ম্যাচ হেরেছিল গত বছরের সেপ্টেম্বরে। নগর প্রতিপক্ষ আতলেতিকো মাদ্রিদের মাঠে সেই হারটি ছিল ৩-১ গোলে।

মেসির গোলে 'মালিক' বেকহামের প্রাক্তন দলের সঙ্গে মায়ামির ড্র

ফ্লোরিডা, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ ক্যালিফোর্নিয়ার কারসনের পুরো সন্ধ্যাটাই বলতে গেলে ছিল লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সির। মেজর লিগ সকারের ম্যাচটিতে ৯০ মিনিট পর্যন্ত ইন্টার মায়ামির ওপর ছড়ি ঘুরিয়েছে তারা। ১-০ গোলে এগিয়েও ছিল। এরপরও তারা সন্ধ্যাটা জয়ের রঙে রাঙাতে পারেনি। এর তো একটাই কারণ-ডেভিড বেকহামের মালিকানার দল ইন্টার মায়ামিতে যে আছেন লিওনেল মেসি! পাস। আর সেই পাস থেকে মেসি অসাধারণ ফিনিশিংয়ে মায়ামিকে এনে দেন গোল। বার্সেলোনার আরেক প্রাক্তন খেলোয়াড় সের্হিও বুসকেতসের ভুলে গ্যালাক্সি অবশ্য এগিয়ে যেতে পারত ম্যাচের শুরুর দিকেই। নিজেদের বক্সের মধ্যে ফাউল করেছিলেন মায়ামির মিডফিল্ডার বুসকতেস। কিন্তু পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন বার্সেলোনা থেকেই ২০২২ সালে গ্যালাক্সিতে নাম লেখানো রিকি

তিনি যদি পুরো সময়ও ম্লান হয়ে থাকেন, এক মুহূর্তের ঝলকেই করে ফেলতে পারেন যেকোনো কিছু। বদলে ফেলতে পারেন ম্যাচের রঙ! আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী দলের অধিনায়ক তেমনই এক ঝলকে বেকহামের প্রাক্তন দল লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সির বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র এনে দিয়েছেন মায়ামিকে। ম্যাচে তখন যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিট। মায়ামির সব আশা শেষ বলেই মনে হচ্ছিল। অন্যদিকে জয়ের উৎসব শুরুই করে দিয়েছিল এলএ গ্যালাক্সির সমর্থকেরা। তেমন সময়ই ঝলক উপহার দিলেন বার্সেলোনার দুই প্রাক্তন খেলোয়াড়। জর্দি আলবা দিলেন দুর্দান্ত এক পুচ। ৭৫ মিনিটে অবশ্য ভুল করেননি দেয়ান জোভেলিচ। অসাধারণ এক গোলে তিনি এগিয়ে দেন গ্যালাক্সিকে। এই গোলের পরও মায়ামিকে কোণঠাসা করে রাখে তারা। রক্ষণ থেকে মাঝমাঠ বা আক্রমণ-সব জায়গাতেই এগিয়ে ছিল গ্যালাক্সি। কিন্তু মেসির এক মুহূর্তের ঝলক তাদের সেই এগিয়ে থাকার আনন্দ ম্লান করে দিয়েছে। এর আগে গত বুধবার এবারের মেজর লিগ সকারে নিজেদের প্রথম ম্যাচে রিয়েল সল্ট লেকের বিপক্ষে ২-০ গোলে জয় পেয়েছে মায়ামি। সেই ম্যাচে মেসি গোল পাননি। তবে সতীর্থকে দিয়ে গোল করিয়ে দলের জয়ে অবদান রাখেন।

মাইলফলক গোল আর জয়ের পর বাজে অঙ্গভঙ্গির জন্য সমালোচিত রোনাল্ডো

রিয়াধ, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ রেকর্ড বা মাইলফলক স্পর্শ করা-এ যেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর নিত্যদিনের সঙ্গী। তিনি মাঠে নামলেই গোল করবেন আর সেই গোলে হয় কোনও রেকর্ড হবে, নয়তো স্পর্শ করবেন কোনও মাইলফলক। গতকাল রাতেও ঘটেছে এমন ঘটনা। সৌদি প্রো লিগে আল শাবাবের বিপক্ষে ৩-২ গোলে জিতেছে রোনাল্ডোর দল আল নাসর। প্রতিপক্ষের মাঠে পাওয়া এই জয়ে দলের প্রথম গোলটি করেছেন রোনাল্ডো, যে গোলে একটি মাইলফলক স্পর্শ করেছেন পর্তুগিজ তারকা। ক্লাব ফুটবলে এটি ছিল তাঁর ৭৫০তম গোল। আল শাবাবের বিপক্ষে আল নাসর গোলের প্রথম কার্যকর সুযোগটি পায় ২১ মিনিটে। রেফারি আল নাসরের পক্ষে পেনাল্টির বাঁশি বাজান। আল শাবাবের খেলোয়াড়েরা রেফারির এই সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ জানায়। পরে ভিএআর দেখেও রেফারি পেনাল্টির সিদ্ধান্ত বহাল রাখেন। টিভি রিপ্লেতে দেখা যায়, আল শাবাবের ইগাও সান্তোস ঠিকই বল হাত দিয়ে থামিয়েছেন। পেনাল্টি থেকে গোল করে আল নাসরকে এগিয়ে দেন রোনাল্ডো। কিন্তু প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের অষ্টম মিনিটে গোল শোধ করে দেয় শাবাব। ৪৬ মিনিটেই অবশ্য নাসরকে এগিয়ে দেন ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার তালিসকা। ৬৭ মিনিটে শাবাব আবার সমতায় ফেরার পর ৮৬ মিনিটে তালিসকার দ্বিতীয় গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে আল নাসর। ম্যাচ শেষে আল শাবাবের সমর্থকেরা রোনাল্ডোকে উদ্দেশ্য করে 'মেসি, মেসি' স্লোগান দেয়। এটা মেনে নিতে পারেননি রোনাল্ডো। তিনি প্রথমে কানের পেছনে হাত নিয়ে সেই স্লোগান শুনছেন, এমন ভঙ্গি করেন। পরে আল শাবাবের সমর্থকদের উদ্দেশ্য করে বাজে অঙ্গভঙ্গি করেন। এ নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছেন আল নাসরের পর্তুগিজ তারকা। রোনাল্ডোর এই অঙ্গভঙ্গি অবশ্য টেলিভিশন ক্যামেরায় ধরা পড়েনি। এরপরও তাঁর শাস্তি হওয়া উচিত বলে মনে করেন সৌদি আরবের ফুটবল-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। সৌদি আরবের জনপ্রিয় এক লেখক ও টিভি উপস্থাপক ওয়ালিদ আল ফারাজ এক্সে লিখেছেন, 'ডিসিপ্লিনারি কমিটি বড় এক পরীক্ষাতেই পড়তে যাচ্ছে। আমরা অপেক্ষা করব এবং দেখব। তুমি যত বিখ্যাতই হও না কেন, সবকিছুরই সীমা আছে। বড় লিগগুলোতে এমনটাই দেখি আমরা।'

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com